ঘটনার ইন্দ্রজাল!　　　নবভাবের তরঙ্গ !!

শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল প্রণীত

বীরভক্তিকরুণ রসাত্মক ঐতিহাসিক নাটক

মুক্তির মন্ত্র

[বাসন্তী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া বীর হাম্বীরের প্রহে লিকাময় জীবন-নাট্য! পিতৃহারা রাজ্যহারা দস্যুগৃহে পালিত হাম্বীর নিজ বাহুবলে কি ভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন, কিরূপে ঘোর শক্তিসাধক হাম্বীর মদনমোহনের কৃপালাভ করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

ইহাতে দেখিবেন, মল্লভূমপতি সুধীরথমল্লের সরলতা, কুটবুদ্ধি সুরথমল্লের ষড়যন্ত্র, গোলাম মহম্মদের মহানুভবতা, রণলালের প্রতি-যোগিতা, দস্যুসর্দার, চিমনলালের স্নেহ-প্রবণতা, ধাত্রীমাতার স্নেহোন্মাদনা।

তা ছাড়া কল্যাণী, অর্পণা, চন্দন, বটুকেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ ও পরিপুষ্টি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৭।২ তারক চাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা।

PRINTED BY L. M. RAY. AT THE

LALIT PRESS

5, Madan Mitter Lane, Calcutta.

মুক্তি-তীর্থ

(পৌরাণিক নাটক)

বীরপূজা, নিয়তি, বনবীর, ব্রহ্মতেজ, দলমাদল, অমরাবতী,
চাষার মেয়ে, দেশের দাবী প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থপ্রণেতা—

নাট্যভারতী শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ
"ভাণ্ডারী-অপেরা" ও "রায়-অপেরা" কর্ত্তৃক
যশের সহিত অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—
নোয়াগড় রাজবাটী, শুভ মহানবমী, সন ১৩৪৫ সাল।

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৭।২ নং তারক চাটার্জ্জীর লেন, কলিকাতা।
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৫৮ সাল।

চতুর্থ সংস্করণ।] মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
রূপসাধনা
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্তজবা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
পাতালপুরী
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
দলমাদল
রঞ্জন অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
জনকনন্দিনী
আর্য্য অপেরায় অভিনীত— ২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
দস্যু
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন প্রণীত
মুক্তশিলা
ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
মহিষাসুর
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত
বিন্ধ্যা-বলি
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
টিপুসুলতান
তরুণ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিমলকৃষ্ণ ভক্তিবিনোদ প্রণীত
মীরা
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ প্রণীত
ভক্তকবি জয়দেব
নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বসুধারা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
হরিবাসর
ছুটুয়া নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনীত—২৲

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত
পুণ্যবল
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্তপূজা
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২৲

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী উদয়গঞ্জ গ্রাম নিবাসী

স্বনামধন্য জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট,

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কালিদাস বর্দ্ধন

খুল্লতাত মহাশয়ের

করকমলে

আমার এই "মুক্তি-তীর্থ" নাটকখানি

শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

অবতরণিকা

"মুক্তি-তীর্থ" নাটকখানি ভারতের এক দীপ্তিময়ী পৌরাণিক পুণ্য-কাহিনী। অনাচার-অধর্ম্মদলিতা ধরণীর আর্ত্ত-আবাহনে পাপী তাপীর মুক্তির বিধানে মুক্তিনাথের এক অভিনব লীলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা—সুদূর নীলাচলের নিভৃত কন্দরে তাঁর স্বপ্রকাশ।

প্রতিধ্বনিত হ'লো তাঁর অভয় বাণী—বেজে উঠলো মুক্তির শঙ্খ—ছুটে এলেন তিনি নীলমাধব নাম নিয়ে সাগরচুম্বিত নীলাচলের বিজন অরণ্যে নীচ কুলোদ্ভব এক ভক্ত শবরের গৃহে তাঁর ভক্তাধীন নামের সার্থকতা দেখাতে। ভক্তের দুয়ারে বাঁধা পড়্‌লেন ভক্তির শৃঙ্খলে—ভুলে গেলেন সব।

আবার ধরণী কেঁদে উঠলো—পাপী তাপী ত্রাহি-ত্রাহি কর্‌তে লাগ্‌লো, মুক্তিদাতা কোথায়—কত দূরে? কত বর্ষ চ'লে যায়, সহসা তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো—দৃঢ় হ'লেন তিনি মুক্তির আলোক দেখিয়ে দিতে; তারপর একদিন স্বপ্নে সাড়া দিলেন তাঁর পরম ভক্ত অবন্তীপতি ইন্দ্র-দ্যুম্নের প্রাণে। অমনি ছুটলো ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তির উচ্ছ্বাস মুক্তিনাথের অনুসন্ধানে; সুদূর নীলাচলে পেলেন তাঁর সন্ধান, কিন্তু দৈবের নির্ম্ম-মতায় লুকিয়ে পড়্‌লেন তিনি। ভক্তের নয়নাশ্রু গড়িয়ে পড়্‌লো—কেঁদে উঠলেন আকুলস্বরে।

আর তিনি থাক্‌তে পার্‌লেন না—প্রতিধ্বনিত হ'লো তাঁর 'মাভৈঃ' বাণী—দেখা দিলেন বিশাল দারুখণ্ডরূপে সেই উত্তাল তরঙ্গময় সাগর-বক্ষে। ভক্ত হতাশ হ'য়ে মাটিতে আছড়ে পড়্‌লেন—আবার সেই সান্ত্বনার বাণী—"ওই দারুখণ্ড হ'তে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর।"

ডাক পড়্‌লো শিল্পীদের—ফিরে গেল তারা পরাজয় নিয়ে—হ'লো না তাঁর মূর্ত্তিনির্ম্মাণ। অবশেষে এলেন বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা—ব্রতী হ'লেন মূর্ত্তিনির্ম্মাণে, কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় তাঁকে চ'লে যেতে হ'লো। ভক্ত দেখ্‌লেন তাঁর বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি—হাহাকারে নীলাচল ভ'রে উঠ্‌লো,—আবার সেই অভয় বাণী ওই বিকলাঙ্গ মূর্ত্তিই মুক্তিদাতা জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি, আর এই নীলাচলই পাপী তাপীর মুক্তিক্ষেত্র পুণ্যপীঠ "মুক্তিতীর্থ"।

ভগবানের সেই অপূর্ব্ব লীলার কাহিনী আজ নাটকাকারে সাধারণের নিকট "মুক্তি-তীর্থ" নাম দিয়ে তুলে ধরেছি। নানা অসামঞ্জস্য-পূর্ণ মতবাদের মধ্য দিয়া মুল আখ্যানভাগ অব্যাহত রাখ্‌বার জন্য নাটকের কোন কোন অংশ কল্পনার তুলিকায় রঞ্জিত—সে অপরাধ সতত মার্জ্জনীয়।

আমার এ "মুক্তি-তীর্থ" নাটকখানির অভিনয় দর্শনে কিম্বা পাঠ ক'রে যদি কোন দিন একটী মাত্র ভক্তের প্রাণ কেঁদে উঠে মুক্তির আলোকের সন্ধানে ছুটে যায়, তা হ'লে আমার এ নাটক রচনার পরিশ্রম সার্থক মনে কর্‌বো।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন নাট্যকার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন ও নটকবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়; ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী। ইতি—

লীলাবাস
রাসপূর্ণিমা, ১৩৪৭ সাল। } গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

নারায়ণ, বিশ্বকর্ম্মা, বনমালী

ইন্দ্রদ্যুম্ন	...	...	অবন্তীর অধীশ্বর।
রুদ্রদ্যুম্ন	...	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
রত্নবাহু	...	...	ঐ পালিত পুত্র।
অরিন্দম	...	...	রুদ্রদ্যুম্নের শ্যালক।
বিদ্যাপতি	...	...	রাজগুরু।
গুণনিধি	...	...	ঐ শিষ্য।
বিশ্বাবসু	...	...	শবররাজ।
অম্বর	...	...	ঐ পুত্র।
রক্তাক্ষ	...	...	কাপালিক।

মালবরাজ, মন্ত্রী, প্রণব, ভৈরব, উড়িষ্যা পণ্ডিত, লটুকা, ভিক্ষুক, কারারক্ষী, প্রহরী, মালব-অনুচরদ্বয়, দেববালকগণ, শবরগণ, সূত্রধরগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

লক্ষ্মী, বসুন্ধরা।

মাল্যবতী	...	...	অবন্তীর রাণী।
সুষমা	...	...	রুদ্রদ্যুম্নের স্ত্রী
নন্দা	...	...	মালবের মন্ত্রীকন্যা
ললিতা	...	...	বিশ্বাবসুর কন্যা।

সন্ন্যাসিনী, ঝুমকো, দেববালাগণ, ভৈরবীগণ, নর্ত্তকীগণ, ডাকিনী-যোগিনীগণ, শবররমণীগণ ইত্যাদি।

শ্রীকানাইলাল শীল

প্রস্তাবনা।

সুমেরু পর্ব্বত।

নারায়ণ নিদ্রামগ্ন, লক্ষ্মী পদসেবা করিতেছিলেন; দেববালক ও দেববালাগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সকলে।— হও সচেতন।
দেববালকগণ।— হে বিরাট পুরুষ পরমেশ,
লক্ষ্মী জনার্দ্দন পতিতপাবন।
দেববালাগণ।— জাগো মা প্রকৃতি পরমা সতী,
বিশ্ব-বিমোহিনী কেশবজীবন॥
দেববালকগণ।— হাস্ত মধুর মুরতি সুন্দর,
নবীন নীরদ নীলেন্দীবর,
দেববালাগণ।— হেমবরণী দৈত্যবিনাশিনী,
বন্দিত সুর-নর নিখিল ভুবন॥
দেববালকগণ।— পাপ-তাপ-দুঃখবিনাশকারী,
দেববালাগণ।— ভবভয়হারী, জাগো হে মুরারি,
সকলে।— নমি নমি ওই বাঞ্ছিত পদে,
কীর্ত্তিকলাপে কর নব জাগরণ॥

[প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

নেপথ্যে বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা। পরিত্রাহি! পরিত্রাহি!

নারায়ণ। ভাঙ্গিল অলস নিদ্রা;
কাহার করুণ স্বর—
কেবা ডাকে মোরে?

বসুন্ধরা। পরিত্রাহি! পরিত্রাহি!
রক্ষা কর দয়াময়,
রক্ষা কর বিপদভঞ্জন!

লক্ষ্মী। মাধবীমোহন!
ওই—শুন কার আর্ত্ত কণ্ঠস্বব
নীবব অদ্রির বুকে উঠিল ধ্বনিয়া!

নারায়ণ। লো মাধবী হৃদয়রঞ্জিনী!
ধরণীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর;
পাপের পীড়নে ধরা হ'য়ে জর্জ্জরিতা
সকাতরে ডাকিছে আমারে।
হের দেবী! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড—
বিধাতৃ-সৃজিত ওই সৌন্দর্য্যকলাপ;
কিন্তু হায়, পাপের প্রভাবে
মলিন সে সুষমা তাহার।
অনাচার অত্যাচার বীভৎস আকারে
দেবের লীলার ক্ষেত্র অবনীর বুকে
কত রূপে কত ভাবে
নাচিছে উল্লাসে দিয়ে করতালি।

লক্ষ্মী।　　নারায়ণ!
পাপের প্রভাব করিতে বিনাশ,
যুগে যুগে অবতরি ধরণীমণ্ডলে
কত রূপে কত লীলা করিলে প্রচার,
কিন্তু প্রভু! কেন উদাসীন,
পাপশক্তি করি ক্ষীণ
মুছাইতে ধরণীর বেদনার ভার?
নাহি কি এমন কোন পুণ্যময় স্থান
এই ধাতার রাজত্বে,
নাহি যেথা পাপের প্রভাব,
যেথা জীব লভে মোক্ষ?

নারায়ণ　　আছে দেবী পুণ্যক্ষেত্র এক
ভূস্বর্গ ভারতমাঝে,
মহাতীর্থ পুরুষোত্তম মুক্তির আলয়,
যথা আমি গুপ্তভাবে বিরাজিত
শ্রীনীলমাধবরূপে; ধন্য সেই স্থান,
এবে তাহা অদৃশ্য ধরায়।

লক্ষ্মী।　　পাপের পীড়নে কাঁদে বিশাল ধরণী,
অহর্নিশ কাঁদে জীবকুল,
কেন তবে হে মুরারি!
মুক্তি-তীর্থ পুণ্যভূমি
জীবচক্ষে রহিবে গোপন?
খুলে দাও মুক্তির দুয়ার,
রক্ষা কর জগৎ তোমার।

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।—

ওগো, অশ্রুতে দাও শান্তি।
চিরবাঞ্ছিত বন্দিত অপরূপ রূপকান্তি।
মরমদহিত বেদনা-আঁধারে
কত দিন রবো বরষায় ভারে,
মূর্চ্ছিত হিয়া থেমে যাবে সুর, দূর কর মম ক্লান্তি॥

নারায়ণ। লো ধরণী! নাহি ভয়,
কাঁদিতে হবে না আর পাপের পীড়নে,
ফেলিতে হবে না আর
বেদনার অশ্রুধারা দিবস-সন্ধ্যায়।
অধর্ম্মদলিত তব শ্যামল বক্ষেতে
ফুটিবে আবার দেবী পুণ্যের আলোক।
কতবার মোর অবতার তোমারি কারণ;
নাশিতে পাপের শক্তি
নবরূপে হইব প্রকাশ আমি
ব্যথাভরা তব ওই বক্ষ-আঙ্গিনায়।
হের সতী! পুণ্যতীর্থ ভারতের দক্ষিণ কূলেতে,
যথা ওই বিশাল বারিধি
চুম্বিছে চরণযুগ আবেগে উচ্ছ্বাসে,
শঙ্খাকার পুণ্যধাম নাম নীলাচল;
কিঞ্চিৎ দক্ষিণ ভাগে কল্পবট তরুর উত্তরে,
নীলমাধবরূপে আমি বিরাজিত সেথা।

তরুর পশ্চিমে
আছে এক মুক্তিকুণ্ড রৌহিন নামেতে,
সেই কুণ্ডবারি পানে কিম্বা পরশনে
আমারি সাযুজ্য লভিবে মানব,
অন্তকালে বৈকুণ্ঠে আবাস।

লক্ষ্মী। দয়াময়! কত দিনে পুণ্যক্ষেত্র
বিশ্বমাঝে হইবে বিদিত,
জীবের মুক্তির পথ করিতে সুগম?

নারায়ণ। বিলম্ব নাহিক আর,
অবসান অর্দ্ধকাল ব্রহ্মার আয়ুর;
এই অর্দ্ধকালে গোপনবিহার মোর।
অপরার্দ্ধে নির্গুণ নিষ্কামমূর্ত্তি
দারুব্রহ্ম জগন্নাথরূপে আমি
বিশ্বের কল্যাণে বিশ্বমাঝে হইব প্রকাশ।
যাও ধরা! আগত সুখের ঊষা,
প্রতীক্ষায় রহ কিছুদিন।

বসুন্ধরা। প্রণিপাত! পুর্ণ হোক্ শুভ বাণী তব।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কহ দয়াময়! কাহারে নায়ক করি
জগন্নাথরূপে তুমি
বিশ্বমাঝে হইবে প্রকাশ,
শুনিতে কি পাবো তাহা?

নারায়ণ। সূর্য্যের নন্দন অবন্তীর অধীশ্বর
ভক্তপ্রাণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামেতে রাজন,

কঠোর সাধনাবলে দারুব্রহ্ম
জগন্নাথ-মূর্ত্তি মোর করিয়া প্রতিষ্ঠা,
জীবের মুক্তির পথ করিবে সুগম।

লক্ষ্মী। জীবের মুক্তির পথ হয় যদি এতই সরল,
কোথায় রহিবে তবে কর্ম্মফল,
কহ ভগবান? জীব যদি
কর্ম্মফল না করিবে ভোগ,
অবহেলে পাইবে নিস্তার,
তা হ'লে যে সৃষ্টিরাজ্য হবে ছারখার,
রহিবে না পাপ-পুণ্য বিচার-আচার।

নারায়ণ। নাহি চিন্তা দেবী!
কর্ম্মফল জীবকুল অবশ্য ভুঞ্জিবে,
মাত্র ওই নীলাচলে
রহিবে না পাপের প্রভাব।
কর্ম্মসূত্রে গঠিত ব্রহ্মাণ্ড,
কর্ম্মস্রোত বহে অবিরাম,
কে রোধিবে গতি তার?
কর্ম্মের আজ্ঞায়
ধরণীর ব্যথা বিমোচনে
জগন্নাথ নবরূপ করিয়া ধারণ,
পাপ তাপ নাশিব ধরার—
বিলাইব শত করে শুভ আশীর্ব্বাদ।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিলাস-কক্ষ।

রুদ্রদ্যুম্ন সুরাপান করিতেছিলেন, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ

গীত

আজ ফাগুনের প্রেমের দোলন হৃদয়-কুঞ্জ-নিবাসে।
চাঁদের আলো ঢেউ দিয়ে যায় মন্দ পরশে॥
ছিল অন্ধকারে বচনহারা কোন্ স্বপন আড়ালে,
দেউল ভেঙ্গে গোপন রেণু মলয় ছড়ালে;
শুক্‌নো হিয়ার পাতে পাতে,
রঙ ধরালো জোছনাতে,
মোদের প্রাণে গানের সুরে রইলো আঁকা সে—
দোল দিয়ে যায় দোদুল দোলায় দখিন বাতাসে॥

রুদ্রদ্যুম্ন। চমৎকার! চমৎকার!

অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম রুদ্রদ্যুম্ন!

রুদ্রদ্যুম্ন। কে, অরিন্দম? এস—এস, স্ফুর্ত্তি কর—আনন্দ কর।

অরিন্দম। না—না রুদ্রদ্যুম্ন! নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীতে যোগদান করতে

আমি এখানে আসি নাই, এসেছি তোমায় দুর্ভাগ্যের কবল হ'তে সৌভাগ্যর পথে নিয়ে যেতে।

রুদ্রদ্যুম্ন। আনন্দ কর ভাই—আনন্দ কর, সাধ অপূর্ণ রেখো না। এখানকার সম্বন্ধ ক'দিনের ? [নর্ত্তকীদের প্রতি] গাও—গাও, সংসারের সকল দুশ্চিন্তা দূর হ'য়ে যাক্।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

মোদের হৃদয়-কুঞ্জবনে, পেতেছি সঙ্গোপনে,
তোমার আসন ওগো প্রিয়—ওগো অতিথি।
ঝরা ফুল বিছিয়ে দিয়ে, মধুর সুবাস তাই ছড়ায়ে
রেখেছি সাজিয়ে বঁধু কানন-বীথি॥
ধর ধর বঁধু সুধার আধার বাসনার রঙে রাঙ্গানো,
বুকভরা প্রেম গোপনে রাখা নীরব নিশীথে জাগানো,
নব যৌবন-জোয়ারের ফুল কণ্ঠে প্রণয়-গীতি॥

[অভিবাদন করতঃ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অরিন্দম। রুদ্রদ্যুম্ন! এখনও তোমার চৈতন্য হ'লো না? আলস্যের দাস সেজে এইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে জীবনযাপন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য ?

রুদ্রদ্যুম্ন। কি কর্‌তে হবে অরিন্দম ?

অরিন্দম। কি কর্‌তে হবে ? নিজের স্বার্থ বুঝে নিতে হবে, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার কর্‌তে হবে। এরূপ বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চিরদিন যে কাঁদ্‌তে হবে।

রুদ্রদ্যুম্ন। তাই তো, ভাবিয়ে তুল্‌লে যে! আমি এখন কোন্ পথে যাই ? একদিকে শত সহস্র প্রলোভন, সৌভাগ্যের জীবন্ত ছবি,

অন্যদিকে কর্ম্মপরিণতির বিভীষিকাময়ী জাগ্রত স্মৃতি! কোন্ পথে সুখ? কোন্ পথে শান্তি? কোন্ পথে তৃপ্তি?

গীতকণ্ঠে প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব।—

গীত।

চলো সোজা পথে, ওরে সুখের প্রয়াসী
কাঁকর কাঁটা ফুটবে নাকো, অদূরে ঐ আলোকরাশি।
আঁধারভরা কাদায় পথে, যাস্ নে রে আর ভুলের সাথে,
নাইকো সেথা সুখের রেখা, মরীচিকা সর্ব্বনাশী।

রুদ্রদ্যুম্ন। প্রণব! প্রণব! উদ্বেল তরঙ্গসঙ্কুল জীবনটাকে আমার শান্তিময় ক'রে দাও ভাই! বিষ! বিষ! তীব্র বিষ এ সংসার।

প্রণব।—

তবে শক্ত হও—শক্ত হও,
আপন পায়ে দাঁড়িয়ে রও,
তোমার কর্ম্ম পথের রুদ্রশাপে দূর ক'রে দাও বিষের বাঁশী।

[প্রস্থান।

রুদ্রদ্যুম্ন। প্রণব! প্রণব! চ'লে গেলে ভাই! এ প্রলয়-আবর্ত্তের মাঝখান হ'তে আমায় উদ্ধার কর—আমার শ্বাস রোধ হ'য়ে আস্‌ছে, আমায় বাঁচাও।

অরিন্দম। বাঁচবার পথ তো তোমার নিজের হাতেই রয়েছে ভাই! কেউ যদি স্বেচ্ছায় দুর্ভাগ্যসেবায় আত্মদান করে, সে কি কখনো বাঁচে? এ যে তোমার স্বেচ্ছার কান্না।

রুদ্রদ্যুম্ন। স্বেচ্ছার কান্না? কিসে দেখ্‌লে অরিন্দম?

অরিন্দম। কি আর বল্‌বো! অনেক আশা ক'রে তোমার হাতে আমার ভগ্নীকে তুলে দিয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সেটা আমার মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে।

রুদ্রদ্যুম্ন। কি আর করবে বল? এখন তো আর ফিরিয়ে নেওয়া চল্‌বে না!

অরিন্দম। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, একজন অজ্ঞাতকুলশীল দীন দরিদ্র হবে অবন্তীর অধীশ্বর, আর তুমি বীর হ'য়ে, রাজপুত্র হ'য়ে, সে অন্যায়ের কোন প্রতিকার না ক'রে অমূল্য জীবনটাকে এম্নি ক'রে নষ্ট করতে চাও? বড়ই দুঃখের!

রুদ্রদ্যুম্ন। সে কি ভাই? কেমন দিবানিশি চিন্তার হাত এড়িয়ে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি, এর চেয়ে সুখের আর কি আছে অরিন্দম?

অরিন্দম। তুমি বুঝ্‌বে না রুদ্রদ্যুম্ন! বুঝ্‌বে পরে, যখন ওই পথে কুড়ানো রত্নবাহু অবন্তীর সিংহাসনে বস্‌বে—যখন তোমায় স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে ভিক্ষুকের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। তোমার পিতার পুণ্য-সিংহাসনে বস্‌বে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, অথচ তুমি পুত্র, পিতার সম্মানরক্ষায় নিশ্চেষ্ট—উদাসীন!

রুদ্রদ্যুম্ন। পিতার সম্মানরক্ষায় ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে হবে? ভ্রাতৃদ্রোহিতার আগুন জ্বেলে দিতে হবে ইন্দ্রের নন্দন-কানন সদৃশ এই অবন্তীর বুকে?

অরিন্দম। তা হ'লে রাজ্য চাও না?

রুদ্রদ্যুম্ন। না—না, চাই না রাজ্য, কি হবে রাজ্যে? এসেছি দু'দিনের জন্য, ফুর্ত্তি ক'রে যাই—আনন্দ ক'রে যাই। এমন শান্তি-

ময় জীবনের মাঝখানে অশান্তি-হাহাকারকে জাগিয়ে তুল্‌বো কেন অরিন্দম ?

অরিন্দম। চিরজীবন একজনের পদানত হ'য়ে থাকাই কি বীরের ধর্ম্ম ? কে সে রত্নবাহু ? কি সম্বন্ধ তার সঙ্গে ? কিন্তু তুমি যে ভাই—অন্তরঙ্গ। তুমি বঞ্চিত হবে তোমার পিতৃ-সিংহাসনে, আর সে আসনে বস্‌বে কি না সেই হতভাগ্যটা ? বৈমাত্রেয় ভাই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তার উপর আবার এত ভক্তি-শ্রদ্ধা কেন ?

রুদ্রদ্যুম্ন। ভরতও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রা া হ'য়ে চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁর পাদুকাপূজা করেছিলেন।

অরিন্দম। আর সহোদর ভ্রাতা হ'য়েও বিভীষণ দশাননের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। স্বার্থময় এ সংসার ; স্বার্থহীন প্রাণী ক'জন এ সংসারে ? বেশ, তুমি রাজ্য না চাও, কিন্তু আমার ভাগিনেয় আছে, তার ভবিষ্যৎ কি কর্‌ছো রুদ্রদ্যুম্ন ? আজীবন সুখ-সম্পদে প্রতিপালিতা ভগ্নী আমার, সেও কি তোমার জন্য কাঁদ্‌বে রুদ্রদ্যুম্ন ? ভয় কি ? রাজ্য বুঝে নাও, শক্তির অভাব হবে না ; শক্তি-উপাসক রক্তাক্ষ কাপালিকের আশীর্ব্বাদে আমাদের বিজয়লাভ সুনিশ্চিত।

রুদ্রদ্যুম্ন। যে দেশের প্রতি ধূলিকণায় ভ্রাতৃপ্রেমের ছবি ফুটে উঠ্‌ছে, সেই দেশের সন্তান হ'য়ে এ কি মানবজন্মের সার্থকতা দেখাচ্ছ অরিন্দম ? কানন, কান্তার, বন, উপবন সর্ব্বত্র মাতিয়ে তুলে ভ্রাতৃ-প্রেমের কি মধুর সুর প্রকৃতি তার মর্ম্ম-বীণায় জাগিয়ে দিচ্ছে ; পবন মৃদুল হিল্লোলে ভ্রাতৃপ্রেমের অমিয়ধারা দেশের প্রতি অঙ্গে মাখিয়ে দিচ্ছে ; তটিনীর কুলু-কল্লোলে ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত ছবি দেশের বুকে এঁকে দিচ্ছে। সেই পুণ্যদেশের সন্তান হ'য়ে দাঁড়াবো ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে ? না—না অরিন্দম ! আমি তা প.র্‌বো না। কাঁদুক্ পুত্র

পরিবার, ব'য়ে যাক্ শত ঝঞ্ঝা মাথার উপর, তবু—তবু আমি যে মানুষ; মানুষ হ'য়ে মনুষ্যত্ব হারাতে পারবো না।

অরিন্দম। পুত্র পরিবার সব তা হ'লে পর হোক্, কেমন?

রুদ্রদ্যুম্ন। না—না, পর কেন হবে তারা? দিবারাত্র রাজ-প্রাসাদে কত ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে ব'সে আছে তারা,—অভাব কি তাদের?

অরিন্দম। অভাব? তুমি বুঝ্‌বে না ভাই, কি অভাব তাদের। জানি না কি যাদুদণ্ড ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমার গায়ে বুলিয়ে দিয়েছে। পুত্র-পরিবার পর হোক্, কাঁদুক্ তারা সারা জীবন, আর তুমি থাকো পরকে আপন ক'রে একটা হীনের প্রতিমূর্ত্তিতে আজ্ঞাবাহী দাস হ'য়ে—পুত্রের মুখপানেও তো একটিবার চাইতে হয়!

রুদ্রদ্যুম্ন। পুত্র—পুত্র! হাঃ-হাঃ-হাঃ! সে তো মাত্র এখন শিশু! এখন হ'তে তার জন্য চিন্তা কেন? বেশ, তাই হবে অরিন্দম! পুত্রের ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করতে আজ হ'তে আমি সুপ্ত সিংহের মত জেগে উঠ্‌বো। জ'লে উঠুক্ ভ্রাতৃদ্রোহিতার প্রলয়-আগুন ভৈরব গর্জ্জনে অবন্তীর বুকে, অবন্তী শ্মশান হোক—ধ্বংস হোক্; এঁ্যা—এ কি অন্তরের ব্যাকুল স্পন্দন! এ কি বিবেকের তীব্র কশাঘাত! দাঁড়াবো দাদার বিরুদ্ধে?

সুষমার প্রবেশ।

সুষমা। ক্ষতি কি?

রুদ্রদ্যুম্ন। সুষমা? সুষমা! জানি না, কোন্ অনলধারার প্রতি-মূর্ত্তিতে এখানে এসে উপস্থিত হ'লে? যাও—যাও, প্রকৃতির শান্ত অঙ্গ আর ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলো না।

সুষমা। বাঃ—চমৎকার! আমরা মাতা-পুত্রে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে

নিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াই, আর তুমি থাকো নীরব নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ভক্তি-অর্ঘ্যের ডালা সাজিয়ে পরের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে! উঃ—দাদা! কি করলে তুমি! কার হাতে আমায় তুলে দিয়েছ!

অরিন্দম। ভুল করেছি—ভুল করেছি; জানতুম না যে এক অপদার্থ কাপুরুষের হাতে তোকে সঁপে দিচ্ছি। রুদ্রদ্যুম্ন! পরিণামে তোমাকে কান্নার সমুদ্রে ভাসতে হবে।

রুদ্রদ্যুম্ন। সে কান্নায় আমার স্বর্গের আনন্দ অরিন্দম! আমার সে অশ্রুকণা শারদের শিশির-বিন্দুর মত একটি একটি ক'রে ঝ'রে প'ড়ে প্রকৃতির বুকের উপর অপার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়ে তুলবে।

সুষমা। তবে কি নিজের পুত্রের মুখপানেও তাকাবে না?

রুদ্রদ্যুম্ন। নিজের ভাগ্যফলে নিজেরি অধিকার সুষমা! রাজার রাজ্য থাকে না, আবার দীন দরিদ্রও রাজ্য পায়। অভাব কি এই ভগবানের রাজত্বে?

অরিন্দম। [দৃঢ়স্বরে] তা হ'লে রাজত্ব চাও না রুদ্রদ্যুম্ন?

রুদ্রদ্যুম্ন। চাই—চাই; তবে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে নয়।

[প্রস্থান।

সুষমা। চ'লে গেল! এত মিনতি, এত অনুরোধ, কিছুতেই শুনলে না; উপেক্ষার পদাঘাতে দলিত ক'রে অম্লানবদনে চ'লে গেল।

অরিন্দম। ভাবিস্ নে বোন্! তোর দুঃখ দূর করতে তোর দাদা প্রাণপাত করবে। যেমন ক'রে পারি, রুদ্রদ্যুম্নের মনের গতি অন্য পথে ফিরিয়ে আনবো।

সুষমা। পারবে—পারবে দাদা, তোমার এই হতভাগিনী বোন্‌টীকে সুখিনী করতে?

অরিন্দম। কেন পারবো না বোন্? অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত এক

বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌বো,—তোকেই বসাবো এই অবন্তীর সিংহাসনে। আমি জ্বাল্‌বো ধ্বংসানল, তুই যুগিয়ে দিবি ইন্ধন, আর মন্ত্রপাঠ কর্‌বে ঐ নিয়তি।

[প্রস্থান।

সুষমা। নিয়তি—নিয়তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি অবন্তীশ্বরী হবো—অবন্তীশ্বরী হবো, এ সুযোগ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিদ্যাপতির গৃহপ্রাঙ্গণ।

বিদ্যাপতি ও পুঁথিবগলে গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। গুরুদেব! তা হ'লে এইবার আমায় যা হয় একটা প্রকাণ্ড রকমের উপাধি দান করুন; আমি তো সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছি।

বিদ্যাপতি। সে কি! এরি মধ্যে উপাধি? মূর্খ! উপাধিলাভটা কি এতই সহজ? আর তুমি যেরূপ শাস্ত্রপাঠ করেছ, তাতে তোমাকে একটি মহামূর্খ উপাধি ছাড়া আর কোন উপাধি প্রদান করা যায় না। আমি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে ব'লে তোমার জন্য একটি গোশালা প্রস্তুত ক'রে দেবো, তুমি সেখানে গিয়ে দিন কতক বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস কর্‌বে।

গুণনিধি। গুরুদেব ! গোশালায় বাস কর্‌বো আমি ? হে-হে-হে, আমি কি গরু ?

বিদ্যাপতি। তুমি গরু অপেক্ষাও অধম; দুঃখের মধ্যে তোমার চারিটি পা ও একটি ল্যাজ নেই।

গুণনিধি। আজ্ঞে পা হবার অনেকটা আশা হয়েছে, তবে ল্যাজটা কোথায় পাই ? সেই জন্যই তো আপনার কাছে একটি ল্যাজ ভিক্ষা কর্‌ছি। প্রভু ! ল্যাজ না থাক্‌লে যে আমার এত বড় শিক্ষার কদর হবে না।

বিদ্যাপতি। যাও—যাও, বাড়ী যাও। তোমার দ্বারা আর কিছু হবে না, তুমি একটি হস্তিমূর্খ।

গুণনিধি। সে কি প্রভু ? আপনার শ্রীচরণকৃপায় আমি অষ্টাদশ পুরাণ একেবারে ঠোঁটস্থ ক'রে ফেলেছি; আমায় একটা উপাধি দিতেই হবে।

বিদ্যাপতি। আরে, এ যে বড় বিপদে পড়্‌লুম তোমায় নিয়ে বাপধন ! এরি মধ্যে উপাধি কি ? এখনও পাঁচটি বৎসর লাগ্‌বে পড়্‌তে; তারপর—তাও বলা যায় না।

গুণনিধি। ওরে বাপ্‌রে ! এখনও পাঁচটি বচ্ছর ? প্রভু ! অবলোকন করুন, আমার মাথার চুল গুলি যে ক্রমশঃ বিবর্ণবৎ হবার উপক্রম হয়েছে। উপাধি আমায় দিতেই হবে।

বিদ্যাপতি। আঃ ! আমায় জ্বালিয়ে মার্‌লে দেখ্‌ছি ! গুণনিধি ! বাপধন ! উপাধি নিয়ে কি করবে ?

গুণনিধি। পচা কাঁঠালও চড়া দামে বিকিয়ে যাবে।

বিদ্যাপতি। আচ্ছা, যদি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পার, তা হ'লে অবশ্যই তোমাকে উপাধি দান কর্‌বো

গুণনিধি। বেশ! প্রশ্ন ক'রে যান, আমি ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।

বিদ্যাপতি। বল দেখি গুণনিধি! চণ্ডীর এই শ্লোকের অর্থ কি?

"উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈবচ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥"

গুণনিধি। আজ্ঞে, "মহাহনুম্"টা কি? চণ্ডীতে আবার হনুমান কোথা হ'তে এলো?

বিদ্যাপতি। তবে কি হবে গুণনিধি?

গুণনিধি। আজ্ঞে, মহাহনুর পরিবর্ত্তে মহাভানু হবে।

বিদ্যানিধি। দূর হও গো-মূর্খ!

গুণনিধি। হেঁ-হেঁ, গুরুদেব! রুষ্ট হবেন না, দয়া ক'রে আমায় একটা উপাধি দিতেই হবে।

বিদ্যাপতি। আচ্ছা—আচ্ছা, আজ হ'তে তুমি "বিদ্যা-দিগ্‌গজ" উপাধি পেলে।

গুণনিধি। পায়ের ধুলো দিন গুরুদেব, পায়ের ধুলো দিন। বিদ্যা-দিগ্‌গজ! ব্যস্! আর আমায় পায় কে? এইবার আমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবো।

বিদ্যাপতি। কেন বাপু, বেশ তো আছ; কোথায় গিয়ে মার খেয়ে মরবে! বিদ্যার দৌড় দেখিয়ে আর কাজ নেই; যাও, এখন ঘরে গিয়ে নিজের কাজকর্ম্ম দেখগে। তোমার দ্বারা আর কিছুই হবে না।

গুণনিধি। সে কি প্রভু! আমার দ্বারা আর কিছুই হবে না? তা হ'লে প্রভু, আপনার আশ্রম ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। কিন্তু দেখুন প্রভু! আপনার কাছে সব সুখই আছে, কেবল ঐ যে—হেঁ-হেঁ-হেঁ, প্রত্যহ নিরামিষ আহার—এই যা।

বিদ্যাপতি। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না মূর্খ!

গুণনিধি। আজ্ঞে, এই না বল্‌লেন "দিগ্‌গজ", আবার আমাকে মূর্খ বল্‌ছেন প্রভু?

বিদ্যাপতি। [দৃঢ়স্বরে] যাও, নইলে শাস্তি পাবে।

গুণনিধি। আজ্ঞে, যাচ্ছি যাচ্ছি। তবে ভুলে যাবেন না আমাকে; যখন যা আদেশ কর্‌বেন, আমি আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সবই ক'রে দেবো প্রভু! তা হ'লে এখন আসি—

[সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতঃ প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। ব্রাহ্মণের ঘরের আকাট মূর্খ। যাই হোক্, গুণনিধির অন্তরটা সরল, আর কাজকর্ম্মেও পটু। যাই, মহারাজের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে আসি। রক্তাক্ষ কাপালিকের অত্যাচারে অবন্তী ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু মহারাজ এর কোন প্রতিবিধান না ক'রে উদাসীন। দেখি, এই অত্যাচারদমনে সফলকাম হই কি না! ভগবান! তোমার রাজত্বে এত অত্যাচার!

কাঁদিতে কাঁদিতে গুণনিধির পুনঃ প্রবেশ।

গুণনিধি। গুরুদেব! গুরুদেব! এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা!—ও-হো-হো!

[ক্রন্দন]

বিদ্যাপতি। কি হ'লো বৎস?

গুণনিধি। [ক্রন্দনস্বরে] ও-হো-হো! এই দেখুন গুরুদেব! রাস্তায় যেতে না যেতেই রক্তাক্ষ ঠাকুরের এক বেটা চেলা এসে আমার শ্রীচৈতনটী—ও-হো-হো, কুচ্‌ ক'রে কেটে নিয়ে গেল।

বিদ্যাপতি। তুমি কিছু বল্‌লে না?

গুণনিধি। আজ্ঞে আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে তাকে খুব যা-

কতক দিয়ে দিয়েছি। ও হো-হো, গুরুদেব! কি হবে? আহা—শ্রীচৈতনটী অনেকখানি বেড়ে উঠেছিল। [ক্রন্দন]

বিদ্যাপতি। যাক্—কেঁদো না, ও আবার গজিয়ে উঠ্‌বে।

গুণনিধি। প্রভু! আপনি যদি বলেন, তা হ'লে রক্তাক্ষ ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিয়ে আসি।

বিদ্যাপতি। না—না, কাজ নেই; আমি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে এ বিষয় জানাতে চল্লুম। সাবধান! এখন দিন কতক আশ্রমেই থাকো, বাড়ী যেও না। [প্রস্থান।

গুণনিধি। যে আজ্ঞে! হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমি বিদ্যাদিগ্‌গজ, টিকিটা বেমালুম কেটে দিলে! যাক্—প্রভু বল্লেন আবার গজিয়ে উঠ্‌বে।

উড়িষ্যা-পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডিত। আঁপড় কি বিদ্যাপতি অছি?

গুণনিধি। [স্বগত] এ ব্যাটা দেখ্‌ছি উড়িষ্যাবাসী; বোধ হয় কোন পণ্ডিত টণ্ডিত হবে। কোন প্রশ্ন কর্‌লেই তো গেছি। যাই হোক্, ব্যাটাকে নিয়ে একটু রগড় করা যাক্।

পণ্ডিত। আঁপড় কথা ন কউছন্তি কাঁই? মু উড়িষ্যা পথাড়ে আউছন্তি।

গুণনিধি। [স্বগত] ইস্! ব্যাটা যেন কিষ্কিন্ধ্যাপতি। [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে, আপনি কি তা হ'লে কোন পণ্ডিত আছেন?

পণ্ডিত। হঃ। মু শুনিলু আঁপড় এ দেশকু মহাপণ্ডিত অছি; সে মু আঁপড় সহিত কিঞ্চিৎ শাস্ত্র আলাপ জন্য আসিলু।

গুণনিধি। শাস্ত্রালাপ কর্‌তে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু আপনার তো আর এখানে দাঁড়ানো চল্‌বে না।

পণ্ডিত। কাঁই কি?

গুণনিধি। আপনি কি শোনেন নি? মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি উড়িষ্যার কোন লোককে তাঁর কাছে ধ'রে নিয়ে যাবে, তিনি তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

পণ্ডিত। মিথ্যা কউছন্তি কাঁই কি পণ্ডিতবর?

গুণনিধি। না পণ্ডিতমশায়, মিথ্যা কথা নয়; আমিই আপনাকে মহারাজের কাছে ধ'রে নিয়ে যাবো।

পণ্ডিত। [সভয়ে] বাপ্পল! আঁপড় কি কউছন্তি?

গুণনিধি। কিছু কউছন্তি না, শুধু ধ'রে নিয়ে যাউছন্তি—

[ধরিতে উদ্যত হইল।]

পণ্ডিত। গুটে কথা শুড়, মতে না ধর; মু আউ এ দেশকু আসিমু না—মু আঁপড় দেশকু ফিরিছন্তি।

গুণনিধি। [সহসা পণ্ডিতকে ধরিয়া] তা হয় কি পণ্ডিতমশায়? পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কারের লোভ কি ছাড়লেই হ'লো! আপনাকে মহারাজের কাছে যেতেই হয়েছে।

পণ্ডিত। মতে কৃপা কর—মতে মাপ কর—মতে ছড়ি দিয়, মু আউ এ দেশকু আসিমু না।

গুণনিধি। [পণ্ডিতের কথা না শুনিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল]

পণ্ডিত। হ-হ-হ, মোর হত ভাঙ্গি গলা—মোর হত ভাঙ্গি গলা!
[হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

গুণনিধি। জোর করলে তো ভাঙবেই পণ্ডিতমশায়! বেশ সোজা কথায় বলছি—মহারাজের কাছে চলুন না!

পণ্ডিত। আরে হাত ছড়ি দিই কি কথা কুহ; মোর হত ভাঙ্গি গলা—মোর হত ভাঙ্গি গলা!

গুণনিধি। হাতের মায়া ক'রে আর কি হবে পণ্ডিতমশায়? মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেই যে আপনাকে শূলে চড়্‌তে হবে।

পণ্ডিত। মণিমা, আঁপড় ধরমবাপ অছি, মোতে কৃপা করিকু ছড়ি দিয়! মু শূলে চড়িকি মরিমু, আউ দেশকু মোর মাইকিনা বিধবা হইকি কড় করিব? মরি জিব—সে মরি জিব—মোর মরণে মরি জিব।

গুণনিধি। দেখ, আর কখনও অবন্তীতে আস্‌বে না তো?

পণ্ডিত। শতবার মু কহুছি পরা, মু আউ এ দেশকু আসিমু না; এ দেশকু চরণে দণ্ডবত।

গুণনিধি। তা হ'লে তোমাকে খুব চুপি-চুপি পালাতে হবে। চারিদিকে গুপ্তচর, কারও নজরে পড়্‌লে আর তোমার রক্ষা নাই। তুমি এক কাজ কর পণ্ডিত মহাশয়! মেয়েমানুষ সেজে স'রে পড়।

পণ্ডিত। হ—হ, মোতে যা কহিব, সে কথাকু মু শুনিবু।

গুণনিধি। নাও—টপ্‌ ক'রে এই কাপড়খানা প'রে মেয়েমানুষ সেজে ফেল। [পণ্ডিতকে একখানি সাড়ী দিল, পণ্ডিত সাড়ী পরিধান করিয়া স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইল।] ব্যস্‌! এইবার ঠিক হয়েছে; এখন আস্তে আস্তে পালাও।

বিদ্যাপতি। [নেপথ্যে] গুণনিধি! গুণনিধি!

গুণনিধি। ওরে বাপ্‌ রে, গুরুদেব এসে পড়্‌লেন যে!

[দ্রুত প্রস্থান।

রক্তাক্ষ ও ভৈরবের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। কই—কোথায় সে হরিভক্ত বিদ্যাপতি? তন্ন-তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর ভৈরব! তার তপ্ত রক্ত দিয়ে আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মহাপূজা সুসম্পন্ন করবো। একি! একজন রমণী এখানে? ও—

এই নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির সহোদরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—চমৎকার! ভৈরব! তুমি ওর চক্ষু ও মুখ বন্ধন ক'রে আশ্রমে নিয়ে যাও, আমি দেখি কোথায় সে বিদ্যাপতি!

[প্রস্থান।

[ভৈরব রমণীবেশী পণ্ডিতের দ্রুত চক্ষু বন্ধন করিল, পণ্ডিত অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, ভৈরব পণ্ডিতকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

কপিঞ্জল ও নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। কোথায় যাবো বাবা?

কপিঞ্জল। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ] কোথায় যে যাবো, তার তো কিছুই ঠিক নেই মা! আমাদের উপর ভগবানের এ কি তীব্র অভিশাপ! অদৃষ্টচক্রের এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! দুর্ব্বলের উপর প্রবলের এ কি পৈশাচিক অত্যাচার!

নন্দা। আর যে চল্‌তে পার্‌ছি না বাবা! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌ছে। উঃ—বাবা!

কপিঞ্জল। কি কর্‌বো মা? নিরুপায় আমি; তাই আমার কত সাধের, কত মমতাবিজড়িত, কত আকাঙ্ক্ষার স্বদেশের মায়া ত্যাগ ক'রে

আজ কোথায় চ'লে এসেছি। ওঃ—রাজা! এ কি বাদ সাধ্‌লে? আমার সংসার-কাননের প্রস্ফুটিত কুসুমটী তুলে নেবার এত সাধ?

নন্দা। বাবা—!

কপিঞ্জল। কি বল্‌ছিস মা?

নন্দা। তুমি আমায় হত্যা কর বাবা! আমারি জন্য তুমি আজ সর্ব্বস্বহারা—পথের কাঙ্গাল। উচ্ছৃঙ্খল রাজার অত্যাচারে তোমার চোখ দিয়ে অবিরত অশ্রু ঝ'রে পড়্‌ছে, আমিই তোমায় কাঁদাচ্ছি। আমারি জন্য—

কপিঞ্জল। আবার সেই কথা নন্দা! যাক্‌—যাক্‌, আমার সর্ব্বস্ব যাক্‌—চোখের জল অবিরাম সহস্র ধারায় ঝ'রে পড়ুক্‌, তবু তোকে বিসর্জ্জন দিয়ে কি ক'রে বেঁচে থাক্‌বো মা? চল্‌—আর দেরী করিস্‌ নে, হয় তো এখনি দুর্ব্বৃত্তেরা এসে পড়্‌বে।

নন্দা। কোথায় যাবো? কে আমাদের আশ্রয় দেবে? মালব-রাজের নাম শুনে কেউ তো আমাদের আশ্রয় দিতে চাইসে না বাবা! আমি বল্‌ছি, তুমি আমায় হত্যা কর; না হয় বল, আমি নিজেই আত্মহত্যা ক'রে আমার স্নেহময় পিতাকে শান্তি দিয়ে যাই।

কপিঞ্জল। কোন্‌ প্রাণে নিষ্ঠুরের মত তোকে আজ হত্যা করি বল্‌ তো মা! মাতৃহীনা বালিকা তুই, তোকে যে আমি কত স্নেহ, কত ভালবাসা দিয়ে এত বড়টা ক'রে তুলেছি মা! যে হস্তে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিয়েছি—শত আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়েছি, আজ সেই হস্তে ঘাতকের নির্ম্মমতা নিয়ে কেমন ক'রে তোকে হত্যা কর্‌বো মা? ওঃ—জগদীশ!

নন্দা। বড় ভুল কর্‌ছো বাবা! আমার জন্য তোমার সোনার সংসার ছারখার হ'য়ে গেল, এই শক্তিহীন বৃদ্ধ বয়সে যন্ত্রণাজর্জ্জরিত হ'য়ে কত কাঁদ্‌ছো! না—না, আর কেঁদো না বাবা! তোমার চোখের

জল আমি আর সইতে পারছি না। আমায় হত্যা কর বাবা! আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নাই। (ভগবান! কেন তুমি আমায় এত রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে!

কপিঞ্জল। নন্দা! চল্ মা, দেরী করিস্ নে।

নন্দা। কোথায় যাবো?

কপিঞ্জল। (কোথায় যাবো—ঐ এক কথা! উঃ—কণ্ঠ যে রোধ হ'য়ে আস্‌ছে। নন্দা! নন্দা! দেখ্‌তো মা! পৃথিবীটা এখনও সেই ভাবে আছে, না ঘূর্ণাবর্ত্তে ডুবে যাচ্ছে? সূর্য্য এখনও পশ্চিম গগনে লাল হ'য়ে অস্ত যাচ্ছে কি না?) উঃ—কন্যার উপর অত্যাচার! না—না, আমি পিতা হ'য়ে তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। উঃ—মাথাটা যে আমার ঘুরে পড়্‌ছে—শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে—আর যে দাঁড়াতে পার্‌ছি না! মা!—মা! [বসিয়া পড়িলেন।]

নন্দা। তুমি একটু ঘুমোও বাবা! আমি একটু বাতাস করি। [কপিঞ্জল নন্দার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, নন্দা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল।] ভগবান! কোথায় আমাদের নিয়ে চলেছ? এদিকে সন্ধ্যাও সমাগত; নিবিড় অরণ্য—চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু! হায় অদৃষ্ট! জানি না, তুমি কত নির্ম্মম—কত পাষাণ!

গীত।

ছিঁড়ে গেল মোর বীণার তার।
থেমে গেল সুর আধ পথে এসে,
তুলে দিয়ে গেল হাহাকার॥
নয়নের জলে ধুয়ে যায় পথ, চলিয়া চলে না রথ,
এত কেঁদে ডাকি তবু নাই সাড়া,
ঘিরে আসে শুধু ঘন আঁধার॥

সশস্ত্র মালব-অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম অনুচর। [দূর হইতে] ওই সেই পলায়িত মন্ত্রী ও মন্ত্রিকন্যা। নে—নে, শীগ্‌গির বেঁধে ফেল্।

[অনুচরদ্বয় আসিয়া সহসা নন্দার হস্ত ধরিল।]

নন্দা। এঁ্যা—একি! ছাড়্—ছাড়্! বাবা!—বাবা!

কপিঞ্জল। [নিদ্রাভঙ্গে] এঁ্যা—একি? তোরা আবার এসেছিস্? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে!

১ম অনুচর। [২য় অনুচরের প্রতি] নিয়ে চল্, মহারাজের আদেশ

নন্দা। বাবা!—বাবা!

কপিঞ্জল। ওরে, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে! আমরা দুর্ব্বল ব'লে আমাদের উপর এ অত্যাচার করিস্ নে। এখনো পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছে; এর জন্য একদিন না একদিন সাজা পেতেই হবে।

১ম অনুচর। স্তব্ধ হও বৃদ্ধ! এই—নিয়ে চল্।

নন্দা। ওরে, তোদের ঘরে কি মা বোন নেই? আজ তোরা কেমন ক'রে সেই দুর্ব্বৃত্তের হাতে আমায় তুলে দিবি? ভগবান! রক্ষা কর তুমি! সতীর মান যায়—সতীর ধর্ম্ম যায়—সতীর সর্ব্বস্ব যায়!

কপিঞ্জল। কি, তবুও ছাড়্‌লি নে? আরে আরে পিশাচের দল! জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ালেও তোদের আজ আমি পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে যাবো। [অসি নিষ্কাশন]

১ম অনুচর। কাট্—কাট্, বুড়োটাকে কেটে ফেল্!

কপিঞ্জল। আয়—আয়, মর্‌তে মর্‌তেও তোদের শেষ ক'রে যাই।

[মালব-অনুচরদ্বয়ের সহিত কপিঞ্জলের যুদ্ধ ও পতন, মালব-অনুচরদ্বয় কপিঞ্জলকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল।]

কপিঞ্জল। উঃ—প্রাণ যায়! নন্দা!—নন্দা!

নন্দা। ওরে—ওরে, আর মারিস্ নে; তোরা কি মানুষ নোস্? ওঃ—ভগবান! ওরে, ও যে আমার পিতা! ওগো, কে কোথায় আছ, দুর্ব্বৃত্তদের হাত হ'তে আমাদের রক্ষা কর—সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর!

সহসা শিকারীবেশে রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। ভয় নেই—ভয় নেই বিপন্না! সতীধর্ম্ম, সতীমর্য্যাদা রক্ষা করতে ভগবানের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিচ্ছুরিত। আরে আরে ঘৃণিত কুক্কুরের দল! [আক্রমণোদ্যোগ]

১ম অনুচর। কে রে তুই সাহসী, মরতে এলি স্বেচ্ছায়?

রত্নবাহু। বিপন্নের সহায় ঐ সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অগ্রদূত। দূর হও, নচেৎ তোদের পরিণাম বড় ভয়ানক।

১ম অনুচর। জান, আমরা কার অনুচর?

রত্নবাহু। পরিচয়ের আবশ্যক নেই পশুর দল! যেই হও, কর্ত্তব্যের মহাপূজায় বিপন্নাকে রক্ষা করতে চাই।

১ম অনুচর। স্মরণ থাকে যেন, আমরা মালবরাজ শিলাদিত্যের অনুচর।

রত্নবাহু। আর আমিও অবন্তী-অধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র।

১ম অনুচর। মিথ্যা কথা।

রত্নবাহু। মিথ্যাই হোক্ আর সত্যই হোক্, আমি মানুষ—কর্ত্তব্যের দাস—ধর্ম্মের পূজারী। যাও—শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর।

১ম অনুচর। আয়, আগে একেই যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিই।

রত্নবাহু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত শক্তি তোদের? দেখ্‌ছি মৃত্যুই তোদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। [মালব-অনুচরদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন।]

[যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মালব-অনুচরদ্বয়ের পলায়ন।

কপিঞ্জল। [যন্ত্রণা-বিজড়িতকণ্ঠে] কে তুমি—কে তুমি বন্ধু, স্বেচ্ছায় নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমাদের রক্ষা করলে?

রত্নবাহু। পরিচয় তো পেয়েছেন ; আমি অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র।

কপিঞ্জল। অবন্তীরাজপুত্র? ভগবান! তবে কি দীনের আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেয়েছ?

রত্নবাহু। আপনি কে, আর এই বালিকাই বা কে? আর কেনই বা এই দুর্ব্বৃত্তেরা আপনাদের প্রতি নির্য্যাতনে উদ্যত হয়েছিল?

কপিঞ্জল। তবে শুন্‌বে কুমার? সব বোধ হয় বল্‌তে পার্‌বো না। উঃ—কি সে মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস! এটি আমার কন্যা ; আমি মালব-রাজ্যের মন্ত্রণাদাতা। আমার কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে পাপিষ্ঠ মালবরাজ—

রত্নবাহু। থাক্, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি ; সেই জন্য বুঝি দুর্ব্বৃত্তদের হাত হ'তে পরিত্রাণ পেতে পালিয়ে এসেছেন?

কপিঞ্জল। কি করি কুমার? পিতা হ'য়ে কেমন ক'রে নিজ কন্যাকে একটা লম্পটের হাতে তুলে দিই? আমি দুর্ব্বল, পার্‌লুম না প্রবলের অত্যাচার সহ্য কর্‌তে! তাই কন্যার হাত ধ'রে স্বদেশ পরিত্যাগ ক'রে আজ আমি পথের ভিখারী। উঃ—আর বুঝি বাঁচবো না। দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে—আর কথা কইতে পার্‌ছি না! মা—মা—

নন্দা। বাবা! বাবা! কি হবে আমার? তুমি যদি আজ—

কপিঞ্জল। কাঁদিস্ নে মা! বিপদের বন্ধু ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোকে সব সময় রক্ষা কর্‌বে।

রত্নবাহু। ভয় কি বালিকা! আমি তোমাদের আশ্রয় দেবো।

কপিঞ্জল। পার্‌বে—পার্‌বে বন্ধু? জগতে যে কেউ আমাদের আশ্রয় দেয় নি। কত কেঁদেছি—কত সেধেছি—মানুষ মানুষ ক'রে কত ডেকেছি, কিন্তু সব যেন শূন্যে মিশে গেল—মানুষ পেলুম না।

রত্নবাহু। মন্ত্রিবর! চিন্তা নেই। (আপনাদের রক্ষা করতে আমি সানন্দে দুর্ভাগ্যের রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো—জগতের বুকে মানবত্বের দীপ্ত গরিমা ফুটিয়ে তুল্‌বো—পরহিত-মহাব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত অনন্ত তেজে কোষমুক্ত অসিকরে দাঁড়াবো।)

কপিঞ্জল। তা হ'লে কুমার! আমার এই একমাত্র হতভাগিনী কন্যার রক্ষাকর্ত্তা আজ হ'তে তুমি; বৃদ্ধের এই শেষ অনুরোধটুকু রক্ষা ক'রো। নন্দা—

নন্দা। বাবা!—বাবা!

কপিঞ্জল। ভয় কি মা! এতদিনে আমি মানুষ পেয়েছি, আর তোকে প্রকৃত মানুষের হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। উঃ—প্রাণ যায়! নন্দা! মা আমার! নিয়ে চল্‌ আমায় ঐ নদীতীরে—আমার জীবন-সূর্য্য নিভে আস্‌ছে।

রত্নবাহু। এস বালা! আসুন মন্ত্রিবর! (বনের প্রান্তভাগে আমার অনুচরগণ অপেক্ষা কর্‌ছে। একটা হরিণীর অন্বেষণে পথভ্রষ্ট হ'য়ে এই পথে এসে পড়েছিলুম, এখন দেখ্‌ছি, আমার পথভ্রষ্ট হবার সহস্র যন্ত্রণা সহস্র দুঃখ দূরীভূত হ'য়ে গেল আজ আপনাদের রক্ষা ক'রে। আসুন—

কপিঞ্জল। চল—চল! নন্দা! আয় মা! আমি তোর ঐ মুখখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অসীমের পথে চ'লে যাই।)

[নন্দা ও রত্নবাহুর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। অন্ধকার! অন্ধকার!
প্রকৃতির বিরাট অম্বরে
পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার!
চতুর্দ্দিকে লালসার ভ্রুকুটি-কটাক্ষ,
চতুর্দ্দিকে স্বার্থের বিষাণ;
সাধু করে দস্যুর আচার,
পূজার মন্দিরে হায় প্রেতের আবাস।
জননীর নাহি স্নেহ, নাহি প্রীতি,
পত্নী ঢালে অমৃত-সঞ্চিত
বক্ষে তীব্র হলাহল।
না—না, কাজ নাই এ সংসারে,
কাজ নাই অসার পূজায়, —
কাজ নাই ভোগে সুখে ঐশ্বর্য্য-সম্পদে
থাক্—থাক্ প'ড়ে অবন্তী আমার,
থাক্ প'ড়ে অনুরাগে গড়া
মোর শৈশব-আবাস,
মুক্ত আমি বন্ধনহীন,
রহিব না আর এই সংসার-কারায়।

[প্রস্থানোদ্যত]

মাল্যবতীর প্রবেশ ।

মাল্যবতী। দেবর!

রুদ্রদ্যুম্ন। নীরব প্রকৃতির শ্মশান-বক্ষে সুললিত বীণার ঝঙ্কার! কে—দেবী?

মাল্যবতী। এরূপ চোরের মত উদাসভাবে কোথায় চলেছ দেবর? সত্যই আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমি যেন একটা দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে দিন কাটাচ্ছ; তোমার আর সে সৌন্দর্য্য নেই—সে হাসি নেই —সে ভাব নেই। কেন, কি হয়েছে ভাই? কোন্ দুর্জ্জয় অভিমান এসে তোমার সুখের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়োলো?

রুদ্রদ্যুম্ন। (অভিমান? না—না, অভিমানে রুদ্রদ্যুম্ন এই ভাবান্তরের পথে এগিয়ে যায় নি দেবী! এগিয়ে গেছে মাত্র এই সংসারের বৈষম্য দেখে।) ওঃ! হিংসা মানুষকে এতখানি পিশাচ ক'রে তোলে? (আমার জীবন-আকাশে ঝড় উঠেছে দেবী!) কর্ত্তব্য ও স্বার্থে দ্বন্দ্ব বেধেছে; কোন্‌টাকে জীবনের সাথী ক'রে নিই, সেই চিন্তায় আজ আমি দিশেহারা।

মাল্যবতী। স্বার্থশূন্য এ সংসারে ক'জন দেবর? নিজের স্বার্থ নিজে বুঝে নেবে, এতে আর দ্বিধা কি—সংশয় কি?

রুদ্রদ্যুম্ন। বাহবা! চমৎকার! পার্‌লে—পার্‌লে বল্‌তে, কর্ত্তব্যকে বলি দিয়ে তোমার এই হতভাগ্য দেবরকে স্বার্থের পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে? (একি? আজ ন্যায়ের রাজত্বে অবিচার—দেবীর আসনে রাক্ষসী—অনন্ত স্নেহের অন্তরালে নীলকণ্ঠের হলাহল!) দেবী! তুমি যে কত আবেগে কত অনুরাগে তোমার মাতৃত্বটুকু বিলিয়ে দিয়েছ নিঃস্বার্থ মহিমায় এই রুদ্রদ্যুম্নকে; কই—তোমার মুখে তো কোন দিন

শুনি নাই স্বার্থের কাহিনী—দেখি নাই তোমাকে স্বার্থের পূজারিণী সাজ্‌তে; দেখেছি অমরার দীপ্তিরাগরঞ্জিতা হাস্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি—দেখেছি অনাবিল স্নেহের বৈতরণী—দেখেছি আর্ত্ত-পিপাসার তৃপ্তি-নির্ঝরিণী।

মাল্যবতী। ভুল দেখেছ দেবর!

রুদ্রদ্যুম্ন। না—না, সে দেখা ভুল নয়—স্বপ্ন নয়—অলীক নয়; —ধ্রুব-সুনিশ্চয়। কিন্তু আজ আমার সে দেখার সঙ্গে কোন্ এক অজ্ঞাত মায়াবী এসে আমার সত্য-জ্ঞানের চোখ দুটো উপ্‌ড়ে দিচ্ছে—আমার ইহ-পরকাল নিয়ে টানাটানি করছে। আমি বাঁধন ছিড়্‌বো, না ভাল ক'রে বাঁধন পর্‌বো?

মাল্যবতী। আমি বেশ বুঝেছি দেবর, তোমার জীবন-আকাশে সত্যই তুমুল ঝড় উঠেছে। ঝড় থামিয়ে ফেল; শক্ত হও—ধৈর্য্য ধর।

রুদ্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ, আমি শক্ত হয়েছি—ধৈর্য্য ধরেছি। ঝড় থামাবো দেবী, ঝড় থামাবো। (দেবতার আশিস্‌নিষিক্ত এই অবন্তীর বুকে ঝড় উঠ্‌তে দেবো না;) ঝড়ের উৎপত্তিস্থান জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সমভূমি ক'রে দেবো।

মাল্যবতী। সে কি দেবর?

রুদ্রদ্যুম্ন। বুঝ্‌তে পার্‌লে না দেবী?

মাল্যবতী। পেরেছি এতক্ষণে; রত্নবাহুই হ'চ্ছে এ অনর্থের মূল। ভবিষ্যতে সে যদি এই অবন্তীর সিংহাসনে আরোহণ করে, সেই আশঙ্কায়—

রুদ্রদ্যুম্ন। (থাক্—থাক্, ঐ পর্য্যন্ত! এর বেশী কিছু বল্‌লে তোমার মাতৃত্বের দাবী, স্নেহের কৃতজ্ঞতা আর থাক্‌বে না। চাইনে অবন্তীর সিংহাসন; রত্নবাহু অবন্তীর রাজা হোক্, আমি সানন্দে তার রক্ষক হ'য়ে তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো।) রত্নবাহুর জন্য অবন্তীর বুক জুড়ে

আগুন জ্বলে নি, জ্বলেছে—জ্বলেছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ, সেই আমার শিশু পুত্রের জন্য; (তারি ভবিষ্যৎটা চিন্তার স্রোতে প্রলয় আকার ধারণ ক'রে বিশ্ব গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।) আজ সেই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের উপর অনন্ত নিদ্রার রেখা টেনে দিয়ে এই স্বার্থময় সংসার হ'তে আমি তাকে পরপারের পথে পাঠিয়ে দেবো।

মাল্যবতী। [সবিস্ময়ে] সে কি ! কার উপর অভিমান ক'রে নিজ পুত্রকে হত্যা করবে তুমি! না—না, নিষ্ঠুর! অমন কাজ কোরো না; চল আমার সঙ্গে, আমি তোমারি হাতে অবন্তীর ভার তুলে দিতে তোমার দাদাকে অনুরোধ করবো, আর সেই রত্নবাহুকে চিরজন্মের মত বিসর্জ্জন দেবো, হ'লেও সে সে আমার স্নেহবর্দ্ধিত ভগবানের দান।

রুদ্রদ্যুম্ন। আবার—আবার সেই প্রলয়ঝঙ্কার,
আবার—আবার সেই স্নেহ-রাজ্যে
মর্ম্মভেদী ঘোর হাহাকার,
জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে
বিশ্বনাশী তীব্র হলাহল!
শোন—শোন অবন্তী-ঈশ্বরী!
দেবী সমা দিয়াছ অভয়,
মাতা সমা ঢেলেছ করুণা,
তাই আজি পেলে পরিত্রাণ
রুদ্রদ্যুম্ন পাশে;
নতুবা তোমার ওই স্বার্থের বাণীর সাথে
উঠিত গর্জ্জিয়া মোর শাণিত কৃপাণ

মাল্যবতী দেবর!—দেবর!

রুদ্রদ্যুম্ন। বধির—বধির আমি,
নাহি মোর শ্রবণ-শকতি।
পারিবে না বাধা দিতে
উদ্দাম বাসনা-স্রোত স্নেহের বাঁধনে ;
পারিবে না সজল আঁখির ধারে
ভাসাইয়া দিতে তব
সন্তানের গন্তব্যের পথ।
সাজিব না—সাজিব না রাক্ষস ভয়াল,
পারিব না ভাই হ'য়ে দাদারে কাঁদাতে।
নিভাবো—নিভাবো আজি প্রলয়-অনল
স্নাত হ'য়ে তনয়ের উত্তপ্ত শোণিতে।

[প্রস্থান।

মাল্যবতী। এ কি হ'লো ভগবান,
বিনা মেঘে হ'লো বজ্রপাত !
নাহি জানি কি নিয়ম-তন্ত্রে
গড়িয়াছ ওগো প্রভু !
তোমারি বিশাল বিশ্ব জীবের আবাস।
একদিকে দাবানলে
মরুময় কর তুমি তোমারি নন্দন,
অন্যদিকে বরষি অমিয়ধারা
নবস্বর্গ করিছ সৃজন।

অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। রুদ্রদ্যুম্ন!—রুদ্রদ্যুম্ন! একি! দিদি যে!

মাল্যবতী। অরিন্দম!—ভাই! [কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

অরিন্দম। একি, তুমি কাঁদ্ছো? কেন, তোমায় কাঁদ্‌বার দিন তো ভগবান দেন নি, কাঁদ্‌বার দিন দিয়েছেন আমার ভগ্নীকে।

মাল্যবতী। তুমি কি বল্‌ছো অরিন্দম?

অরিন্দম। অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল যা, তাই বল্‌ছি। আমার ভাগিনেয়কে পথে বসালে দিদি, কোথাকার এক লক্ষীছাড়াকে আশ্রয় দিয়ে।

মাল্যবতী। সংযতভাবে কথা কও; তুমি আত্মীয়, যত্নের আবাহনের হ'লেও সবেরি একটা সীমা আছে। শোন ভাই! রত্ন আমার শত যত্নের হ'লেও রুদ্র আমার পর নয়; সে কোন দিনই আমাদের স্নেহ-ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হবে না।

অরিন্দম। ও তো কেবল মুখের কথা দিদি!

মাল্যবতী। মুখের কথা? তুমি কি বল্‌ছো অরিন্দম? তুমি এতটা স্থির সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হয়েছ? ছিঃ, এত সঙ্কীর্ণ মন তোমার!

অরিন্দম। আমি না বল্‌লেও সকলেই এই কথা বল্‌ছে।

মাল্যবতী। কি বল্‌ছে?

অরিন্দম। রত্নবাহুই ভবিষ্যতে অবন্তীর অধীশ্বর হবে।

মাল্যবতী। না—না, কেউ বলে নি—কেই বল্‌বে না, বল্‌বে একমাত্র তুমি। বুঝ্‌তে পেরেছি ভাই তোমার কুট অভিসন্ধি; তুমিই আমাদের সংসার-গগনে কাল ধূমকেতু।

অরিন্দম। [সরোষে] দিদি!

মাল্যবতী। ওঃ—এতখানি বল্‌বার স্বাধীনতা তুমি পেয়েছ অরিন্দম? তুমি কি মানুষ? যাদের অনুগ্রহে যাদের অন্নে দারিদ্র্যের কশাঘাত ভুলে গেছ, আজ তাদেরি সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর! বজ্রাঘাত হবে—

বজ্রাঘাত হবে অরিন্দম তোমার ওই দর্পিত শিরের উপর। মাথার উপর এখনও ভগবান আছেন; তাঁর পুণ্য প্রতিষ্ঠানে অনাচার ঘটলেও সে ক্ষণিকের জলবুদ্‌বুদ; তার স্থায়িত্ব কতটুকু কাল? তোমার হাতে ধ'রে অনুরোধ কর্‌ছি, এমন ভ্রাতৃপ্রেমমণ্ডিত সংসার-কাননে তীব্র বিষ ঢেলে দিও না—পরকে কাঁদিও না—পরকাল অন্ধকারময় ক'রে তুলো না; সাবধান!

অরিন্দম। [উত্তেজিতভাবে] রাজরাণী!

মাল্যবতী। [দৃঢ়স্বরে] চুপ! তোমার ও রক্তচক্ষু দেখে ভীত হবে না অবন্তী-ঈশ্বরী। স্মরণ থাকে যেন, তুমি এখন আমাদেরই অনুগৃহীত—অন্নদাস।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। অপমান! তীব্র অপমান! প্রতি পদে পদে তাচ্ছিল্য! অরিন্দমের সুপ্ত বহ্নিকে জ্বালিয়ে তুল্‌লে অবন্তীশ্বরী! ছলে বলে কৌশলে চাই ওই অবন্তীর সিংহাসন। আজীবন অনন্ত কুম্ভীপাকে প'ড়ে থাক্‌বো, জগতের সহস্র গ্লানি মাথা পেতে নেবো, তবু চাই ওই অবন্তীর সিংহাসন; তারপর সেই অসামান্যা রূপসী মালব-মন্ত্রিকন্যা নন্দার রূপ-সুধাপান। কিন্তু তার প্রধান অন্তরায় রত্ন; সে অন্তরায় দূর কর্‌তে বেশী কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে না, তার পূর্ব্বে রুদ্রদ্যুম্নকে আয়ত্তে আন্‌তেই হবে।

শশব্যস্তা সুষমার প্রবেশ।

সুষমা। দাদা!—দাদা!

অরিন্দম। একি? কি হ'লো বোন্?

সুষমা। সর্ব্বনাশ হয়েছে দাদা!

অরিন্দম। কি হয়েছে, শীঘ্র বল্?

সুষমা। উঃ! পাষাণ—পাষাণ! আমার বুক থেকে কচি ছেলে-টাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল হত্যা কর্‌বো ব'লে। ওঃ—সে কি মূর্ত্তি! এখনও বুকখানা কেঁপে উঠছে! কোন কথা শুন্‌লে না—বুকফাটা আর্ত্তনাদেও টল্‌লো না।

অরিন্দম। কে—কে? রত্নবাহু?

সুষমা। না—না।

অরিন্দম। তবে—তবে কে?

সুষমা। আমার স্বামী।

অরিন্দম। রুদ্র্যদ্যুম্ন?

সুষমা। হ্যাঁ দাদা! বল্‌লে "এই পুত্র হ'তেই যত অনর্থের সৃষ্টি। এরি জন্য আমার দাদা পর হবে? একে আজ হত্যা কর্‌বো।" ওঃ—কি নির্দ্দয়! দানবের মত এসে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গেল। কি হবে দাদা? আমার বেদনার হাসিটুকু ফিরিয়ে এনে দাও! কি হবে ঐ অবন্তীর সিংহাসনে, সে যদি আমার না থাকে? উঃ—আমি যে মা! শত দুর্ভাগ্যের দাসী হ'য়ে তাকেই বুকে ক'রে শান্তির স্বপ্ন দেখ্‌বো। ওঃ—ভগবান!

অরিন্দম। এতদূর ভ্রাতৃভক্তি? কাঁদিস্ নে বোন্! আয় দেখি, কোথায় গেল সেই অপরিণামদর্শীটা। ভয় কি? ভগবানের এই অবি-চারের প্রতিকূলে দাঁড়াবে তোর এই হিতাকাঙ্ক্ষী দাদা।

[সুষমা সহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। দিনে দিনে দিন ব'য়ে যায়,
কিন্তু হায়, জীবনের কোন কার্য্য
হ'লো না সাধন।
নিত্য নব মায়ারঙ্গে কুহক-নেশার ঘোরে
পরমার্থ মহাধনে ফেলি বহুদূরে,
নশ্বর পূজার তরে ভ্রান্ত জীব
করে বিচরণ; কিন্তু হায়, কোথা সুখ?
কোথা শান্তি? কোথায় আনন্দ?
মরুময় এ সংসারে নিত্য হাহাকার,
স্বার্থের করাল গ্রাস
মানবত্বে করে ছারখার

বিদ্যাপতি। রাজন্! একমাত্র শ্রীহরিচরণ,
শ্রীহরিভজন, শ্রীহরির নাম
সকল কর্ম্মের সার,
সুদুর্ল্লভ মহাব্রত মুক্তির আধার।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সত্য দেব! ইহা ছাড়া
নাহি ভবে মুক্তির সুপথ।
দেখেছি স্বপন এক নিশা অবশেষে,

যেন মোর আরাধ্য দেবতা শ্রীহরি স্বয়ং
ললিত বাঁশরীতানে বনমালী-বেশে
থাকিয়া অলক্ষ্যে কহিছেন মোরে,—
"ইন্দ্রদ্যুম্ন! ইন্দ্রদ্যুম্ন!
তব পূজা করিতে গ্রহণ,
হবো আমি ধরামাঝে নব অবতার—
কর ত্বরা পূজা আয়োজন,
সময় বহিয়া যায়।"
তারপর থামিলে বাঁশীর সুর,
ভেঙ্গে গেল সুখের স্বপন।

বিদ্যাপতি। ভাগ্যবান তুমি রাজা!
ভগবান সুনিশ্চয় দিবেন দর্শন,
তোমা হ'তে এ ভারতে
নব কীর্ত্তি হইবে স্থাপন।
মানবের মুক্তিপথ করিতে সুগম,
তুমি হবে হে নৃপতি! নায়ক তাহার।
তাই সেই শ্রীহরির আশীর্ব্বাদে
স্বপনে জানায়ে দেয় আগম-বারতা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। মুক্তিপথ? কোথা মুক্তিপথ?
কোথা গেলে জীবকুল
অবহেলে নরকযন্ত্রণা হ'তে
মুক্তি লভি, বৈকুণ্ঠের মাঝে
নারায়ণ পাশে পাইবে আশ্রয়?
আছে কি এমন স্থান অবনীমণ্ডলে

বল দেব ! থাকে যদি সেই স্থান,
তা হ'লে ত্যজিয়া সংসার-মায়া
সেই পুণ্য-দেশে করি বসতি আমার
অসহ্য হয়েছে দেব তিষ্ঠিতে সংসারে ;
কর্ম্মময় এ সংসার,
পূর্ণ সদা অশান্তি-অনলে।
জানি না কোথায় আছে মুক্তির আলয় !

গীতকণ্ঠে সাধকবেশী শ্রীভগবানের প্রবেশ।

সাধক।—

গীত।

পুরুষোত্তম পুণ্যক্ষেত্র মহান তীর্থ নীলাচলে।
রাজিত সেথা মুক্তিদাতা অভিনব লীলাছলে॥
পাপ তাপ দূর করিতে মাধব শ্রীনীলমাধব নামে।
মুক্তির সুধা পেতে যদি চাও, যাও সে পুণ্যধামে॥
দুর্লভ অতি মরতের মাঝে সে মহা তীর্থস্থান।
চল চল সেই পুণ্য আলোকে লইতে তাঁহারি দান॥
নাহি সেথা কোন দুঃখ বেদনা মুক্তির নদী খেলে।
প্রকাশিত হবে সে মহাতীর্থ তোমারি পুণ্যবলে॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কে ওই সাধক, সহসা উদিত হ'য়ে
গীতিচ্ছলে দিয়ে গেল মুক্তির সন্ধান ?
পুরুষোত্তম নীলাচলে
ভক্তপ্রাণ ভগবান বিরাজিত সেথা,
আমা হ'তে সেই ক্ষেত্র হইবে প্রকাশ ?

দারুণ সংশয় প্রাণে জাগে অনিবার ;
মহাপাপী আমি, করি নাই হেন পুণ্য,
যার ফলে ধরামাঝে
কীর্ত্তি-বট করিব প্রতিষ্ঠা।
তবে কি স্বপন মোর হইবে সফল,
কিম্বা কোন মায়াবীর মায়ার ছলনা?

বিদ্যাপতি সত্য রাজা! হেরিতেছি জ্ঞানের ন..
পুনঃ তাঁর অবতার নবরূপে
অবনীমণ্ডলে। ওই হের—
প্রকৃতির শ্যাম বক্ষে কে যেন লিখিয়া দিল
জ্বলন্ত অক্ষরে আগম-বারতা তাঁর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন! ধন্য তুমি ;
তব হেতু ভগবান
নবরূপে প্রকাশিত হইবে ধরায়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সে দিন কি হবে দেব,
যে দিন হেরিব তাঁর নীরদবরণ মূর্ত্তি
পাপময় স্বার্থের নয়নে?

বিদ্যাপতি শুন রাজা! সত্য কি অলীক ওই
সাধকের বাণী, করিতে প্রমাণ তার
পুণ্যক্ষেত্র নীলাচলে নিজে আমি
করিব গমন, দেখিব কিরূপে সেথা
ভক্তাধীন ভগবান করেন বিরাজ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। জাগে প্রাণে অনন্ত পিপাসা
হেরিবারে শ্রীনীলমাধব নীলাচল ধামে ;

কিন্তু দেব ! শুনিয়াছি অতীব দুর্গম পথ,
ভয় হয়, পাছে কোন ঘটে অমঙ্গল।

বিদ্যাপতি। ভয় নাই, প্রতীক্ষায় থাকো কিছু দিন।
হ'লেও দুর্গম পথ অতি ভয়ঙ্কর,
অবহেলে অতিক্রমি যাইব সেথায়।
যাঁহার দর্শন তরে হবো আগুসার,
পার তিনি করিবেন অচেনার পথে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কাজ নেই দেব !
নিজের জীবন করিয়া বিপন্ন
মুক্তিক্ষেত্র করিতে সন্ধান।

বিদ্যাপতি যাহার নামের গুণে
দুর্জ্জয় বিপদ হ'তে জীবকুল লভে পরিত্রাণ,
সেই নাম মহামন্ত্র করিয়া সহায়,
নীলাচলযাত্রা আমি করিব নিশ্চয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তবে দেব, পূর্ণ হোক্ তাঁহারি মঙ্গল ইচ্ছা।
ও কি, কারা ওরা ?

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—

গীত।

[আমাদের] রক্ষা কর হে মান হে মহান্ !
আমাদের সুখ-শান্তির পথে উদিত দানব মূর্ত্তিমান।
শ্রীহরির পূজা হয় না হে রাজা,
একি বিড়ম্বনা একি হায় সাজা,
আমরা তোমারি আশ্রিত প্রজা, দুর্জ্জনে দলিয়া কর দয়া দান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । একি দেব !
কাহার পীড়নে হইয়া পীড়িত,
বৈষ্ণব সাধকগণ উপনীত হেথা ?
কে করিল অত্যাচার বিষ্ণুভক্ত প্রতি ?

বিদ্যাপতি রক্তাক্ষ নামেতে এক দুষ্ট কাপালিক
নিরন্তর অবন্তীর বক্ষমাঝে করে অত্যাচার
শক্তিপূজা ছলে
শত শত সতী নারী করি নির্য্যাতন,
প্রবাহিত করে নিত্য অনাচারস্রোত ।
কাঁদে তব রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দ
তাহারি কারণ ; বিষ্ণুপূজা বন্ধ হয়,
শ্রীহরিমন্দিরে করে ছাগ বলিদান ।
ধর রাজা ন্যায়-দণ্ড, কর প্রতিকার—
দুষ্টের দমন করি
কর দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা ;
নতুবা সে রক্তাক্ষের অত্যাচারে
অবন্তী শ্মশান হবে,
তোমার পবিত্র নামে রটিবে কলঙ্ক ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন হতভাগ্য আমি,
এতদিন বুঝি নাই প্রজার বেদন ।
পুত্র সম যারা মোর,
নিয়ত কাঁদিছে তারা দুর্ব্বৃত্তপীড়নে,
আর আমি নীরব নিশ্চিন্তভাবে
করি মোর জীবনযাপন !

তাই হবে দেব ! শান্তির প্রতিষ্ঠা হেতু
বন্দী করি দুষ্ট কাপালিকে
ন্যায় দণ্ডে করিব দণ্ডিত ।
যাও সবে নিশ্চিন্তে আবাসে,
দুষ্টের দমনে আজি হইলাম ব্রতী ।

বৈষ্ণবগণ মহারাজের জয় হোক্ ।

[প্রস্থান ।

আরও এক বিপ্লব দেব !
উঠিয়াছে অবন্তীর বুকে
মালবের মন্ত্রিকন্যা ল'য়ে ।

বিদ্যাপতি শুনিয়াছি সব ; ভাবি তাই ভবিষ্যতে
এরি তরে হয় বুঝি কোন অঘটন ।
বাহিরে বিপ্লব, অন্তরে বিপ্লব,
নাহি জানি অবন্তীর অদৃষ্ট-আকাশে
কোন্ দুষ্ট গ্রহ আসি হইল উদয় !

ইন্দ্রদ্যুম্ন এই অন্তর্বিপ্লব-বহ্নি কেমনে নিভাই দেব !
অরিন্দম সহ ছোট বধূমাতা
একযোগে নিরন্তর আয়োজনে রত
অবন্তীর ধ্বংসের কারণ
কহ দেব ! আছে কি উপায় কোন ?

রত্নবাহুর প্রবেশ ।

রত্নবাহু কেন তার নাহিক উপায় পিতা ?
যাহারি কারণ জ্বলেছে বিপ্লব-বহ্নি

অবন্তীর বক্ষ জুড়ি ঘোর ঘনরবে,
কর পিতা! তাহারি দমন;
যার তরে অবন্তীর সুখ-শান্তি
হয় তিরোহিত, যার তরে
আপনার জন হ'য়ে যায় পর,
কর পিতা বিদূরিত সেই অন্তরায়ে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কেবা সেই অন্তরায়,
যার তরে অবন্তীর এ হেন বিপ্লব?

রত্নবাহু আমি—আমি পিতা সেই অন্তরায়।
ছোট মাতা—দেবী সমা যিনি,
অনন্ত স্নেহের দানে প্রীতির চুম্বনে
রত্নের জীবনে দিল আশিস্ ঢালিয়া,
সেই দেবী আজি হায়,
জানি না কাহার মন্ত্রে
রুদ্ধ করি স্নেহের দুয়ার,
বরাভয় মাতৃ-মূর্ত্তি লুকায়ে কোথায়,
বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসী-আকারে
আবির্ভূতা তনয় সকাশে।
পিতা! যদিও দিয়াছ স্নেহ
নিরাশ্রয় জীবনে ঢালিয়া,
যদিও করেছ মোরে মানুষ ধরায়
ল'য়ে আসি মরণের রুক্ত-অঙ্ক হ'তে,
কিন্তু হায়, অৰ্দ্ধপথে বুঝি এসে
শেষ হয় প্রতিদান তার!

আর না রহিব হেথা,
যাই চ'লে দূর-দূরান্তরে ;
আমি যে অনল—আমি যে গরল,
আমি হই এ ধরার দুরন্ত দুর্ভাগ্য।
দাও পিতা—দাও মোরে হাসিয়া বিদায় ;
যদি কভু দিন পাই,
এ ঋণের প্রতিদান
দিয়ে যাবো বক্ষরক্ত দিয়ে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রত্ন ! তুমি কি উন্মাদ পুত্র ?
তাই হেন নীতিহীন যুক্তি-তর্ক ল'য়ে
আসিয়াছ মাগিতে বিদায় !

রত্নবাহু। নীতিহীন যুক্তিহীন নহে পিতা
বিদায় আমার। আমা লাগি
তোমার সোনার কুঞ্জ হবে মরুভূমি,
ছিন্ন হবে ঐক্যের বন্ধন, ভাই হবে পর ?
না—না, কাজ নাই রাজ্যভোগে,
চাহি না শান্তির ঘরে জ্বালিতে অনল
অজানিত যে দেশের সাগরতরঙ্গে
এসেছিল রত্ন এই অবন্তী-প্রাসাদে,
যাই ভেসে সে সাগরে পুনঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ওরে রত্ন ! চ'লে গেছে সেই দিন,
মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
গেঁথে গেছে তোর ওই চাঁদমুখখানি
এবে আর নারিব পিশাচ হ'য়ে

মুছে দিতে সযত্ন-অঙ্কিত
সেই প্রীতির মূরতি।
যাক্ মোর সাধের অবন্তী,
উঠুক্ গগনভেদী ঘোর হাহাকার,
রাজ্য যাক্—ধন যাক্,
শুধু থাক্ তুই স্নেহ-বক্ষে মোর
অনন্ত—অনন্ত কাল। [বক্ষে ধারণ]

রত্নবাহু। পিতা!—পিতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। হবে না—হবে না রত্ন!
পারিব না নির্ম্মম পাষাণ সম
তোরে আজ দানিতে বিদায়।
যে অনন্ত স্নেহরাশি দিয়াছি বিলায়ে,
কেমনে কাড়িয়া লই
তাহা আজি দস্যুর আচারে?
ওরে রত্ন! স্নেহধারা নিম্নদিকে
প্রবাহিত হয় নিরন্তর,
স্নেহ কিন্তু নাহি ভুলে
শতধারে গতিটী তাহার।

বিদ্যাপতি। ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ো না ধীমান!
এ সংসার অতীব দুর্গম স্থান,
প্রতি পদে ঘটে অমঙ্গল;
ন্যায় ধর্ম্ম কর্ত্তব্য বিবেকে
রক্ষা কর কর্ম্মশক্তি দিয়ে।
পরীক্ষা—পরীক্ষা—মহান্ পরীক্ষা তাঁর

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সবি মোর কর্ম্মফল দেব!
কি করিব? একদিকে স্নেহ-তরু ভাই,
অন্য দিকে সজীব বেদনা;
দুয়ের মধ্যেতে পড়ি
দগ্ধ হয় দিবানিশি অন্তর আমার।

রত্নবাহু। অন্তর্দ্দাহে কাজ নেই পিতা!
চিরদিন তোমারি অন্তর-পথে
অশান্তির রূপ ল'য়ে কেন বা থাকিব?
তোমার নয়ন বহি বসুধারা ঝরিবে নিয়ত,
আমি কোন্ সুখে নেহারিব তাহা?
আরো শোন পিতা!
কহে সবে রাজ্যবাসিগণ—
মালবের মন্ত্রিকন্যা আনিয়া হেথায়,
আমি না কি এই রাজ্য করিব শ্মশান!
কেন? কিবা অপরাধ মোর?
বীর-ধর্ম্ম করিতে পালন,
দেখাইতে মানবের কর্ত্তব্য মহান্,
পিতৃমুখ করিতে উজ্জ্বল,
দিয়াছি আশ্রয় সেই নিরাশ্রয়া অবলা বালায়

বিদ্যাপতি সাধিয়াছ জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য।
করি আশীর্ব্বাদ—
তব সম দৃঢ়নিষ্ঠ কর্ত্তব্য-আচারী পুত্র
জন্মে যেন ভারতের প্রতি গৃহমাঝে।

[প্রস্থান।

রত্নবাহু । না—না দেব !
আমি হই অভিশপ্ত—সৃষ্টির জঞ্জাল !

ইন্দ্রদ্যুম্ন । না—না, তুই মোর আনন্দদুলাল ।
উঃ—একি বাদ সাধিলে শ্রীহরি !
এমন সোনার দেশে জ্বলিবে অনল ?

অঞ্জলিপূর্ণ রক্তহস্তে রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ ।

রুদ্রদ্যুম্ন । আর নাহি জ্বলিবে অনল,
সে অনল করেছে নির্ব্বাণ
তব অনুজ সেবক ।
ধর —ধর দাদা কনিষ্ঠের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ !—[অট্টহাস্য]

সকলে । এঁ্যা—একি ?

রুদ্রদ্যুম্ন । পুত্রহত্যা—পুত্রহত্যা করিয়াছি আমি ।
মাতৃ-অঙ্ক হ'তে দানব-উল্লাসে
ছিনাইয়া ল'য়ে এসে তনয়ে আমার,
কুসুম-কোমল বক্ষে হানিয়া ছুরিকা
শেষ—শেষ আমি ক'রে দিছি ধ্বংসের সূচনা ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । পিতা হ'য়ে পুত্রহত্যা
কেন তুই করিলি পাষাণ ?

রুদ্রদ্যুম্ন । উঠেছিল ঘনরোলে প্রকৃতির
নির্ম্মল আকাশে কালান্তক মেঘ,
প্রমত্ত মাতঙ্গ সম দুর্জ্জয় লালসা
এসেছিল জীবনের লক্ষ্যপথ ঘিরি,

জেগেছিল প্রলোভন রাক্ষস-মুরতি ধরি
শিশুর জন্মের সাথে
বসন্ত-হিল্লোলভরা অন্তরে আমার,
তাই—তাই দাদা, করেছি নির্ব্বাণ
আজি ধ্বংসের অনল ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । রুদ্র !—রুদ্র !

রুদ্রদ্যুম্ন । আর এক মায়াবিনী সহস্র ছলায়
বিস্তারিয়া মায়া-জাল তার,
আপন ভ্রাতারে মোর ক'রে দিতে পর
দিবানিশি নানারঙ্গে করে অভিনয় ;
শুনি নাই মায়ার কাহিনী,
জাগি নাই লালসা-তৃষায়,—
যাহারি কারণ অশান্তি সৃজন,
আজি তার হ'য়ে গেল শেষ !

ইন্দ্রদ্যুম্ন কিন্তু ওরে অভিমানী !
দিলি মোর বুকে এই বাজের আঘাত ।
নাহি হ'লো অশান্তির শেষ,
পুনঃ ভীম প্রলয়-আকারে
প্রকৃতির বক্ষমাঝে জ্বলিবে অনল ।

রুদ্রদ্যুম্ন তুমি জ্যেষ্ঠ—পূজনীয় মোর,
তোমার হৃদয়খানি চূর্ণ করি স্বার্থের মুদ্গরে,
সুখী হবে অনুজ তোমার ?
না—না, থাকিব না এ সংসারে আর,
নাহি হেথা স্নেহ, প্রীতি,

ধর্ম্ম, পুণ্য, গরিষ্ঠ সম্পদ,
নরক—নরক—জীবন্ত নরক !
চতুর্দ্দিকে নাচিছে তাণ্ডবে
নরকের ভূতপ্রেত গণ।
উঃ—কি কদর্য্য ! কি দুর্গন্ধ !
তিষ্ঠিতে পারি না আর, পালাই—পালাই !
[প্রস্থানোদ্যোগ

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [বাধা দিয়া] কোথা যাস্—কোথা যাস্
ওরে মোর অনন্ত শকতি,
ওরে মোর শত আশা-তৃষা ?
আয়—আয় ভাই,
বুকে আয় স্নেহের নির্ঝর !
[আলিঙ্গনোদ্যত]

রুদ্রদ্যুম্ন। ছাড়—ছাড় দাদা, দিও নাকো বাধা ;
ওই বাজে মুক্তির বিষাণ,
রহিব না আর এই সংসার-কারায়,
মুক্ত আজি বনের বিহঙ্গ।

রত্নবাহু। না পিতৃব্য !
আমি যাবো আজ ছাড়িয়া সংসার,
আমা হেতু অবন্তীর বক্ষ জুড়ি
জ্বলেছে অনল। পিতা ! পিতা !
হাসিমুখে দাও গো বিদায়,
যাবো আমি শান্তিপথে
যন্ত্রণারে দিতে বিসর্জ্জন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তোরা যাবি শান্তিপথে
দুর্নিবার ভীম শেল হানি বক্ষে মোর,
আমি হেথা কাঁদিব একাকী,
এই কি রে কর্ত্তব্য তোদের?
রুদ্র! ভাই! কেন অভিমান?
দে রে ভাই, মুক্তি আজি মোরে,
পারি না বহিতে আর এ দুর্ব্বহ ভার।
ধর ভাই! আশীর্ব্বাদীরূপে
এই অবন্তীর গর্ব্বময় স্বর্ণ-মুকুট,
আজি হ'তে অবন্তীর অধীশ্বর তুমি।
[রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।
রত্নবাহু! দিকে দিকে কর্ রে প্রচার,
রুদ্রদ্যুম্ন আজি হ'তে অবন্তী-ঈশ্বর।

রুদ্রদ্যুম্ন। এ কি! এ কি দণ্ড দিলে দাদা
অনুজে তোমার!
জাগে নাই কোন দিন স্বপন-তন্দ্রায়
অবন্তীর সিংহাসন-আশা;
দাস—দাস—দাস আমি,
চাহি না রাজত্ব—
চাহি না এ সিংহাসন,
চাহি না এ স্বর্ণ-মুকুট।
লহ—লহ ফিরে পূজার অঞ্জলি,
আমি শুধু চাই দাদা!
দূরে বা অদূরে থাকি

তোমারি স্নেহের ধারা
অবিরত মাখিতে সর্ব্বাঙ্গে।

[মুকুট প্রত্যর্পণ।]

ওই—ওই সেই নরকের দূত!
ওই সেই জীবন্ত রাক্ষসী,
গ্রাসে—গ্রাসে মোর সব।
পালাই—পালাই!
অতল বিস্মৃতিগর্ভে
ডুবে যাক্ অবন্তী আমার।

[দ্রুত প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন　　রত্ন! রত্ন! ফেরা—
ফেরা মোর নয়ন-আনন্দে।

[রত্নবাহুর দ্রুত প্রস্থান।

খ'সে গেল অবন্তীর সৌধচূড়া আজ,
মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উঠিল জাগিয়া,
বিসর্জ্জন—বিসর্জ্জন—
দেবতার বিসর্জ্জন হ'য়ে গেল আজ!
ওই—ওই বাজে ধ্বংসের বিষাণ,
গেল—গেল মোর সাধের অবন্তী—
সুখ-সূর্য্য চিরতরে ওই ডুবে যায়!
অভিশাপ—অভিশাপ—
দেবতার রুদ্র অভিশাপ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

নন্দা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

ওলো সই, দিন গেল তোর হা-হুতাশে।
আধফোটা কলি ফুট্‌বি কবে, কোন্ মধুমাসে॥
জেগে শুধু রাত কাটানো, অভিসারে মন ভোলানো,
সবই কি রইবে তোলা, সাজানো বরণমালা,
অকালে পড়্‌বি ঝ'রে দমকা বাতাসে॥

নন্দা।—

গীত।

সখি! ফুল তো ফুটেছে উপবনে,
অলি তো আসে না, ফুলেতে বসে না,
ফুল যে শুকালো রোদনে,
জানি না কখন দেবে দরশন কুসুম-কানন-আবাসে॥

গীতকণ্ঠে ভ্রমর সাজিয়া জনৈক সহচরীর প্রবেশ।

ভ্রমর।— কই কই ফুল কোথা ফুটেছে, এই ভ্রমর এসে জুটেছে,

সহচরীগণ।— ওই পাতার আড়ে ঘোমটা টেনে, আছে আকুলচোখে শূন্তপ্রাণে,

ভ্রমর।— কই কই ফুল, বিঁধে দেবো হুল, দিয়ে প্রাণের পরশ গুন্‌গুনে,

সহচরীগণ।— ওলো কলি, ওঠ্ না ফুটে, সরমের বাঁধন টুটে,

মিছে মরিস্ না আর পিয়াসে॥

[প্রস্থান।

নন্দা। কেমন ক'রে ভুলি তাকে? সে যে আমার জীবনদাতা, তার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। ওগো আমার দেবতা! আমি যে তোমার পায়ে আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি।

গীত।

আমি কত আশার আশে চেয়ে থাকি পথ, স্তব্ধ নীরব নিশায়।

ওগো কত দূরে তুমি, এস কাছে এস, কাঁদায়ো না আর অবলায়॥

আমি যে সুরে বেঁধেছি হৃদয়-বীণাটী থাকে যেন সেই সুর,

মোর আঙ্গিনায় জোছনার সাথে কর এসে ব্যথা দূর,

ব'সো এই পাতা হৃদয়-আসনে বরষি শান্তি বেদনায়॥

রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। ডেকেছ আমারে নন্দা কোন্ প্রয়োজনে?

ব্যস্ত কিছু রাজকার্য্যে,

তাই পাই নাই অবসর

তোমারে দর্শন দিতে দীর্ঘ তিন দিন।

এ কি! ভাষা নাই, আঁখি ছলছল!

কহ নন্দা! কিবা হেতু হেন ভাবান্তর?

চ'ক্ষে কেন জল? হাসি নাই মুখে,

বুঝিতে পারি না কিছু কারণ ইহার।

নন্দা। কি বুঝিবে, কত যে বেদনারাশি

রেখেছি সঞ্চিত করি হিয়ারমাঝারে !
নিষ্ঠুর পুরুষ নাহি বুঝে রমণীর জ্বালা !

রত্নবাহু। কহ নন্দা ! কি হইল তব ?
বুঝি করিয়াছ অভিমান আসি নাই ব'লে ?

নন্দা। অভিমান ! অভিমান করিব কাহার প্রতি ?
কে আছে আপন মোর সংসারমাঝারে ?
পিতা নাই—মাতা নাই,
আত্মীয় স্বজন নাই,
গৃহহারা—পরগৃহে বাস ;
অভিমান সাজে কি আমার ?
জনমদুঃখিনী আমি,
আজীবন কাঁদিয়া মরিব।

রত্নবাহু। কিবা হেতু কাঁদ নন্দা,
কাঁদিবার কি আছে তোমার ?
দিয়াছি আশ্রয়, রেখেছি যতনে,
নাহি কোন অভাবের জ্বালা,—

নন্দা। আছে—আছে মোর অভাবের জ্বালা,
সে জ্বালার প্রতিকার—

রত্নবাহু। প্রতিকার ? কহ বালা, কিবা প্রতিকার ?

নন্দা। প্রতিকার—তুমি।

রত্নবাহু। আমি ? আমি ?
নাহি জানি কেবা পিতা,
পাই নাই জননীর স্নেহের আস্বাদ,
পর-অন্নে যাপিত জীবন ;

আমারে করিয়া বালা জীবনের সাথী,
অহর্নিশি অশ্রুজলে ভেসে যাবে বুক ।
ফিরাও—ফিরাও নন্দা !
অন্য পথে জীবনের কুলভাঙ্গা স্রোত ।

নন্দা । ফিরিবে না স্রোত—উদ্দামগতিতে ধায়,
শক্তি নাই ফিরাইতে তারে ।
প্রথম মিলন-ক্ষণে নন্দার যা কিছু ছিল,
সকলি তোমার পায়ে দিয়েছি কুমার !
কত যে আশায়, কত অনুরাগে
আমার হৃদয়মাঝে
এঁকেছি তোমার ছবি আত্মহারা হ'য়ে
ওগো মোর ধ্যানের দেবতা,
ওগো মোর সঞ্চিত অমিয়,
ওগো মোর স্বপন-সোহাগ !
ব'সো মোর মরুবক্ষে
মধুবৃষ্টি করিতে বর্ষণ ।

[রত্নবাহুর হাত ধরিল ।]

রত্নবাহু । নন্দা ! নন্দা !
রচিও না শূন্য পথে সুচারু উদ্যান ।
বিরাট কর্তব্য মোর পতিত সম্মুখে ;
সে কর্তব্য না করি পালন,
রমণীর প্রেমে মজি,
হইব কি পাতকী ধরায় ?
ছাড়ো—ছাড়ো নন্দা !

নন্দা। না—না, ছাড়িব না তোমা,
হ'য়ো না নিঠুর, কর ব্যথা দূর,
তুমি যে আমার হও আশার সর্ব্বস্ব

গীত।

যদি এসেছ অতিথি পথ ভুলে, [তবে] কেন যাবে চ'লে কাঁদায়ে ?
ব'সো শান্তি-শীতল বিটপীর তলে, রেখেছি জোছনা বিছায়ে।
কুসুমিত মম কুঞ্জ-বিতানে ব'সে থাক চুপিসারে,
আমি তটিনীর মত ধুয়ে দেবো পা নয়নের ঝরা ধারে,
মিলনের গীতি গাহিবে বিহগী মধুর সুষমা ছড়ায়ে।

রত্নবাহু। নন্দা! নন্দা! অনুরোধ মম—
ত্যজ এ সঙ্কল্প; ভাগ্যহীন আমি,
ভুলের বশেতে বালা,
করিও না ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার;
অসম্ভব! অসম্ভব এ মিলন তোমায় আমায়।

[প্রস্থান

নন্দা। চ'লে গেলে, চ'লে গেলে
ওগো মোর চিত্তবিমোহন!
ভাগ্যহীন হও যদি তুমি,
নাহি ক্ষতি তায়;
তুমি মোর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ,
তুমি মোর বাঞ্ছিত দেবতা,
তুমি মোর ইহ-পরকাল।

[প্রস্থানোদ্যতা।

ছদ্মবেশে অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। নন্দা—!

নন্দা। তুমি!—তুমি এখানে কেন?

অরিন্দম। বহুদিনের কল্পিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌তে তোমার কাছে এসেছি নন্দা!

নন্দা। সে কি?

অরিন্দম। সত্যই নন্দা! তোমার ওই যৌবনখচিত অলোক-লাবণ্য-ময়ী মূর্ত্তি আমায় উন্মাদ করেছে। ফুটে উঠেছ ভুবনভোলা রূপের ডালি নিয়ে বিশ্বের নিকুঞ্জে—ছড়িয়ে দিয়েছ সুষমার সহস্র ধারা বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গে, মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত ভ্রমর ছুটে এসেছে নেশায় বিভোর হ'য়ে তোমার ঐ সঞ্চিত সুধারাশি পান কর্‌তে।

নন্দা। একি, একি বাণী শুনি তব মুখে!
আমি হই কন্যা সম স্নেহপাত্রী তব,
মোর সনে হেন আলাপন
নহেক উচিৎ তব।
যাও ত্বরা হেথা হ'তে;
এ হেন নির্জ্জনে কেহ করিলে দর্শন,
করিবে সন্দেহ—রটিবে কলঙ্ক।

অরিন্দম। নন্দা! নন্দা!
তব তরে আমি যে উন্মাদ!
তোমার অপূর্ব্ব ওই ঢলঢল সুকোমল
সুচারু-মুরতি, স্মৃতির দর্পণে ভাসি
উদ্বেলিত করে সদা অন্তর আমার।

ভুলে যাই লজ্জা ভয়
ভেদাভেদ যা কিছু সঙ্কোচ,—
মনে হয়, তোমারে লইয়া বক্ষে
ভেসে যাই বসন্ত-হিল্লোলভরা
কোন এক অমিয়-পাথারে।
হও মোর জীবনসঙ্গিনী,
হবে রাজরাণী। কেবা রত্নবাহু ?
পরিচয়হীন এক পথের কাঙ্গাল ;
তাহারে করিয়া তব জীবনের চির-সহচর
নিরন্তর কাঁদিয়া মরিবে,
অপূর্ণ রহিয়া যাবে সবটুকু আশা।

নন্দা। থাক্ মোর অপূর্ণ বসনা,
নিরন্তর কাঁদি যেন বিষের জ্বালায়,
তবু এ জীবন অন্য জনে তুলে দিয়ে
দ্বিচারিণী হবো না ধরায়।

অরিন্দম। সর্ব্বস্ব ফেলিয়া দূরে,
তোমারে সঙ্গিনী করি মরুদগ্ধ বুকে
গঠিব লো অমরার নন্দন-কানন।
এস—এস নন্দা !
অলকনন্দার মত ঢেলে দিতে
পিপাসিত আর্ত্ত কণ্ঠে অমিয় সুধারা।

[ধরিতে উদ্যত]

নন্দা। [সরিয়া গিয়া] যাও—যাও,
শীঘ্র যাও এখান হইতে,

নতুবা এখনি ডাকিব রক্ষীরে,
প্রতিফল পাবে সমুচিত।

অরিন্দম। না—না, শুনিব না কোন কথা ;
এস—এস প্রাণময়ী !
বক্ষে ধরি তোমা হইব শীতল।

[পুনঃ অগ্রসর]

নন্দা। দূর হও কামান্ধ পিশাচ !
তব প্রেমে করি আমি বাম পদাঘাত।

অরিন্দম। কি ! এত দর্প—এত অহঙ্কার !
প্রত্যাখ্যান মোরে ? শোন নন্দা !
যার তরে আজি উপেক্ষিলে মোরে,
স্বহস্তে উপাড়ি আমি হৃদপিণ্ড তার
উপহার দিব লো তোমারে ;
প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী
রাখিব না জীবিত ধরায়।

[প্রস্থান।

নন্দা। উঃ—ভগবান !
এত অত্যাচার অনাচার সংসারে তোমার !
সত্যই কি সাধিবে দুষ্ট অহিত তাহার ?
মনে হয় আতঙ্ক উদয়,
দেখি সে কোথায় গেল জীবন-সর্ব্বস্ব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাপালিক-আশ্রম।

ভৈরবীগণ নৃত্যসহকারে গাহিতেছিল।

ভৈরবীগণ।—

গীত।

নমস্তে দেবী চণ্ডিকে।
চণ্ড-মুণ্ডঘাতিকে॥
দনুজদলনী দুর্গতিনাশিনী, বিশ্বপ্রসবিনী সর্ব্বার্থসাধিকে।
ভীমা ভয়ঙ্করা, খর্পর অসিধরা, নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা দিগম্বরা,
মুক্তকেশা ঘোরা কালভয়নাশিকে॥
লোলরসনা বিকটদশনা, আরক্তলোচনা, মূর্ত্তি সুভীষণা,
বরাভয়দায়িনী, কল্যাণী ঈশানী, সিদ্ধিপ্রদায়িনী কালিকে॥

[প্রস্থান।

ভৈরব সহ রক্তাক্ষের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। মা! মা! মা! আশা পূর্ণ করিস্ মা কপালিনী ভক্তের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয় মা তারা! দুরাচার ভণ্ড বৈষ্ণবগণের তপ্ত শোণিতে যেন তোর চরণযুগল ধুইয়ে দিতে পারি। দাম্ভিক ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি না কি আদেশ দিয়েছ আমাকে বন্দী কর্‌তে! হাঃ-হাঃ-হাঃ, উন্মাদ রাজা! জান না, তোমার দাম্ভিকতার পরিণাম কি ভীষণ! ভৈরব! সাবধান! অবন্তীরাজের কোন অনুচর যেন আমার আশ্রমে প্রবেশ কর্‌তে না পারে, সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌বে। শুনেছ বোধ হয়,

ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে আচার্য্য বিদ্যাপতি নীলাচলযাত্রার উদ্যোগ করেছে। মুর্খ ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি ভগবান দর্শন কর্‌বে? বাতুল—বাতুল! যাও ভৈরব! সেই অপহৃতা বিদ্যাপতির ভগ্নীকে নিয়ে এস, আজ আমার পঞ্চমকার সাধনায় মায়ের নিকট উৎসর্গ করি। যাও—যাও!

[ভৈরবের প্রস্থান।

রক্তাক্ষ। কি স্পর্দ্ধা! আমায় চায় বন্দী কর্‌তে! সিংহের সম্মুখে শৃগালের আস্ফালন! মা! মা! আদ্যাশক্তি মহামায়া! মাতৃদ্রোহী পাষণ্ডগণের তপ্ত শোণিত পান কর্‌তে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলে জেগে ওঠ্‌ তো মা! ভণ্ডের দল আতঙ্কে শিউরে উঠে তোরই পূজায় আত্মনিয়োগ করুক্‌।

উত্তেজিতভাবে অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। সে দিন কবে হবে গুরু? কবে সেই ভণ্ডের দলের মাথা পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে? (কবে তাদের গর্ব্ব-অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে তোমার মাতৃশক্তি হুঙ্কার ছেড়ে ডেকে উঠ্‌বে?) কতদিনে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের গর্ব্বোন্নত শির মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌বে?

রক্তাক্ষ। অরিন্দম! প্রিয় শিষ্য! একি! সহসা তোমার এরূপ পরিবর্ত্তন কেন? কি জন্যই বা তুমি অবন্তীপতির উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর?

অরিন্দম। সেই দর্পিতা অবন্তীরাজমহিষী কর্ত্তৃক আমি অপমানিত—লাঞ্ছিত—মর্ম্মাহত। প্রতিশোধ চাই গুরু—প্রতিশোধ চাই! সেই রাক্ষসী রাণী কূট চক্রান্তে রাজার মত পরিবর্ত্তন করিয়ে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে অবন্তীর সিংহাসন দিতে চায়, অথচ রুদ্রদ্যুম্ন—ভাই, সে হ'লো পর! বাঃ—সুন্দর বিচার!

রক্তাক্ষ। রুদ্রদ্যুম্ন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি?

অরিন্দম। না—না, সেটা উন্মাদ; নিজ পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা ক'রে ভক্তি-শ্রদ্ধার চরম নিদর্শন দেখালে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি, তারপর সংসার পরিত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ! মূর্খ—মহামূর্খ! কিন্তু গুরুদেব! আমার ভগ্নীর চোখের জল যে আমি আর দেখ্‌তে পার্‌ছিনে? প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই! ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে ইন্দ্রদ্যুম্নের সর্ব্বনাশ কর্‌তে চাই। আমি আজ ক্ষিপ্ত মাতঙ্গ—দলিত ভুজঙ্গ—ক্ষুধিত শার্দ্দূল।

রক্তাক্ষ। ভয় কি বৎস! আমিও আজ প্রলয়-জলোচ্ছ্বাস—ভূকম্পন—মহামারী। আমার ওই কপালিনী মায়ের সম্মুখে কারও পরিত্রাণ নেই। জাগ্‌ তো—জাগ্‌ তো মা একবার শাণিত খর্পরকরে দর্পীর দর্প চূর্ণ কর্‌তে; নাচ্‌—নাচ্‌ তো মা সেই রক্ততৃষার ভীষণা মূর্ত্তিতে অবন্তী কাঁপিয়ে তুল্‌তে!

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব বালকবেশী শ্রীভগবানের প্রবেশ।

বৈষ্ণব বালক।—

গীত।

মা!—মা!—মা!
মায়ের পবিত্র নামে দিস্ না রে আর কালিমা॥
মায়ের ছেলে সবাই যে রে, মায়ের স্নেহ সবার পরে,
স্বার্থহীনা মা যে আমার, মায়ের অপার মহিমা॥

রক্তাক্ষ। কে—কে তুই শক্তিসাধক রক্তাক্ষের সাধনপথের অন্তরায়?

বালক। আমি ওই মায়ের ছেলে।

রক্তাক্ষ। হাঃ হাঃ-হাঃ, মায়ের ছেলে! আরে—আরে নির্ভীক শিশু!

আজ তোরই রক্ত দিয়ে মাতৃপূজায় সিদ্ধিলাভ করবো। আয়—আয় শিশু! [ধরিতে উদ্যত]

বালক। সাবধান ভণ্ড কাপালিক! [অন্তর্দ্ধান]

রক্তাক্ষ। কোথায় পালাবি বালক? রক্তাক্ষ কাপালিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিশ্বব্যাপী। অরিন্দম! তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে যাও; শীঘ্রই ইন্দ্রদ্যুম্নের উচ্ছেদসাধনের জন্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো ওই মায়ের সম্মুখে। দেখি, কোথায় গেল সে বৈষ্ণব শিশু!

[প্রস্থান।

অরিন্দম। এইবার—এইবার অহঙ্কারী ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। [প্রস্থান।

স্ত্রীবেশী উড়িষ্যাপণ্ডিতকে লইয়া ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। এস—এস সুন্দরী, আজ তোমার মহামুক্তি।

পণ্ডিত। [স্বগত] মোরে সুন্দরী কৈলা কাঁই কি? মু তো রামচন্দ্রর—পুংলিঙ্গ মনুষ্য অছি।

ভৈরব। [স্বগত] তাই তো, গুরুদেব কোথায় গেলেন? যাক্—ভালই হয়েছে, এই ফাঁকে গুরুদেবের পরিবর্ত্তে আমিই না হয় পঞ্চমকরটা সেরে নিই। [প্রকাশ্যে] এস—এস সুন্দরী! অত লজ্জা কেন? ঘোমটা খোল—আমার আশা পূর্ণ কর!

পণ্ডিত। [স্বগত] হা ভগবান! সঁড়া মোতে মাইকিনী কহুছি; মোতে রক্ষা কর প্রভু, রক্ষা কর।

ভৈরব। কি গো, আর লজ্জা কেন? ঘোমটা খোল—কথা কও [ঘোমটা খুলিয়া দিল।] এঁ্যা—একি? আরে ব্যাটা উড়ে! ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা!

পণ্ডিত।—

গীত।

এ কিমতি হলা? [নাগড়]
রসবতী রাই কুঁয়াড়ে গলা?
বংশী ধরিকু কদম্বতলে রহ তু রসিক নাগড়,
মু রাধা হইকিড়ি পিয়াবো তুস্তে পীরিতি-রসের সাগড়,
পরাণ কাড়িকি যাউছি কৌঠি, অবলা সহিত একু ছলা?

ভৈরব। [পণ্ডিতকে ধরিয়া] চল্ ব্যাটা! তোর নাক কান কেটে ছেড়ে দিই গে! মেয়েমানুষ সেজে চালাকি হ'চ্ছিল!

পণ্ডিত। বাপ্পলো—বাপ্পলো—

[পণ্ডিতকে টানিয়া লইয়া ভৈরবের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন উদ্‌ভ্রান্তভাবে পদচারণা করিতেছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল সোনার সংসার,
পুড়ে গেল শান্তির কানন
দানবীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে।
উড়ে ওই সৌধচূড়ে শকুনি গৃধিনী,
অদূরে নিয়তি ওই
অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায়।

রুদ্র! রুদ্র! এতই নির্ম্মম তুই,
নিজপুত্রে হত্যা করি সাধিলি রে বাদ!
অবন্তী শ্মশান করি
চ'লে গেলি কাঁদায়ে সবারে!
ফিরে আয়—ফিরে আয় ভাই!

মাল্যবতীর প্রবেশ।

মাল্যবতী। মহারাজ!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কে, রাণী? বেদনা-কাতরকণ্ঠে আবার কেন নীরব শান্তির বুকে বিপ্লব নিয়ে এলে? আবার কেন সুপ্ত বহ্নির চেতনাশক্তি জাগিয়ে দিচ্ছ রাণী? যাও—যাও, এখানে এই নির্জ্জনে আমাকে একটু কাঁদতে দাও।

মাল্যবতী। আমাকেও সে কান্নার সাথী কর মহারাজ! আমিও তোমার কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাণী! তুমিও কাঁদবে?

মাল্যবতী। কাঁদ্‌ছি—আরও কাঁদ্‌বো। সে তো আমার পর ছিল না; মাতৃহীন দেবরকে যে আবেগ-কম্পিত হস্তে কত আশীর্ব্বাদ, কত স্নেহ ঢেলে দিয়েছি—আমার মাতৃ-ভাণ্ডারে তাকে যে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলুম, কিন্তু—

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু সব ব্যর্থ হ'লো রাণী! প্রকৃতির উষ্ণ নিঃশ্বাসে অমৃত গরলে পরিণত হ'লো—দেবতার পুণ্য-মন্দিরে আজ পিশাচের অট্টহাসি! চল—চল রাণী, এই নরক ত্যাগ ক'রে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই; আর এই শ্মশান-চুল্লীর বুকে দাঁড়িয়ে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মর্‌তে পার্‌বো না।

মাল্যবতী। দেবব্রের সংবাদ কেউ তো আন্‌তে পার্‌লে না রাজা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তবে কি—তবে কি আমার রুদ্রদ্যুম্ন এ সংসারে নাই? চল—চল, তাকে খুঁজে বার করিগে চল, নইলে তোমার সাধের অবন্তী আজ রসাতলে ডুবে যাবে।

মাল্যবতী। তাই চল রাজা! জগতের উপহাস ব্যঙ্গ আর সহ্য হয় না। সকলের মুখেই শুন্‌তে পাচ্ছি, আমারি চক্রান্তে দেবব্র আজ গৃহত্যাগী। আর এই জীবন্ত শ্লেষ-দৃষ্টির মাঝখানে প'ড়ে, ওগো রাজা! আমি যে আর ধৈর্য্যের বাঁধ বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। মনে হ'চ্ছে, রুধিরপিয়াসী চামুণ্ডার মত ছুটে গিয়ে রত্নবাহুর মুণ্ডটা ছিন্ন ক'রে দশের বক্ষরুদ্ধ সন্দেহটা দূর ক'রে দিই।

রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। তবে ধর মা এই শাণিত কৃপাণ, রত্নবাহুর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ ক'রে দাও; এই আমি শির পেতে দিচ্ছি। [মাল্যবতীর পদ-তলে অসি রাখিলেন।]

মাল্যবতী। রত্ন!—রত্ন!

রত্নবাহু। পায়ে ধরি জননী আমার,
বাঁধিও না আর মোরে
কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় বন্ধনে।
আকাশে উঠেছে ঝড়,
গর্জ্জিয়া উঠেছে ওই বিশাল বারিধি,
গেল মা গো, ধ্বংস হ'লো অবন্তী তোমার;
রক্ষা কর শান্তির সংসার
বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রীরূপে।

আমারি কারণ ঝরিবে বাদলধারা,
প'ড়ে রবে দেব-দেবী ঘৃণার আবর্ত্তে!
কেন? কিবা প্রয়োজন?
কেবা আমি—কি সম্বন্ধ,
যার তরে স'বে জ্বালা
নিরন্তর তোমরা দু'জন?

মাল্যবতী। ঠিক্! ঠিক্ কথা কহিলি দুলাল!
তুই যে রে সৃষ্টির জঞ্জাল,
তোরি তরে ওরে পুত্র!
সংসারে বিপ্লব-সূচনা!
আয়—আয় তবে, সর্পিণী সমান
আপন তনয়ে করি আপনি ভক্ষণ!

[অসি তুলিয়া লইয়া রত্নবাহুকে আঘাতোদ্যতা হইলেন।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [বাধা দিয়া] রাণী! রাণী!
এ কি তব অভিনব ত্যাগের মুরতি?
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও,
এ হেন বিস্ময় সাধি'
জ্বালিও না দ্বিগুণ অনল।
উঠিয়াছে ঘূর্ণিবায়ু অন্তর-আকাশে,
এখনো তো যায় নাই তাহার স্পন্দন,
তবে পুনঃ কেন চাও রাণী
ধ্বংসানলে দানিতে ইন্ধন?

রত্নবাহু। পিতা! চরণে মিনতি করি,
বাধারূপে কেন আজি মুক্তি-সন্ধিক্ষণে?

অবন্তীর গ্রহ আমি,
এ ঘৃণ্য জীবন দিব বিসর্জ্জন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। অবাধ্য হ'য়ো না রত্ন!
ত্যজ এই দুরূহ সঙ্কল্প।
রাণী! দোষ কারো নয়,
দোষ মম অদৃষ্টের ;
কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়ি
জীবের জীবন-রথ চালিত ধরায়।
রত্ন! নিয়ে এস সন্ধান তাহার,
কোথায় পিতৃব্য তব করে বসবাস ;
তবেই হবে রে পুত্র বেদনার শেষ,
তবেই ঘুচিবে জ্বালা হৃদয় হইতে,
পারিবে না তব মৃত্যু শান্তি প্রদানিতে।

রত্নবাহু। পিতা!—

ইন্দ্রদ্যুম্ন। পিতৃ-আজ্ঞা।

রত্নবাহু। পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য সদা।
তবে চলিলাম পিতৃব্যের করিতে সন্ধান ;
তন্ন তন্ন করি আজি খুঁজিব জগৎ,
কোথায় পিতৃব্য মোর আছেন গোপনে।
মুছ মা নয়নজল,
আবার উদিবে ওই তরুণ তপন
অন্ধকার-ঘনীভূত অদৃষ্ট-আকাশে ;

[প্রস্থান।

মাল্যবতী। মহারাজ! দেবরের পাবে কি সন্ধান রত্ন?

পুত্রহারা স্বামীহারা সুষমা ভগিনী
উন্মাদিনী সমা হায় করে আর্ত্তনাদ ;
পারি না সহিতে আর ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । আর্ত্তনাদ করিছে রাক্ষসী ? করিবে না ?
স্বেচ্ছায় ডুবিল নীরে, কাঁদুক্ এখন ।
যাও—যাও রাণী, বুঝাও তাহারে,
অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত,
ইহা ভিন্ন গতি নাই আর ।

নন্দার প্রবেশ ।

নন্দা । মা !

মাল্যবতী । একি নন্দা ? কেন মা গো
আঁখি ছল-ছল—শুষ্ক মুখ ?
কি হয়েছে, সত্য করি বল্ ?

নন্দা । চাহি মা বিদায় ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । একি রাণী ! নন্দা চাহে লইতে বিদায় ?

নন্দা । সত্য পিতা, প্রার্থনা বিদায় ।
বিবেকের দংশন-জ্বালায়
আর না তিষ্ঠিতে পারি
অবন্তীর ঐশ্বর্য্যের মাঝে ।
কহে জনে জনে—কেবা আমি ?
কেন থাকি হেথা ? সেই হেতু
বিদায় মাগিছে কন্যা দোঁহার সকাশে ।

মাল্যবতী । যাবি চ'লে কোথায় দুঃখিনী ?

দেবরের করিতে সন্ধান গেছে রত্ন,
আসুক্ ফিরিয়া,
তারপর যাস্ তুই প্রাণ যেথা চায়।

নন্দা। [স্বগত] রত্ন গেছে পিতৃব্যের খোঁজে !
কিন্তু হায়, প্রাণে যেন জাগিল আতঙ্ক ;
পিশাচ যে অরিন্দম,
নাহি জানি কোন্ ছলে ঘুরিয়া বেড়ায় !
আমিও যাইব, পারি যদি
সাধিতে মঙ্গল মোর জীবনদাতার।

মাল্যবতী। চল্ মা ! সাজে কি তোর এত অভিমান ?
আছে হৃদে অনন্তের আশা,
অবন্তীর কুললক্ষ্মী করিব মা তোরে।

[নন্দাকে লইয়া প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। দয়াময় ! শান্তি দাও, ।
করুণা-কটাক্ষ কর
দহমান অবন্তীর শ্মশান-বক্ষেতে।

বৈষ্ণব বালকবেশী শ্রীভগবান ও তৎপশ্চাৎ খড়্গহস্তে
ধাবিত রক্তাক্ষ কাপালিকের প্রবেশ।

বালক। ওগো—ওগো আমায় রক্ষা কর ! [ইন্দ্রদ্যুম্নের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।]

রক্তাক্ষ। পরিত্রাণ নেই বৈষ্ণব শিশু !

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ভয় নেই—ভয় নেই বালক ! তুই যে আজ অবন্তী-রাজের আশ্রিত।

রক্তাক্ষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রক্ত চাই—রক্ত চাই ওই বৈষ্ণব শিশুর। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! শীঘ্র আমার করে ওই বৈষ্ণব শিশুকে অর্পণ কর। আজ মহাষ্টমী; মাতৃপদে ওই শিশুকে উৎসর্গ ক'রে আমি আজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবো।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ও—তুমিই বুঝি সেই রক্তাক্ষ কাপালিক—শ্রীহরিবিদ্বেষী?

রক্তাক্ষ। আমিই সেই অসামান্য শক্তিসম্পন্ন শক্তিসাধক কাপালিক।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু হে সাধক! মাতৃপূজায় সিদ্ধিলাভ করবে এই শিশুকে বলি দিয়ে? জানি না হে মাতৃভক্ত পূজারী! সে তোমার কেমন মা, যে মায়ের সম্মুখে পুত্র-বলিদান? সত্যই কি সে বিশ্বমাতা করুণারূপিণী জগদ্ধাত্রী মা, না হিংসাময়ী রক্তপিয়াসী রাক্ষসী?

রক্তাক্ষ। সে আমার বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি মা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। মিথ্যা কথা কাপালিক! ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে অহংজ্ঞানে আত্মহারা হ'য়ে কোথায় চলেছ সাধক? যে মায়ের স্নেহাঞ্চলে পুত্র নির্ভয় অন্তরে বাস করে, সেই অনন্ত করুণারূপিণী বিশ্বমাতার সম্মুখে তারি পুত্রকে বলিদান?

রক্তাক্ষ। [দৃঢ়স্বরে] ইন্দ্রদ্যুম্ন!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। হে সাধক! দেখিয়ে দেবে চল তো, কোন্ মায়ের সম্মুখে শিশু বলি দিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে তুমি? সে তোমার যে মাই হোক্ না কেন, পরিত্রাণ পাবে না সে এই সূর্য্যপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট। চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সেই মাতৃমূর্ত্তি ফেলে দেবো সাগরের জলে, তবু পারবো না কাপালিক, এই নিষ্পাপ নির্ম্মলেন্দু শিশুকে একটা রক্তপিয়াসী পিশাচের হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বমাতার অভয়-নির্ম্মাল্য লাভ করতে।

রক্তাক্ষ। পরিত্যাগ কর রাজা এই শিশুকে।

বালক। ওগো রাজা! আমায় যেন ঐ রাক্ষসের হাতে তুলে দিও না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। নির্ভয়। ওরে শিশু! তোর কি জগতে কেউ নেই? তুই কোন্ নন্দনের ঝরা ফুল—কোন্ আকাশের চাঁদের কণা, আজ এই দুরন্ত দুর্ভাগ্যের মাঝখানে এসে পড়েছিস্?

বালক।—

গীত।

ওগো, আমি যে সবারি জীবন।
সবাকার হৃদে থাকি আমি সদা, দিয়ে যাই কত পরশন॥
যদি থাকি দূরে তবু কাছে রই,
অপরের তরে কত ব্যথা সই,
যে জন আমার ভাবেতে বিভোর, দিই আমি তারে দরশন॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তবে—তবে তুই কি রে আমার স্বপ্ন-রাজ্যের জীবন্ত ছবি? সত্যই কি তুই সেই সুর-নরবন্দিত ব্রহ্মাণ্ডসেবিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবান? এলি বুঝি ফুটে উঠ্তে সান্ধ্য তারকার মত ইন্দ্রদ্যুম্নের অন্ধকারময় জীবন-আকাশে? এলি বুঝি নবলীলার অবতারণায় বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে পুণ্যভূমি ভারতের বুকে? যাক্—তুই আমার আশ্রিত; ইন্দ্রদ্যুম্ন তার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে পথের কাঙাল সাজ্‌বে, তবু তোকে কালের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে পার্‌বে না।

রক্তাক্ষ। তা হ'লে মাতৃপূজা সুসম্পন্ন কর্‌তে ঐ শিশুকে ফিরিয়ে দেবে না?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। স্বয়ং ইষ্টদেব শ্রীহরি এসে যদি এই শিশুকে প্রার্থনা করেন, তা হ'লে তাঁকেও বিফলমনোরথে ফির্‌তে হবে কাপালিক! এ যে আমার আশ্রিত।

রক্তাক্ষ। এখনো অর্পণ কর রাজা ঐ মাতৃপূজার উপচার, নতুবা মায়েব রোষদীপ্ত নেত্রকটাক্ষে তোমার এই সাধের অবন্তীরাজ্য পুড়ে ছাই হ'য়ে শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আর আমিও সেই শ্মশানের দহমান বীভৎসতার মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে এই শিশুকে বুকে নিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্‌বো, এ মাতৃ-পূজার উপচার নয়, এ যে মায়ের সন্তান—মায়ের প্রাণ—মায়ের দান। [বালককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।]

রক্তাক্ষ। [সগর্জ্জনে] অবন্তীরাজ!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ফিরে যাও—ফিরে যাও সাধক! ভগবানের পুণ্য-প্রতি-ষ্ঠান পৃথিবীর বুকে নির্দ্দয়তার শোণিততরঙ্গ ছুটিয়ে দিয়ে পরিণামের পথে হাহাকার তুলে দিও না! এখানে তেমন কিছু প্রতিদান না পেলেও ঐ উর্দ্ধে অনন্তে পরলোকের পথে তোমার এই কর্ম্মের প্রতিদান দিতে ন্যায়দণ্ডকরে একজন দণ্ডায়মান।

রক্তাক্ষ। তা হ'লে দেবে না রাজা ঐ বৈষ্ণব শিশুকে?

ইন্দ্রদ্যুম্ন না—না।

রক্তাক্ষ। এত দর্প—এত অহঙ্কার!
ব্রাহ্মণের অপমান হীন ক্ষত্র হ'য়ে!
আরে—আরে মহাদর্পী রাজা!
দেখ তবে মাতৃশক্তি কিবা ভয়ঙ্কর!
দাউ-দাউ জ্ব'লে ওঠ ব্রহ্ম-কোপানল,
আয়—আয়, ছুটে আয় ডাকিনী যোগিনী
উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্যে রুধিরপিয়াসী,
আয়—আয়, ব্রহ্মাণ্ড কাঁপায়ে আয়
মাতৃশক্তি করিতে বিকাশ।

রক্তাক্ষের মায়াপ্রভাবে সহসা প্রকৃতির প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণ, ত্রিশূলহস্তে সগর্জ্জনে ডাকিনী-যোগিনীগণের আবির্ভাব ও ইন্দ্রদ্যুম্নকে ভীতি প্রদর্শন ও রক্তাক্ষের অট্টহাস্য।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। এঁ্যা, একি—একি!
প্রলয়—প্রলয়!
চতুর্দ্দিকে অগ্নিবাণ কে করে বর্ষণ?
ধ্বংসাবর্ত্তে বুঝি ডোবে ধাতার রাজত্ব
গেল—গেল ওই অবন্তী আমার,
গেল বুঝি ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রলয়ে ভাসিয়া!
ওঃ—ওঃ, সুভীষণা বামা
লক্ লক্ রসনা মেলিয়া
রক্তপানে ধেয়ে আসে ওই!
কোথা দীননাথ—দীনবন্ধু!
রক্ষা কর—রক্ষা কর দীন ভক্তে তব।

[মূর্চ্ছিত হইলেন।

সহসা ঘূর্ণায়মান চক্রহস্তে মূর্ত্তিমান সুদর্শনের আবির্ভাব, ডাকিনী-যোগিনীগণের সভয়ে পলায়ন ও সুদর্শন কর্ত্তৃক রক্তাক্ষকে আক্রমণোদ্যোগ।

রক্তাক্ষ। উঃ—উঃ, জ্ব'লে গেল—
পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার!
মা! মা! নৃমুণ্ডমালিনী,

একি তোর বিচার-বৈষম্য !

উঃ—উঃ, পরিত্রাহি !—পরিত্রাহি !

[পলায়ন ও সুদর্শনের পশ্চাদ্ধাবন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে] কই—কোথায় সে রক্তাক্ষ কাপালিক ? এ যে পলকে প্রলয়—পলকে শান্তি ! কই—কই রে তুই শিশু !

বালক। এই তো আমি রয়েছি রাজা তোমার বুক জুড়ে।

[জড়াইয়া ধরিল।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কে আছ, সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দাও কাপালিককে বন্দী করতে। না—না, আমি নিজেই যাবো, দেখ্‌বো সে কত বড় শক্তিমান মাতৃসাধক।

বালক। তবে আমি যাই রাজা ?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। না—না, কোথায় যাবি তুই ? অজানিত মন্ত্রসাধনায় যারে আজ গৃহ-আঙ্গিনায় কুড়িয়ে পেলুম, তাকে আজ কেমন ক'রে বিদায় দিই ? চল্—চল্ ওরে অজ্ঞাত, আমার মানস-চক্ষের ধ্রুব মীমাংসা, আমার ভক্তি-অর্ঘ্যের বেদীমূলে ; বেজে উঠুক নীরব মেদিনীর বুকে আবাহনের মঙ্গল ঝাঁঝর—অধিবাসের মঙ্গল শঙ্খ ! মনে হয়, তুই যেন আমার ধ্যানের দেবতা—সাধনার আশীর্ব্বাদ—মুক্তিদাতা শ্রীভগবান।

[বালককে লইয়া প্রস্থান।

শক্তি সঙ্ঘ পাঠাগার
স্থাপিত:- ১৯৩৯ সাল
পো: বেলকুলাড়া, হাওড়া

চতুর্থ দৃশ্য

সুষমার কক্ষ

সুষমা।
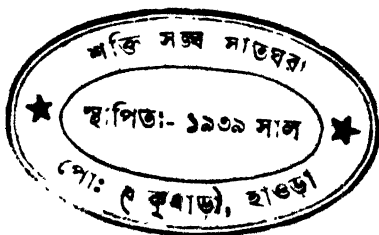
সুষমা। ব্যর্থ হ'লো সব চেষ্টা! উত্তাল তরঙ্গের মত জেগে উঠ্‌ছে শুধু তীব্র প্রতিহিংসা। কত আশার নয়নানন্দ পুত্র আমার অকালে ঝ'রে পড়্‌লো—স্বামী নিরুদ্দেশ হ'লো; জানি না, কার অভিশাপে সুষমার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। না—না, এ অভিশাপ নয়, আমার এ সর্ব্বনাশ করলে রত্নবাহু—তারই জন্য আমার এ মর্ম্মন্তুদ জ্বালা; এ জ্বালায় শান্তির প্রলেপ দিতে চাই রত্নবাহুর তপ্ত রক্ত! চাই প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

গীতকণ্ঠে প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব।—

গীত।

হিংসাতে কি শান্তি মেলে, হিংসা যে হয় অনলধারা।
পুড়ে মরে সে অনলে, পরের হিংসা করে যারা॥

সুষমা। মিথ্যা—মিথ্যা! পরকে কাঁদালে নিজেকে কাঁদ্‌তে হয়, কে বললে্?

প্রণব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

নয় মা মিথ্যা, সত্য কথা, ক'জন বোঝে পরের ব্যথা,
পাপ কখন রয় না গোপন, দু'দিন পরে দেয় গো সাড়া॥

সুষমা। উন্মাদ—উন্মাদ তুমি প্রণব! পাপ? কিসের পাপ? পাপের পরিণাম যদিও বিষময়—যদিও কখনো গোপন থাকে না, তবুও পাপের অভিনয় যে জগতের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

প্রণব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ধাঁধায় প'ড়ে যাচ্ছ ছুটে, বিষের বাটি নিচ্ছ লুটে,
ভুল ভাঙ্গলে বুঝ্‌বে তখন, যখন হবে তুমি সকলহারা।

[প্রস্থান।

সুষমা। ভুল—ভুল প্রণব! আমি জানি সেদিনের ইতিহাস—আমার মনে আছে সেদিনের গৌরবময় দৃষ্টান্ত—আমি জানি তোমার ঐ নীতি মর্ম্মে মর্ম্মে; কিন্তু সেদিন আর নেই প্রণব! দয়া, ধর্ম্ম, ত্যাগ স্বপ্নের কাহিনী, পৃথিবীর বুকে বিরাজিত শুধু স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা! তবে আমি কেন এই সৃষ্টির মাঝখানে থেকে মজ্জাগত অভ্যাসটুকুর ব্যতিক্রম করি? না—না, আমি শুনবো না। প্রতিশোধ নেবো—প্রতিশোধ নেবো, ইন্ধন তার—

অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। রত্নবাহু!

সুষমা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রত্নবাহু—তার তপ্ত রক্ত চাই! এনে দাও দাদা, শীঘ্র এনে দাও! আমি যে আজ তারই জন্য সর্ব্বস্ব খুইয়েছি। আর সহ্য হয় না! পিপাসা—বড় পিপাসা!

অরিন্দম। একটু শান্ত হ' বোন্! সেই রত্নবাহুর ছিন্ন মুণ্ড শীঘ্রই তোর হাতে তুলে দেবো, আর অবন্তীর সিংহাসনে তোকেই বসাবো।

সুষমা। সিংহাসন চাই না দাদা, চাই রত্নবাহুর ছিন্ন মুণ্ড। স্বামী

নেই—পুত্র নেই, অবন্তীর সিংহাসনে আমার বুকের আগুন নিভ্‌বে না। যাও—যাও, ভগ্নীর বুকের জ্বালা দূর কর দাদা!

অরিন্দম। কাঁদিস্ নে বোন্! আমি রুদ্রদ্যুম্নকে আবার অবন্তীতে ফিরিয়ে আন্‌বো, আর রত্নবাহুরও ছিন্ন শির তোরই হাতে তুলে দেবো। তুই আগ্নেয়গিরির মত মাটি চৌচির ক'রে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়্, আমিও সেই সঙ্গে প্রলয়ের ঝড় তুলে দিই। [প্রস্থান।

সুষমা। তাই দাও দাদা, অবন্তীর শান্ত আকাশে প্রলয়ের ঝড় তুলে দাও, আর আমিও দাঁড়াই প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী মূর্ত্তিতে অবন্তীর বুকে বিভীষিকার সৃষ্টি কর্‌তে—[প্রস্থানোদ্যতা]

মাল্যবতীর প্রবেশ।

মাল্যবতী। সুষমা!—ভগ্নী!

সুষমা। কে?—কে? দিদি? রাজ্যেশ্বরী? কি দেখ্‌তে এসেছ আর? ও, বোধ হয় বিদ্রূপ কর্‌তে এসেছ!

মাল্যবতী। বিদ্রূপ কর্‌তে আসিনি বোন্, এসেছি কাঁদ্‌তে। জানি না, কার ইঙ্গিতে এমন ইন্দ্রের নন্দন-কাননকে শ্মশানে পরিণত কর্‌লে। পুত্র হারালে—স্বামী-সুখে বঞ্চিত হ'লে! উঃ! কি কর্‌লে বোন্! আর কেন? যা হবার, তা তো হ'য়েই গেছে—শত চেষ্টাতেও সে আর ফির্‌বে না। আবার তুমি দেবী হও বোন্—আবার তুমি পূর্ব্বের মত সংসারের বুকে স্নেহ-ভালবাসা ছড়িয়ে দাও।

সুষমা। আর তা হবে না দিদি! তোমাদেরি জন্য আজ আমি ভিখারিণী। তোমাদের স্বার্থপরতায়, তোমাদের পক্ষপাতিত্বে সুষমা আজ অনাথিনী। বিশ্বের সহস্র গ্লানি মাথা পেতে নেবো—রাক্ষসী হবো—সংসার ছারখার কর্‌বো!

মাল্যবতী। সুষমা! ভগ্নী! তুমি আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছ? ছিলে তুমি দেবীর মহিমা নিয়ে শত নেত্রের উপরে, জানি না কার অভিশাপে আজ তুমি পাতালের গভীরতম অন্ধকারে নেমে গিয়েছ! উঃ! কি করলি অভিমানিনী! কার উপর অভিমান ক'রে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করলি?

সুষমা। না—না, আমি জগতের নিয়ম-তন্ত্রের বাইরে যাই নি। স্বার্থের পূজা করেছি—সে পূজা বন্ধ হবে না; দেখি কত দিনে পূজা আমার শেষ হয়।

[প্রস্থান।

মাল্যবতী। শেষ? জীবন কাটিয়া যাবে,
তবু শেষ নাহি হবে অকল্পিত আশা।
কাঁদাতে অপরে এত সাধ তোর?
ফিরে আয়—ফিরে আয় বোন্!
ও যে ঘন অন্ধকার সুভীষণ পথ;
ও পথেতে সুখ নাই—শান্তি নাই,
আছে শুধু অবিশ্রান্ত বাদলের ধারা।
দয়াময়! কি করিলে প্রভু!
অমল আশিস্ দানে শান্তিময় কর দেব
তোমারি সৃজিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লান্তকলেবর রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। ডুবে যায় কর্ম্মক্লান্ত রবি,
ধীরে ধীরে নেমে আসে তামসী রজনী
প্রকৃতির সুনীল অম্বরে।
বিহগ ফিরিছে নীড়ে বাতাসে ভাসিয়া,
দূরে ওই পল্লীপথে
রাখালের বেণুরব বরষে অমিয়,
একে একে ফুটে ওঠে
সান্ধ্যতারা সম ওই মঙ্গল প্রদীপ।
দূরে—বহু দূরে এসেছি চলিয়া,
কিন্তু হায়, নাহি হ'লো আশার পূরণ!
কোথায় পিতৃব্য ?
কে দিবে সন্ধান ?
পারি না—পারি না আর,
অবসন্ন অঙ্গ—
তৃষ্ণায় কাতর পথপর্য্যটনে।
ক্ষণকাল বসি এই স্থানে,
তারপর চলিব আবার।

[অবসন্নভাবে উপবেশন।]

অদূরে গীতকণ্ঠে পুরুষবেশী নন্দার প্রবেশ।

নন্দা।—

গীত।

ঘন আঁধারের পথে কে তুমি ওগো পথভোলা?
শ্রান্ত অবশ কম-ফুল-তনু, শেষ হ'লো বুঝি চলা॥

রত্নবাহু। কে গায় এই বনানীর অন্ধকারে সুললিত বীণার ঝঙ্কারে? ও যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর! ও স্বর যেন আমি কত দিন শুনেছি। কে তুমি গায়ক? কাছে এস। একি? যুবক যে! স্বপ্ন—স্বপ্ন!

নন্দা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি ছায়া,
তৃষিতকণ্ঠে ছুটিয়া বেড়াই যেথা আছে মোর কায়া,
সন্ধান যদি কভু পাই তার বন্ধনে দেবো গলা,
মম-কুঞ্জ-বিতানে বসায়ে তাহারে দুলিব দোদুল-দোলা॥

রত্নবাহু। কে তুমি যুবক, এই বনের পথে একাকী?

নন্দা। আমি একজন ভবঘুরে—যাচ্ছিলুম ঘরে ফিরে। আপনি কে মশায়?

রত্নবাহু। [স্বগত] আবার যেন এক স্বপ্ন আমার নয়ন জুড়ে চেপে বস্‌ছে; ভেসে উঠ্‌ছে সেই উপেক্ষিত করুণ মুখখানি তার! না—না অসম্ভব; এ যে পুরুষ।

নন্দা। কি ভাব্‌ছেন মশায়?

রত্নবাহু। ভাব্‌ছি এক স্বপ্নের কাহিনী—দেখ্‌ছি এক বিস্ময়ের ছবি। যাক্—হ্যাঁ, তোমার হাতে কি যুবক?

নন্দা। জল[illegible]।

রত্নবাহু। জল আছে? যদি থাকে, দয়া ক'রে আমায় একটু দাও—আমার পিপাসা মেটাও।

নন্দা। জল খাবেন? আচ্ছা খান। [জল প্রদান]

রত্নবাহু। [পানান্তে] আঃ—বাঁচ্‌লুম। যুবক! তুমি দীর্ঘজীবী হও—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

নন্দা। মঙ্গলে আমার আর কাজ নাই; আপনি তো এখন বাঁচ্‌লেন! এইবার আমি চল্‌লুম—সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে।

রত্নবাহু। তোমার নাম কি যুবক?

নন্দা। নন্দন।

রত্নবাহু। নন্দন? [চমকিয়া উঠিল।]

নন্দা। নাম শুনে যে চম্‌কে উঠ্‌লেন? ব্যাপার কি মশায়? নন্দন নামে আপনার কেউ আছে না কি?

রত্নবাহু। হাঁ—না, তবে—যাক্। আমি তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না যুবক!

নন্দা। একটুও না?

রত্নবাহু। শোধ কর্‌বো, যদি দিন পাই।

নন্দা। তাই কর্‌বেন। তবে—সে তো দূরের কথা; এখন আমায় কি দিচ্ছেন, বলুন তো?

রত্নবাহু। তাই তো, কি দিই? আচ্ছা, ধর এই রত্নহার তোমার জীবনদানের বিনিময়। [কণ্ঠহার নন্দার গলায় পরাইয়া দিল।]

নন্দা। ও হরি! এ হার নিয়ে কি কর্‌বো? বড় লোকের হার গরীবের গলায় দেখ্‌লে লোকে সন্দেহ কর্‌বে; শেষকালে কি বিপদে পড়্‌বো মশায়! এই নিন আপনার হার—[রত্নবাহুর গলদেশে

পরাইয়া দিল] আপনি যে প্রাণ খুলে অমন অমূল্য জিনিষ আমায় দিলেন, এই যথেষ্ট! তবে এই গরীবের ছেলের কথা মনে রাখ্বেন; দেখ্বেন যেন ভুল্বেন না। চল্লুম মশাই!

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ঐ আকাশে নেমেছে জল, চাতকিনী তুই ফিরে চল্,
পিপাসা এবার মিটিবে লো তোর, ঘুচিবে মরম-জ্বালা॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

রত্নবাহু। বনানীর অন্তরালে
মিশে গেল সঙ্গীতের রেশ।
কে ওই যুবক,
নিবিড় বনের পথে একাকী সন্ধ্যায়?
মুহূর্ত্তের আলাপনে
প্রাণেতে জাগায়ে গেল নব শিহরণ!
মনে হয় যেন কত পরিচিত মুখখানি তার।
তবে কি সে নন্দা?
না—না, কারে কিবা কহি?
ভ্রম—ভ্রম—চিত্তের বিকার!

দূরে ভৈরব সহ অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। ওই দেখ ভৈরব! আমার প্রণয়পথের অন্তরায় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পালিত পুত্র রত্নবাহু। যত শীঘ্র পার, ওকে বন্দী কর। বহু কষ্টে ওর সন্ধান পেয়েছি; নাও—বিলম্ব ক'রো না।

[দ্রুত ভৈরব কর্ত্তৃক রত্নবাহু বন্দী হইল, অরিন্দম রত্নকে নিরস্ত্র করিল।]

রত্নবাহু। এ্যাঁ—একি? মাতুল?

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রত্নবাহু! তুমি আমার শত্রু—আমার সুখের পথে কণ্টক; তোমায় আমি হত্যা করবো।

রত্নবাহু। বিশ্বাসঘাতক!

অরিন্দম। স্তব্ধ হও! নিয়ে চল ভৈরব কাপালিক-আশ্রমে। রত্নবাহু! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। আগে করালীর সম্মুখে তোমার বলিদান, তারপর নিষ্কণ্টকে নন্দার প্রেম-সুধাপান।

রত্নবাহু। অরিন্দম! তুমি এত হীন—এত নির্দ্দয়? অকৃতজ্ঞ! পিশাচ! তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতা দু'দিনের জন্য; এর প্রতিফল একদিন তোমায় সুদ সমেত পেতেই হবে; নন্দা! নন্দা! হতভাগিনী! তোর ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়।

[রত্নবাহুকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত নন্দার পুনঃ প্রবেশ।

নন্দা এঁ্যা—একি? অরিন্দম যেন আমার রত্নকে কোথায় ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে না? ওই যে—ওই যে নিয়ে যাচ্ছে! কি করি? জানি না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! ওই আমার রত্নের আর্ত্তকণ্ঠস্বর। দেখি —দেখি, কোন উপায় আছে কি না? [প্রস্থান।

সন্ন্যাসীবেশে রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। শান্তি! শান্তি! শান্তি!
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক সম
দেশে দেশে ঘুরিলাম শান্তির আশায়,
কিন্তু হায়! কোথা শান্তি?
সর্ব্বত্রই স্বার্থের হুঙ্কার।

কোথায় অবন্তী মোর
শৈশব-স্বপনঘেরা প্রিয় জন্মভূমি—
কোথায় আত্মীয় বন্ধু পত্নী পরিজন ?
মনে হয় কাঁদে তারা
বেদনাজড়িতকণ্ঠে আমারি বিহনে।
যাবো কি ফিরিয়া পুনঃ ?
রাজার তনয় আমি,
ভিখারী-সজ্জায় কেন সহি এতেক যন্ত্রণা ?
না—না, ফিরিব না আর ;
কেটে যাক্ এইভাবে
জীবনের অবশিষ্ট কাল।
তরুশাখে ফোটে ফুল
অপরূপ লাবণ্যছটায়,
কিন্তু হায়, কতক্ষণ বিকাশ তাহার ?
আপনি ঝরিয়া পড়ে পথের ধূলায়।

শশব্যস্তা নন্দার পুনঃ প্রবেশ।

নন্দা। ওগো, কে তুমি সন্ন্যাসী ? আমায় রক্ষা কর !

রুদ্রদ্যুম্ন। কি চাও ?

নন্দা। ওগো ! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রুদ্রদ্যুম্ন। কি হয়েছে তোমার যুবক ?

নন্দা। আমার একজন আত্মীয়কে অরিন্দম নামে এক দস্যু কোথায় ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে ; তুমি তাকে বাঁচাও সন্ন্যাসী !

রুদ্রদ্যুম্ন। [স্বগত] অরিন্দম ? কোন্ অরিন্দম ? তবে কি সেই

পিশাচ ? [প্রকাশ্যে] যুবক ! রাজ-সহোদর রুদ্রদ্যুম্নের শ্যালক অরিন্দম, না কোন্ অরিন্দম ?

নন্দা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রুদ্রদ্যুম্নের শ্যালক। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?

রুদ্রদ্যুম্ন। আমরা সর্ব্বজ্ঞ। যাক্—ধ'রে নিয়ে গেল কাকে ?

নন্দা। যুবরাজ রত্নবাহুকে।

রুদ্রদ্যুম্ন। রত্নবাহু ? তুমি কে যুবক ?

নন্দা। আমি—আমি কুমারের বন্ধু ; সে আর আমি অভিন্ন-আত্মা।

রুদ্রদ্যুম্ন। (তাই তো, আবার যে এক কর্ত্তব্যের মাঝখানে এসে পড়্‌লুম। কি করি ? বন্ধন-জ্বালার দূরে এসে আবার বন্ধনের সাধ ? না—না, সব যাক্, স্বপ্নের স্মৃতি বিস্মৃতির নীরে ভেসে যাক্। কেউ নেই আমার ! আমি একা—মুক্ত—স্বাধীন। ওকি ? কে যেন দিগন্ত কাঁপিয়ে বজ্রনির্ঘোষে বল্‌ছে, তুমি যে মানুষ—বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যের গরিষ্ঠ সম্পদ—কর্ত্তব্যের দাস ; ওঠো—জাগো—কর্ত্তব্যের শাণিত কৃপাণ ধ'রে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, তুমি মানুষ হও—মানুষ হও। তাই হবে—তাই হবে অশরীরী ! তোমার নির্দ্দেশিত পথেই আমি অগ্রসর হবো—অজ্ঞাতবাসের বলিদান দিয়ে প্রকৃত মানুষ সাজ্‌বো।) হ্যাঁ—কোন্ পথে—কোন্ পথে গেল তারা ?

নন্দা ঐ পথে—ঐ পথে।

রুদ্রদ্যুম্ন। চল—চল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। ভয় নেই—ভয় নেই বৎস—ভয় নেই স্নেহাধার ! (রুদ্রদ্যুম্ন আজ প্রলয়-ঘূর্ণাবর্ত্তের মত রুদ্রতেজে ছুটে যাচ্ছে।) এস—এস যুবক !

[নন্দা সহ দ্রুত প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

পুঁটুলিমস্তকে গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। হায়-হায়-হায়, এতদিন পরে বুঝি পৈতৃক প্রাণটুকু যাওয়ার সম্ভাবনা। বেশ খাচ্ছিলুম দাচ্ছিলুম, দিগ্‌গজ উপাধির ঠ্যালায় কত ব্যাটার মুণ্ডপাত করছিলুম, এখন গুরুদেবের পাল্লায় প'ড়ে আমার দফা রফা হবে দেখ্‌ছি। প্রভুর সঙ্গে আমাকেও নীলাচল যেতে হবে। বাপ্‌! সে কি চারটিখানি পথ! হেঁটে হেঁটে প্রাণ বিয়োগং ব্যাপার উপস্থিত হবে না তো? প্রভুর আর কি? কাঁদতে কাটতে তো আর কেউ নেই, নইলে ধাধ্বাড়া তেপান্তরের মাঠে যেতে চাইছেন! আমার যে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা স্বরূপা গৃহদেবী বর্ত্তমানা! হায়-হায়-হায়, সব ফেলে যেতে হবে; না গেলেও গুরুদেবের হাতে পরিত্রাণ নেই। আবার যেরূপ ভীষণ একটি পুঁটুলি সংযোজনা করেছেন, এর ভিতর সব আছে বাবা! তিল, তুলসী, তিলকমাটি, চুষিকাটি, ঝুমঝুমি, টিকটিকি, গিরগিটি সব আছে। প্রভুকে তো আর বইতে হবে না! ধোপার গাধা দিগ্‌গজ আছে, বেশ পিঠে ক'রে খুট্-খুট্ ক'রে যাবে। উঁহুঁ, সেটী হ'চ্ছে না প্রভু! মুহুর্মুহুঃ আহার-বিহারের ব্যবস্থা না হ'লে শর্ম্মা এই গন্ধমাদন ফেলে চম্পট দেবে। বাপ! ভারীও মন্দ হয় নি! যাই—আর দেরী করবো না, এখুনি বহির্গতং হ'তে হবে। [প্রস্থানোদ্যত হইল, সহসা নাসা-কর্ণকর্ত্তিত উড়িয়া পণ্ডিতকে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল] ওকি?

নাসা-কর্ণকর্ত্তিত উড়িষ্যা পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডিত। এ সঁড়া দেশকু চরণে দণ্ডবত! এ পাকে আউ মু আসিবি না।

গুণনিধি। [স্বগত] ওরে বাবা, এ ব্যাটা কে রে? [প্রকাশ্যে] বলি গন্নাখাঁদা দু'কানকাটা সহরের মাঝখান দিয়ে চলেছ, তুমি কে বট হে? সূর্পনখা তোমার কে ছিলেন?

পণ্ডিত। [রাগিয়া] থিলা—থিলা, সুড়পনখা তুমার মাউসী থিলা, আউ মোর মাইকিনা থিলা। মোর এমতি দশা দেখিকু তমসা করুছন্তি, তু সঁড়া কিমতি নিড়মড় মনুষ্য অছি রে?

গুণনিধি। [স্বগত] এ তো দেখ্‌ছি সেই ব্যাটা উড়ে পণ্ডিত; যাক্—ভালই হয়েছে, ব্যাটা আমাকে চিন্‌তে পারে নি। ব্যাটাকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে দিয়েছিলুম, তারপর কাপালিকের পাল্লায় প'ড়ে পণ্ডিতমশায়ের অপূর্ব্ব রূপ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] তাই তো পণ্ডিত মশায়! কাপালিকেরা আপনার নাক কান কেটে ছেড়ে দিলে?

পণ্ডিত। সঁড়া মূরখ মনুষ্য, পণ্ডিতকু মহিমা বুঝিলু না!

গুণনিধি। আ-হা-হা, শীগ্‌গির খানিকটা লঙ্কাবাটা আর লবণ আপনার ওই কাটা জায়গাটায় প্রলেপ দিন,—বড় চমৎকার ঔষধ।

পণ্ডিত। মোতে এতেকি মূরখ পাউছন্তি। লবণ লঙ্কা দেইকি মু জলিবি, আউ তু সঁড়া তমসা দেখিবি? মারিকিড়ি পকাই দিমু সঁড়া।

গুণনিধি। চ'টো না পণ্ডিতমশায়, চ'টো না,। লবণ-লঙ্কা প্রলেপের গুণ তুমি জান না; কর্ত্তিত নাসাকর্ণের পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হবে। চমৎকার ঔষধ—বড় চমৎকার ঔষধ।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।]

পণ্ডিত। তুমাড় মাউসী সুড়্পনখাকু লবণ-লঙ্কা প্রলেপ দেইকি ঠণ্ডা করিবি রে সঁড়া!

গীত।

হঃ-হঃ-হঃ, নাক কাণ মোর কাটি দেলা। [সঁড়া]
পরাণে থিলা মোর যেতেকি আশা, সবকু নাশ হই গেলা॥
মাইকিনা মোর সুন্দরী, রসিকা সব নাগরী,
এ মুখ তাকু দেখামু কিমতি ঘরকু ফিরি মু যাইঁকিড়ি,
ঝাড়্ মারিকি চলি যিবা বন্ধু, কপাড়ে দেইকি পকা কেলা॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কাপালিক-আশ্রমপার্শ্ব।

রক্তাক্ষের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম।
এতদিনে প্রতিহিংসা-মহাযজ্ঞ হবে সম্পূরণ।
অহঙ্কারী ইন্দ্রদ্যুম্ন!
দেখিব কেমন তব বিষ্ণুর শকতি।
আমার ক্ষুধার অন্ন নিলে তুমি কাড়ি
আশ্রিতরক্ষণ মহাব্রত করিতে সাধন,
পরিণামে তার
বন্দী তব স্নেহের দুলাল!

হত্যা করি আজি তারে
ছিন্নমুণ্ড ভেটিব তোমার পাশে উপহাররূপে।
প্রত্যাখ্যান করিয়া আমারে
ঘৃতাহুতি দিয়াছ অনলে ;
প্রতিফল তার লভ এইবার।
মা! মা! মা! নৃমুণ্ডমালিনী!
যেন মা পূজায় তোর
ঘটে নাকো কোন অন্তরায়।
অরিন্দম! অরিন্দম!
আন ত্বরা অবন্তীকুমারে।

বন্দী রত্নবাহুকে লইয়া অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। হের প্রভু! এনেছি কুমারে,
এইবার সাঙ্গ কর মাতৃপূজা তব।

রক্তাক্ষ। রত্নবাহু—রত্নবাহু! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
কই—কোথা তব দর্পিত জনক?
ডাকো—ডাকো তারে,
দেখে যাক্ তনয়ের দশা!

রত্নবাহু। সাবধান ভণ্ড কাপালিক!
পিতৃনিন্দা না করিও আর,
সমুচিত পাবে প্রতিফল।

রক্তাক্ষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
প্রতিফল কে দিবে আমারে,
কেবা আছে হেন শক্তিমান?

রত্নবাহু । আছে—আছে অন্ধ, সেই শক্তিমান্,
যাহার ইঙ্গিতে ধ্বংস হয় চরাচর,
যাহার একটি ক্ষীণ নিঃশ্বাসপতনে
সৃষ্টিবক্ষে ওঠে ঝড় অতি ভয়ঙ্কর,
সেই সে সারাৎসার পূর্ণব্রহ্ম ভগবান
প্রতিফল দানিবে তোমায় ;
দর্পীর করিতে চূর্ণ দর্পের গরিমা,
দর্পহারীরূপে তিনি বিরাজিত সদা ।

অরিন্দম বিতংসে পড়িয়া ব্যাঘ্র
তবু ছাড়ে বৃথাই হুঙ্কার—
তবু করে বিফল প্রয়াস মুক্তিলাভ হেতু ।

রত্নবাহু । রে নারকী ! ভেবেছ কি মনে,
এইভাবে কাঁদায়ে অপরে
হবে সুখী সাম্রাজ্যের বাজত্বে ?
মনে কি পড়ে না তব অতীত কাহিনী ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদিতে কাঁদিতে
এসেছিলে যবে অবন্তী-প্রাসাদে,
কে দিল আশ্রয় তোমা—
কে রক্ষিল জীবন তোমার ?
কিন্তু হায়, স্বার্থের মোহেতে
ভুলে গিয়ে সেদিনের কথা,
সেই সে দাতার শিরে
তুলিয়াছ অকৃতজ্ঞ শাণিত-কৃপাণ ;
দূর হও—দূর হও বিশ্বাসঘাতক !

অরিন্দম। মরণ—মরণ আজি শিয়রে তোমার।

রত্নবাহু। মরণে বরণ ক'রি তুলে লবো আজ।
অমর কে হয়েছে ধরায়?
কিন্তু বড় দুঃখ রহিল পরাণে,
দেখিতে পাবো না তব পরিণাম-ফল।
কাপালিক! একবার দাও যদি
খুলে মোর হাতের বন্ধন,
বজ্রসম তুলিয়া আরাব,
সিংহ সম উঠিয়া গর্জ্জিয়া,
হৃদ্‌পিণ্ড তুলে ফেলি পরান্নভোজীর।

অরিন্দম। [উত্তেজিতভাবে] গুরুদেব!—গুরুদেব!

রক্তাক্ষ। হত্যা কর—হত্যা কর অরিন্দম!

রত্নবাহু। হত্যা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!
হত্যা তুমি করিবে আমারে
অনাচারী পাপাচারী তান্ত্রিক সাধক?
থাকে যদি এ ধরায় ধর্ম্মের প্রেরণা,
থাকে যদি সুবিচার তাঁর,
থাকে যদি মহিমা তাঁহার,
কি করিতে পার তুমি ভণ্ড কাপালিক?

রক্তাক্ষ। কি করিতে পারি আমি?
অরিন্দম! লহ খড়্গ—
বধ কর দাম্ভিক যুবকে। [খড়্গ প্রদান]

রত্নবাহু। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
বৃথা—বৃথা হবে এত আয়োজন।

এখনি পড়িবে বজ্র দিগন্ত কাঁপায়ে
তব দর্পিত মস্তকে ;
উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিশাল ঝারিধি
সগর্জ্জনে ছুটে এসে
মুছে দেবে চিরতরে অস্তিত্ব তোমার।

রক্তাক্ষ । জয় মা—জয় মা ব'বে ছিন্ন কর শির,
দেখি আজ কত শক্তি করেছে সঞ্চয়।

রত্নবাহু। রে ভণ্ড !
মায়ের পবিত্র নামে কলঙ্কলেপন ?
যাঁর নাম উচ্চারণে দীর্ণ হ'য়ে গিরিবক্ষ
ঝ'রে পড়ে কত সুধা সহস্র ধারায়,
সেই সে মায়ের কাছে কোথা পক্ষপাত ?
বিশ্বমাতা নাম যাঁর,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর চরণের দাস,
সেই মার পাশে আজি একি অনাচার !

রক্তাক্ষ। অরিন্দম ! শীঘ্র কর শিরশ্ছেদ।

অরিন্দম। মাতৃপূজা পূর্ণ হোক্ তবে।
জয় মা করালী !—[খড়্গাঘাতে উদ্যত]

সহসা রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। আরে আরে ঘৃণিত কুক্কুর,
যার নামে কলঙ্কবিলেপ !

অরিন্দম। কে—কে তুই পতঙ্গ,
মরিবার কেন এত সাধ ?

রুদ্রদ্যুম্ন। কেবা আমি? আমি তোর কাল—
~~রুদ্রদ্যুম্ন—প্রভু তোর~~।

রত্নবাহু। [সবিস্ময়ে] পিতৃব্য?

অরিন্দম। কে?—রুদ্রদ্যুম্ন?
স'রে যাও—স'রে যাও,
তোমারি সুখের পথ করিতে সরল,
আজি মোর এ হেন প্রয়াস।

রুদ্রদ্যুম্ন। সুখ? এইভাবে পিশাচবৃত্তিতে?
কাজ নাই হেন সুখে—
কাজ নাই সৌভাগ্যে আমার;
দূর হও—দূর হও নরাধম সম্মুখ হইতে,
নহে গুরু শিষ্য দুইজনে
চিরনিদ্রা লভিবে এখনি।

রক্তাক্ষ। কি—এত দুঃসাহস?
মর্—মর্ তবে তুই!
[অরিন্দমের হস্ত হইতে খড়্গ লইল।]

রুদ্রদ্যুম্ন। সাবধান! হ'লেও নিরস্ত্র
আছে মোর বাহুশক্তি,
তোর মত কত জনে
পাঠাইতে শমনসদনে।
আয়—আয় অনাচারী!

[কাপালিকের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন,
কিন্তু অক্ষম হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন]

উঃ, অদ্ভুত—অদ্ভুত শক্তি!

রত্ন! রত্ন! প্রাণাধিক!
নারিলাম রক্ষিতে তোমায়।

রক্তাক্ষ। [সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া]
নররক্তে পূর্ণ হোক্ মাতৃপূজা মোর।
[খড়্গাঘাতে রুদ্রদ্যুম্নকে বধোদ্যত হইল]

সহসা খড়্গহস্তে নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। অপূর্ণ থাকিবে মূঢ়, মাতৃপূজা তব।
ধর—ধর বীর! মায়ের আশিস্‌সিক্ত
শাণিত কৃপাণ, এনেছি মন্দির
হ'তে মার পাশে জানায়ে বেদন ;
বধ কর—বধ কর ভণ্ড কাপালিকে।
[রুদ্রদ্যুম্নকে খড়্গ প্রদান।]

রুদ্রদ্যুম্ন। লভিয়াছি মাতৃদত্ত দান,
আয়—আয় ওরে স্বেচ্ছাচারী!
হোক্ তোর জীবনের যবনিকাপাত।

[উভয়ের যুদ্ধ, ইত্যবসরে অলক্ষিতে অরিন্দমের পলায়ন।]

রুদ্রদ্যুম্ন। [অরিন্দমকে লক্ষ্য করিয়া]
কোথায় পালাবি পাপী, নাহি পরিত্রাণ।
কাপালিক! কাপালিক!
শেষ তোর জীবনের লীলা।

[যুদ্ধ চলিতেছিল, ইত্যবসরে নন্দা রত্নবাহুর শৃঙ্খলমোচন করিল।]

রক্তাক্ষ। ওঃ—ওঃ, মায়ের কৃপাণ হ'তে
ঝলকে ঝলকে যেন বিনির্গত হয় কালানল—

মৃত্যু যেন মূর্ত্তিমান নয়নের পথে ;
মা—মা—[অবসন্ন হইয়া পড়িল ।]

রুদ্রদ্যুম্ন । রক্ষ ! রক্ষ ! বন্দী কর কাপালিকে

রক্তবাহু । [কাপালিককে বন্দী করিল ।]

রক্তাক্ষ । বন্দী আমি ? মা—মা—!

রুদ্রদ্যুম্ন । বৃথা—বৃথা তোর মা মা রব,
মা তো নয় তোর মত নির্দ্দয় পাষাণ !
[নন্দার প্রতি] যুবক ! রেখে এস
অদূরে ওই বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধিয়া রাক্ষসে,
রাত্রি অবসানে ল'য়ে যাবে সাথে,
নির্দ্দেশিত ক'রে দেবে
বাসগৃহ চিরতরে অবন্তী-কারায় ।

রক্তাক্ষ । মা ! মা ! নৃমুণ্ডমালিনী তারা !
এ কি তোর পক্ষপাত বিচার-মহিমা ?
আজীবন সাধনার
এ কি ফল দানিলি পাষাণী ?
রুদ্রদ্যুম্ন ! রাখিও স্মরণ,
পাই যদি কভু মুক্তি,
লবো এর পূর্ণ প্রতিশোধ ।

[রক্তাক্ষকে লইয়া নন্দার প্রস্থান ।

রক্তবাহু । পিতৃব্য ! পিতৃব্য !
ফিরে চল রাজধানীমাঝে ;
তোমারি বিহনে
সোনার অবন্তী আজ হয়েছে শ্মশান ।

কাঁদে পিতা, কাঁদে মাতা,
কাঁদে ওই রাজ্যবাসী নরনারী যত ;
ফিরে চল, অশ্রুর তরঙ্গমাঝে
উঠুক্ ফুটিয়া পুনঃ স্বর্গের হাসিটী।
পদে ধরি হে দেবতা,
ফিরে চল মন্দিরে তোমার।

রুদ্রদ্যুম্ন। না—না, ফিরিব না
ওরে রত্ন আনন্দ-দুলাল !
এইভাবে বুকে নিয়ে অনন্ত বেদনা,
উদ্দেশ্যবিহীন হ'য়ে ভ্রমিব ধরায়।
আর আমি পরিব না মায়া-ফাঁস গলে,
আর আমি রাক্ষসীর ভ্রুকুটি-কটাক্ষে
পারিব না—পারিব না ওরে রত্ন !
ভাসাইয়া দিতে মোর বিবেক-বান্ধবে।
মুছে যাক্ স্বপ্ন সম অবন্তীর স্মৃতি,
দূরে হ'তে যেন পাই
মেদুর পরশ তার বাতাসের সাথে।

রত্নবাহু। পিতৃব্য !—পিতৃব্য !

রুদ্রদ্যুম্ন। ফিরে যা—ফিরে যা ওরে স্নেহের প্রতিম !
অমর হইয়া থাক্ অবন্তীর বুকে।
মুছে দে রে বেদনা সবার,
ভুলে যা রে স্মৃতিটুকু মোর,
অবন্তীর কেহ নই—কেহ নই আমি।

[প্রস্থান

রত্নবাহু। চ'লে গেল—
চ'লে গেল বিদ্যুৎ সমান,
কি দিয়ে প্রবোধ দেবো
পিতারে আমার ?
এর চেয়ে ছিল মোর মৃত্যুই সুখের ;
হাতে পেয়ে হারালাম স্বর্গের সম্পদ।
যাই—যাই, দেখি গিয়া—
কোথা গেল পিতৃব্য আমার ;
যেমন করিয়া হোক্ ফিরায়ে তাহারে
ল'য়ে যাবো অবন্তীতে পুনঃ।

[প্রস্থানোদ্যত]

নন্দার পুনঃ প্রবেশ।

নন্দা। কোথা যাও—কোথা যাও যুবরাজ ?
ফিরিবে না পিতৃব্য তোমার,
চ'লে গেল দূর-দূরান্তের পথে।

রত্নবাহু। যুবক ! যুবক !
সত্য কহ, কেবা তুমি ?
রক্ষিতে আমার প্রাণ
কেন এত যত্নবান ?

নন্দা। আমি যে তোমার হই
চরণসেবিকা দাসী নন্দা অভাগিনী।

[মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিল।]

রত্নবাহু। নন্দা !—নন্দা ! একি প্রহেলিকা ?

নন্দা। দেবতা! দেবতা!
অকরুণ হ'য়ো নাকো আর—
[রত্নবাহুর হস্ত ধরিল।]

রত্নবাহু। চমৎকার! নন্দা! নন্দা!
পিতৃব্য চলিয়া গেল
শত বাধা দলিয়া চরণে,
কি কহিব পিতার নিকট?

নন্দা। নাহিক উপায়;
সাগরগামী যে নদ,
কে রোধিবে গতিটী তাহার?
চল ওই আশ্রমভিতরে,
অবসন্ন তনু তব, লভিবে বিশ্রাম।

রত্নবাহু। চল—চল,
নিরানন্দে আনন্দের রোল,
অন্ধকারে প্রভাত-তপন,
অঝোরে ঝরিয়া পড়ে অমর-আশিস্।
নন্দা! নন্দা! তুমি দেবী—
তুমি সতী—তুমি লক্ষ্মী,
তব স্থান আজি হ'তে
বক্ষেতে আমার।
[নন্দাকে বক্ষে ধারণ করিল।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

ললিতা ও সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

ওলো সই, চল্ ভেসে চল্ নীল সাগরের অথৈ জলে।
অচিন্ দেশের সোনার কমল আন্‌বো তুলে কুতূহলে॥
কমলের গাঁথবো মালা,
ওলো সই ভুলবো জ্বালা,
নিঝুম রাতের চাঁদ্‌নী আলোয় পরিয়ে দেবো বঁধুর গলে॥
আবেশে এলিয়ে বেণী,
দুলিয়ে চারু অঙ্গখানি,
সোহাগের পরশ দিতে বঁধুর গায়ে পড়্‌বো ঢ'লে॥

ললিতা। কি সুন্দর তুমি সাগর! তোমার তীরে এসে সংসারের সব জ্বালা যেন পলকে দূর হ'য়ে যায়; মনে হয়, আমি ঐ উত্তাল তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোন অনন্তের দেশে চ'লে যাই।

১ম সহচরী। কি ভাই! সাগরে সাঁতার কাট্‌তে এসে আবার ভাব এলো না কি?

২য় সহচরী। তা তো আস্‌বেই! এ বয়েসে ভাব না এসে কি থাক্‌তে পারে? এখন বঁধু না হ'লে কি সইয়ের আর ভাল লাগে ভাই?

ললিতা। যা—যা, আর রঙ্গ করতে হবে না। চল্—সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে—ফিরবো কখন?

[সকলের প্রস্থান।

বিদ্যাপতি ও পুঁটুলিমস্তকে গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। উঃ, গুরুদেব! আর যে চল্তে পারছি না; চল্তে চল্তে পা দু'টো ফুলে গদার মত হ'য়ে উঠেছে। মস্তকে আবার গন্ধমাদন সদৃশ একটা পুঁটুলি, তার উপর ক্ষিদেয় নাড়ী চোঁ-চোঁ করছে; ইচ্ছে হ'চ্ছে—সমুদ্দুরের খানিকটে নোনা জল আর মুঠো কতক কর্-ক'রে বালি খেয়ে ফেলি।

বিদ্যাপতি। আর একটু কষ্ট ক'রে চল দিগ্গজ!

গুণনিধি। গুরুদেব! আর যে পারছি নে; মনে হ'চ্ছে এই গন্ধমাদনটা ফেলে দিয়ে চম্পট প্রদান করি। এইখানে একটু উপবেশন করুন প্রভু! আর চল্তে পারছি নে—[উপবেশন] আঃ—!

বিদ্যাপতি। একি? ব'সে পড়্লে যে! ওঠো—ওঠো, নইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে অদূরে ঐ শবরপল্লীতে পৌঁছাতে পারবো না।

গুণনিধি। প্রভু! প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় এ অধম একেবারে চলৎ-শক্তিহীন, একটা পাও আর চল্তে পারবে না। আপনার নীলমাধব ঠাকুরটীর জন্যে কি সত্যই প্রাণটা বেঘোরে যাবে?

বিদ্যাপতি। ছেলেমানুষি ত্যাগ কর দিগ্গজ! একটু দ্রুত চল। নিকটেই শবরপল্লী; সেখানে পৌঁছে তোমার আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে দেবো এখন।

গুণনিধি। ও-হো-হো, গুরুদেব! আমি নিশ্চয়ই হত্যা হ'লুম। ওরে বাপ্ রে, ক্ষুধার কি প্রচণ্ড ভূকম্পন! কি খাই—কি খাই?

[নেপথ্যে—"ওগো, কে কোথায় আছ—রক্ষা কর;
আমাদের রাজকুমারী জলে ডুবে যাচ্ছে।"]

বিদ্যাপতি। ওকি? বিপন্না স্ত্রীকণ্ঠস্বর! রাজকুমারী? কোথাকার রাজকুমারী? দিগ্‌গজ, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্যাপারটা দেখে আসি!—

[দ্রুত প্রস্থান।

গুণনিধি। যান প্রভু! আমি আর উঠ্‌ছি না। বাপ্‌! গুরু-দেবের কি কঠিন প্রাণ! ক্ষিদে নেই—তেষ্টা নেই, কেবল হাঁটো—আর হাঁটো! নীলমাধব, লালমাধব, কালোমাধব, এইবার সব মাধব দেখিয়ে ছাড়্‌বেন। উঃ, কি খাই—কি খাই? ওকি?

কলহ করিতে করিতে লট্‌কা ও ঝুম্‌কোর প্রবেশ।

ঝুম্‌কো। না—আমি আর কিছুতেই তোর ঘরে থাক্‌বো না; ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বল্‌ছি।

লট্‌কা। আহা-হা, তুই অত রাগ্‌ছিস কেন বল্ দেখি ঝুম্‌কো? তোকে যে আমি কত ভালবাসি।

ঝুম্‌কো। ইস্—ভালবাসা! অমন ভালবাসা সবাই বাস্‌তে পারে। কিছু দেবা থোবার নাম নাই, শুধুই ভালবাসা! মিষ্টিমুখে কি আর চিঁড়ে ভেজে? আমি কিছুতেই আর তোর কাছে থাক্‌বো না।

লট্‌কা। সে কি? আমি যে তোর জন্যে সব খুইয়েছি ঝুম্‌কো!

ঝুম্‌কো। কে খোয়াতে বলেছিল? যা—যা, আর দরদ দেখাতে হবে না।

লট্‌কা। [গুণনিধিকে দেখিয়া] আচ্ছা মশায়! আপনি তো এখানে রয়েছেন, আমাদের একটা বিচার ক'রে দিন তো!

গুণনিধি। [স্বগত] তাই তো, এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়্‌লুম বাবা! [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, কি হয়েছে তোমাদের, বল দেখি শুনি?

লট্‌কা। দেখুন, এই ছুঁড়িকে আমি অনেক দিন হ'তে আমার ঘরে এনে রেখেছি, এমন কি এর জন্যে আমি সর্ব্বস্ব খুইয়েছি, ছুঁড়ি এখন বলে কি না ঘরে থাক্‌বো না।

গুণনিধি। ভারী অন্যায় কথা! একশোবার অন্যায়!

ঝুম্‌কো। ওর কথা শুন্‌বেন না মশায়! ওর সব কথাই মিথ্যে! আমায় লোভ দেখিয়ে ঘরে এনে এখন হ্যানস্থা!

গুণনিধি। অবিচার—ঘোর অবিচার!

লট্‌কা। সে কি মশায়! ওর কথাই বিশ্বাস কর্‌লেন?

গুণনিধি। কে বিশ্বেস কর্‌ছে?

ঝুম্‌কো। তবে কি আমার কথা মিথ্যে?

গুণনিধি। কে বল্‌লে? বাপ্! অবলার কথা কি আর মিথ্যা হয়?

লট্‌কা। তা হ'লে আমার কথাই মিথ্যে? আপনি তো বেশ বিচার কর্‌লেন!

গুণনিধি। আহা-হা, চট কেন মাণিক! আমি ঠিক বিচার ক'রে দিচ্ছি!

ঝুম্‌কো। বলুন, কার দোষ?

গুণনিধি। নিশ্চয়ই ওর দোষ।

লট্‌কা। কি—আমার দোষ?

গুণনিধি। না—না, তোমাদের কারও দোষ নেই।

ঝুম্‌কো। [লট্‌কার প্রতি] তুই যাই করিস্ না কেন, আমি আর তোর ঘরে কিছুতেই যাবো না।

গীত।

ঝুম্‌কো।— আমি যাবো না—যাবো না, থাক্‌বো না আর তোর ঘরে।
নিত্য নতুন চাই যে আমার তোরে নিয়ে কি মন সরে।
লট্‌কা।— ওহো-হো, কথা শুনে তোর মাথা ঘুরে যায়,
সব খোয়ানু তোর তরে হায়,
ছেঁড়া ট্যানা সার হয়েছে (এখন) পথে পথে বেড়াই ঘুরে।
ঝুম্‌কো।—ভুল্‌বো না আর মুখের কথায়, পড়্‌বো না আর প্রেমের নেশায়,
লট্‌কা।— হায় হায় হায়, ও রূপসী, কেন অভিমান ?
মাঝ দরিয়ায় ফেলে কেন বধ রে মোর প্রাণ ?
ঝুম্‌কো।—যা—যা—যা, ভাল লাগে না, তোকে আমার গেছে যে জানা,
চোর পীরিতে মজ্‌বো না আর, পুড়্‌বো না আর তোর তরে।
লট্‌কা।— যাবি নে ? যাবি নে ? আমার কথা শুন্‌বি নে ?
তবে খুব হুঁসিয়ার থাকিস্ এবার দেখ্‌বো তোরে ভাল ক'রে।

[লট্‌কার প্রস্থান।

ঝুম্‌কো। মুখপোড়া গেল না আপদ গেল। কি ঠাকুর! যাবে কোথায় ?

গুণনিধি। যমের বাড়ী চন্দ্রাননে!

ঝুম্‌কো। সে কি গো ? তুমি তো দেখ্‌ছি খুব রসিক।

গুণনিধি। রস শুকিয়ে গেছে ধনী—শুকিয়ে গেছে ; এখন নীরস তরুবর—ঝুনো নারিকেল সদৃশ।

ঝুম্‌কো। বেশ তো, খাওয়া চল্‌বে এখন। বলি, তোমার ঘর কোথায় ?

গুণনিধি। অবন্তী—সুন্দরী, অবন্তী।

ঝুম্‌কো। এঁ্যা—অবন্তীর লোক তুমি ? তবেই হয়েছে!

গুণনিধি। কেন—কেন সুন্দরী ?

ঝুম্‌কো। আমাদের রাজার হুকুম, বিদেশী লোক দেখ্‌লেই তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে শূলে বসিয়ে দেবে।

গুণনিধি। তবে—তবে আমি পালাই—[প্রস্থানোদ্যত]

ঝুম্‌কো। আর পালাবে কোথায়? আমিই তোমাকে রাজার কাছে ধ'রে নিয়ে যাবো।

গুণনিধি। সে কি সুন্দরী? তুমি কি পরিহাস কর্‌ছো? তুমি আমায় রক্ষা কর, আমি তোমায় মাথায় ক'রে রাখ্‌বো।

ঝুম্‌কো। ঠিক তো?

গুণনিধি। নিশ্চয়ই! ওহো-হো, গুরুদেবের পাল্লায় প'ড়ে এ কি বিপদে পড়্‌লুম বাবা!

ঝুম্‌কো। তা হ'লে এক কাজ কর; আমার ঘরে লুকিয়ে থাক্‌বে, কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।

গুণনিধি। সুন্দর ব্যবস্থা—সুন্দর ব্যবস্থা!

ঝুম্‌কো। দেখ ঠাকুর, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি।

গুণনিধি। এ-হে-হে, কথেছ কি ধনী? তোমরা দেখ্‌ছি সবই পার; কাট্‌তেও পার, আবার জোড়া দিতেও পার।

ঝুম্‌কো। তুমি আমায় ভালবাস্‌বে তো?

গুণনিধি। নিশ্চয় বাস্‌বো। এখন চল সুন্দরী! কিছু আহারের ব্যবস্থা কর্‌বে চল। ক্ষিদেয় আমার বত্রিশ নাড়ী বাপান্ত কর্‌ছে।

ঝুম্‌কো। তা হ'লে আমার সঙ্গে শীগ্‌গির চ'লে এস ঠাকুর!

গুণনিধি। হাঁ, চল—চল! [উদ্দেশে] গুরুদেব! আপনি এখন জলেই থাকুন, আমি এখন ড্যাঙ্গায় উঠ্‌লুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

ললিতা ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। এখন বেশ সুস্থ হয়েছ তো বালিকা?

ললিতা। কে আপনি মহাপুরুষ, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমায় রক্ষা করলেন? আপনি মানুষ না কোন ছদ্মবেশী দেবতা? আপনার ঋণ আমি কি দিয়ে পরিশোধ করবো?

বিদ্যাপতি। আমি মানুষ; মানুষের যা ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্মই পালন করেছি, প্রতিদানের আশা রাখি না। হ্যাঁ—তুমি কার কন্যা? তোমার পরিচয়ই বা কি?

ললিতা। আমি শবররাজ বিশ্বাবসুর কন্যা—নাম ললিতা। সখীদের সঙ্গে সাগরের জলে সাঁতার কাটছিলুম, হঠাৎ একটা ঢেউ লেগে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়লুম; জানি না, আমার সখীরা এখন কোথায়?

বিদ্যাপতি। ঈশ্বর-অনুগ্রহে জীবন ফিরে পেয়ে তারা সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করেছে। তুমি এখন গৃহে ফিরে যাও; বোধ হয় তোমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কত ভাবছেন।

ললিতা। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার মুখে আপনার সব কথা শুনলে বাবার আমার খুব আনন্দ হবে—তিনি আপনার পূজা করবেন।

বিদ্যাপতি। [স্বগত] সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তাই তো, দিগ্‌গজ কোথায় গেল? যাই হোক্, অদ্য রজনী শবরালয়ে অবস্থান ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

ললিতা। কি ভাবছেন? ছোট জাত ব'লে আমাদের ঘরে যেতে ভয় পাচ্ছেন বুঝি?

বিদ্যাপতি। না—না, তবে কি জান বালিকা, আমি যে অপরিচিত —বিদেশী।

ললিতা। তা হোক্, আপনি যে আমার জীবনদাতা—দেবতা; আপনার স্থান আমার মাথার উপর। আসুন—আর বিলম্ব কর্‌বেন না, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।

বিদ্যাপতি। চল, দেখি, ভগবান এই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আবার কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যান।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নীলাচল—কল্পবটতল।

[গুহাভ্যন্তরে শ্রীনীলমাধবের বিগ্রহ বিরাজিত।]

গীতকণ্ঠে বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী

গীত।

পাপী তাপী জনে তরাতে।
কত ভাবে ফিরি কত ভাবে ঘুরি ধরাতে॥
কভু বা সাকার, কভু নিরাকার,
কত ভাবে মোর কত যে আকার,
অনলে অনিলে স্থলে জলে বাস করি আমি কত ছলাতে॥

কভু ধরি অসি, কভু ধরি বাঁশী,
কভু আমি কাঁদি, কভু আমি হাসি,
কভু বা প্রকৃতি, কভু বা পুরুষ, মহিমার রাশি ফোটাতে।

অবন্তীর অধীশ্বর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন হ'তে জগতে আমার জগন্নাথ-রূপের সপ্রকাশ হবে, সে দিনের আর বিলম্ব নেই। আচার্য্য বিদ্যাপতিও এখানে উপস্থিত হয়েছে। ওই যে শবররাজ আমার ভোগ নিয়ে আস্‌ছে। আমাকে না খাইয়ে ভক্তের আমার তৃপ্তি নেই। কি দৃঢ় বিশ্বাস! কি প্রগাঢ় ভক্তি। কিন্তু শবররাজের ভোগ তো আমি আর অধিক দিন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না; দারুব্রহ্ম-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজাগ্রহণ কর্‌তেই হবে। যাই, অন্তরালে গিয়ে ভক্তকে একটু পরীক্ষা করিগে।

[প্রস্থান।

ভোগপাত্রহস্তে বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বাবসু। এ কি কুস্বপ্ন দেখ্‌লুম আজ? সহসা প্রাণের ভিতর এমন ক'রে উঠ্‌ছে কেন? কে যেন বল্‌লে, "বসু! বসু! নীলমাধব আর তোর পূজা নেবে না।" ঠাকুর! তবে কি তোমার সেবায় কোন অপরাধ হয়েছে? যদি হ'য়ে থাকে, তার জন্য আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্ছি—তুমি সন্তুষ্ট হও। আমি অজ্ঞান মূর্খ শবর, মন্ত্র-তন্ত্র জানি না—স্তব-স্তুতি জানি না, জানি ভক্তি আর চোখের জলে তোমায় ডাক্‌তে। যাক্—অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে; আমাকে কাঁদিয়ে তুমি যদি সুখী হও—হ'য়ো। [ভোগের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া] এখন ভোগ গ্রহণ কর ঠাকুর! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। [চক্ষু মুদ্রিত করতঃ উপবেশন; ক্ষণকাল পরে] একি, এখনও খাও নি? কেন—কেন, আজ

এমন কর্‌ছো কেন? একি তোমার দুষ্টুমি নীলমাধব? জান তো, আমি জরা ব্যাধের ছেলে—ছোট জাত; আমার বাবা একটা তীরে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করেছিল। আজ যদি তুমি ভোগ না খাও, তা হ'লে জোর ক'রে তোমায় খাওয়াবো; দেখি তুমি খাও কি না? অম্বর! অম্বর!

অম্বরের প্রবেশ।

অম্বর। কি বল্‌ছো বাবা?

বিশ্বাবসু। আমার তীর-ধনুকটা নিয়ে আয় তো!

অম্বর। কি হবে বাবা?

বিশ্বাবসু। দরকার আছে, নিয়ে আয়।

অম্বর। [স্বগত] তীর-ধনুকে কি হবে, কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আচ্ছা দেখি, কি হয়!

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

বিশ্বাবসু। এখনও খাও ঠাকুর! অত ফন্দীবাজী, ছল-চাতুরী চল্‌বে না; অত লুকোচুরি খেল্‌লে শবররাজ বিশ্বাবসুর কাছে নিষ্কৃতি পাবে না। শীগ্‌গির খেয়ে নাও!

তীর-ধনু লইয়া অম্বরের পুনঃ প্রবেশ।

অম্বর। এই নাও বাবা তীর-ধনুক।

বিশ্বাবসু। দে—[তীর-ধনু গ্রহণ করিয়া] দেখি ঠাকুর, এইবার তুমি খাও কি না? এইবার না খেলে একটা তীরে তোমায় শেষ কর্‌বো। খাও বল্‌ছি!

অম্বর। সে কি বাবা? তুমি আজ আমাদের নীলমাধবকে তীর মার্‌বে? তোমার ওই তীরে নীলমাধবের কি হবে বাবা?

বিশ্বাবসু। কি হবে? জল্‌বে—পুড়্‌বে—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করবে; বুঝ্‌বে তখন নিজের ব্যথা। নীলমাধব আজ বড় দুষ্টুমি ধরেছে অম্বর! কিছুতেই ভোগ খাবে না। ঠাকুর! নাও, শীগ্‌গির ভোগ খেয়ে নাও বল্‌ছি।

অম্বর। বাবা! তুমি কি পাগল হ'লে? ভয় দেখিয়ে কি আর ভগবানকে খাওয়ানো যায়?

বিশ্বাবসু। তবে কিসে খাওয়ানো যায়, বল্‌ তো অম্বর? আর কত তোষামোদ করবো? এত সাধ্যি-সাধনা কর্‌লুম—এত কাঁদ্‌লুম, তবুও খাবে না? কেন—কি করেছি? না খায়, আজ এই তীরের চোটে খাওয়াবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ! (আচ্ছা অম্বর! তুই এখানে রয়েছিস্‌ ব'লেই বোধ হয় নীলমাধব আমার খাচ্ছে না! তুই যা তো বাপ্‌ এখান থেকে, দেখি ঠাকুর খায় কি না? [অম্বরের প্রস্থান।] এইবার খাও দেখি! একি? তবু সেই এক ভাব? আরে—আরে নিষ্ঠুর দেবতা! [ধনুকে তীর যোজনা করিয়া] ওকি! ওকি! তোমার চোখ দিয়ে টস্‌-টস্‌ ক'রে জল পড়্‌ছে—মুখখানি ভয়ে শুকিয়ে গেছে! না—না ঠাকুর! আমি তোমায় সত্যি সত্যি তীর মার্‌বো না—ভয় দেখাচ্ছিলুম। এই আমি তীর-ধনুক ফেলে দিলুম, তুমি খাও। [তীর-ধনু ফেলিয়া দিল] একি? তবুও খাবে না? প্রভু! দয়াময়! আমি হীনমতি ব'লে কি আমার পূজা আর নেবে না? ও—বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি দীনের নও—কাঙালের নও—তুমি ভক্তির ভগবান নও, তুমি পক্ষপাতী—বধির। না—এ জীবনে আর কাজ নেই; যার জন্য আমার এত আকিঞ্চন, সেই যদি চ'লে যাবে, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে সুখ কি? দেখ নিষ্ঠুর! এই তীর আমি নিজের বুকেই বিঁধ্‌ছি। [নিজ বক্ষে শরাঘাত করিতে উদ্যত হইল।]

সহসা গীতকণ্ঠে বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী।—[তীর-ধনু কাড়িয়া লইয়া]

গীত।

ওরে, এই যে আমি এসেছি খেতে।
তুলে দে—তুলে দে আমারি মুখেতে॥
ভক্তের দেওয়া খুদকণা,
খেতে আমি ভালবাসি, নাহি কোন মোর ঘৃণা,
ভক্তেরি তরে, কত রূপ ধ'রে,
ঘুরিয়া বেড়াই আমি তাহারি সাথে॥

[ভোগ খাইতে লাগিল।]

বিশ্বাবসু। একি? কে—কে তুই বালক, আমার নীলমাধবের ভোগ উচ্ছিষ্ট ক'রে দিলি?

বনমালী। কেন? তুমি তো আমাকেই ডেকে খেতে বল্‌লে! আমি খাবো না?

বিশ্বাবসু। কে তোকে ডাক্‌লে? আমি তো ডাক্‌ছি আমার নীলমাধবকে!

বনমালী। আমারও নাম যে নীলমাধব!

বিশ্বাবসু। নীলমাধব? নীলমাধব তোর নাম? কোন্ নীলমাধব? আচ্ছা, তুই যেই হোস্ না কেন, আজ তোকে ভালরকম শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। [পুনঃ তীর-ধনু গ্রহণ ও সহসা বনমালীর অন্তর্দ্ধান।] একি? কোথায় গেল বালক? কোন্ নীলমাধব? তুমি কি—তুমি কি তবে সত্যই বালকরূপে এসেছিলে প্রভু? তাই তো, আমি যে কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারছি নে—আজ যেন সারা পৃথিবীটা আমার কাছে

নূতন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। তবে কি নীলমাধব, তুমি আমায় ছলনা ক'রে গেলে?

নেপথ্যে বনমালী। সত্যই শবররাজ! আমি তোমার নীলমাধব— আমি তোমার ভোগ গ্রহণ করেছি; কিন্তু আর বেশী দিন তোমার ভোগ গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না। এইবার আমায় অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভোগ গ্রহণ কর্‌তে হবে।

বিশ্বাবসু। কি—কি বল্‌লে নীলমাধব? এইবার তুমি অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভোগ গ্রহণ কর্‌বে? আমার ভোগে আর তোমার রুচি হ'চ্চে না? আরে—আরে পাষাণ দেবতা! আমার এতদিনের সাধনা কি তবে ব্যর্থ হবে? আমাকে কাঁদিয়ে তুমি কি সত্যই সুখী হবে? আচ্ছা—আচ্ছা, আমি দেখ্‌বো, তুমি কেমন ক'রে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে যেতে পার—কেমন ক'রে অবন্তীরাজ তোমার সন্ধান পায়।

অম্বরের পুনঃ প্রবেশ।

অম্বর। বাবা! বাবা! একজন অবন্তীবাসী আমাদের আশ্রয়ে এসেছে।

বিশ্বাবসু। [চমকিয়া] অবন্তীবাসী? উদ্দেশ্য?

অম্বর। জানি না; তবে শুন্‌লুম ললিতা যখন সাগরের জলে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ ডুবে যাচ্ছিল, সেই অবন্তীবাসীই না কি তার প্রাণরক্ষা করেছে! আর ললিতাই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে,

বিশ্বাবসু। অবন্তীবাসী—অবন্তীবাসী! একি? প্রাণের ভিতরটা যেন হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো! পৃথিবীটা যেন পায়ের নীচে থেকে স'রে যাচ্ছে! নীলমাধব! নীলমাধব! সত্যই কি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? তাই তো, অবন্তীবাসী আমাদের শত্রু না মিত্র? ইন্দ্রদ্যুম্ন-

প্রেরিত কোন গুপ্তচর নয় তো? যাই হোক্, নীলমাধবের যাতে সন্ধান না পায়, তার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হ'তেই কর্‌তে হবে। অম্বর! যা—যা, অবন্তীবাসীকে নজরবন্দী ক'রে রেখে দে—কোথাও যেতে দিস্ নে,—আমার হুকুম।

অম্বর। সে কি বাবা? সে যে আমাদের ললিতার জীবনদাতা—মিত্র।

বিশ্বাবসু। শত্রু মিত্র চেন্‌বার শক্তি এখনও তোর হয় নি রে অম্বর! বিদেশী লোককে আশ্রয় দেবার আগে তার চরিত্রটা জান্‌তে হয়। যা—যা! আর হুঁসিয়ার! কোন বিদেশী লোক যেন আমার বিনা হুকুমে পল্লীতে না ঢোকে।

[অম্বরের প্রস্থান।

বিশ্বাবসু। অবন্তীবাসী আমার কন্যার জীবনদাতা; তার উপর নির্য্যাতন কর্‌বো? কি করি? কি করি? ওই যে—ওই যে আমার নীলমাধবের আসন ট'লে উঠ্‌লো! না—না নীলমাধব! আমাদের ছেড়ে চ'লে যেও না—আমি যে তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না; তুমি চ'লে গেলে আমার নীলাচল যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে। না—না, আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না—সারা জীবন এই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বো। পাষাণ!—পাষাণ!

[প্রস্থান।

শক্তি সঙ্ঘ পাঠাগার
স্থাপিত:- ১৯৩৯ সাল

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও রত্নবাহু।
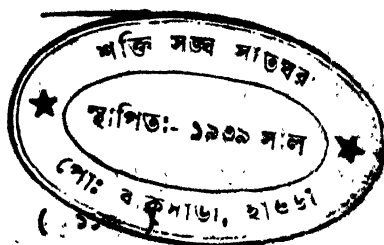
ইন্দ্রদ্যুম্ন। সে এলো না রত্ন?

রত্নবাহু। না পিতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কি বল্‌লে?

রত্নবাহু। বল্‌লে আমি অবন্তীর কেউ নই—কেউ নই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তারপর?

রত্নবাহু। চ'লে গেল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কোথায় গেল?

রত্নবাহু। তা কিছু বল্‌লেন না, আর বল্‌বারও অবসর হয় নি পিতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। অভিমান—দারুণ অভিমান! সে নির্ম্মম চ'লে গেল, আমায় শুধু রেখে গেল এই জ্বালাময় সংসারের মাঝখানে অহর্নিশি কাঁদ্‌তে। একটা বিরাট বিপ্লব নিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের ভাগ্যদেবী যেন ছুটে চলেছে! চতুর্দ্দিকে অশনিঝঙ্কার—চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের দামামা! জানি না, কত দিনে এ বিপ্লবের শান্তি হবে! বিদ্যাপতিরও সন্ধান নেই; তবে কি স্বপ্ন মিথ্যা—মহাপুরুষের বাণীও মিথ্যা? দয়াময়! আর যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে পার্‌ছি নে! কি অন্তর্দ্দাহ! কালবৈশাখীর ঝড়ে আমার মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ! নীলমাধব! তোমার দর্শন কি পাবো না? আর কত দিন তোমার আশাপথ পানে চেয়ে থাক্‌বো প্রভু? কত দিন এই দগ্ধ ব্যথার অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে তোমার সুললিত আগমনী সঙ্গীত শোন্‌বার জন্য কাঁদ্‌বো?

গীতকণ্ঠে প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব।—

গীত

এবার বেজেছে তার মোহন বাঁশী, কান পেতে ওই শোনো দূরে।
অসীম হ'তে অসীম বুকে তার মঙ্গল করের আশিস্ ঝরে॥
চোখের জলের আলপনাতে ফুট্‌ছে রাঙ্গা পায়ের রেখা,
প্রকৃতির ওই নবীন উষার রূপটী যে তার হ'চ্ছে আঁকা,
তাঁর আগম-গীতি গাইছে পাখী তরুর শাখে ললিত সুরে॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সত্যই কি তাঁর আগমনীর বাঁশী বেজেছে প্রণব? সত্যই কি তাঁর সেই নবজলধর শ্রীকান্তির দর্শন পাবো? সত্যই কি দগ্ধ বুকের জ্বালা তাঁর শুভাগমনে বিদূরিত হবে? হতভাগ্য আমি, আমার কি সে পুণ্য আছে, যাতে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ কর্‌বো?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! বন্দী কাপালিক পলায়িত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। পলায়িত? কে মুক্তি দিলে তাকে?

প্রহরী। জানি না মহারাজ!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। অকর্ম্মণ্য সব! যাও—যাও, যে কোন প্রকারে তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান] জানি না, আবার কি অনর্থ ঘটাবে এই অবন্তীর বুকে!

রত্নবাহু। পিতা! নিশ্চয়ই সেই কুটচক্রী অরিন্দম কাপালিককে কৌশলে মুক্ত ক'রে দিয়েছে; তারি চক্রান্তে মালবরাজ সীমান্ত প্রদেশে

শিবির স্থাপন করেছে। প্রতিবিধান করুন পিতা! চির-গৌরবময়ী অবন্তীর বুক হ'তে নন্দাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই পাপিষ্ঠ মালবরাজ ? অবন্তীর শুভ্র উন্নত ললাটে কলঙ্কের ছাপ পড়্‌বে ?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। নাহিক উপায় ; কি করিব ?
শক্তিহীন আমি অবন্তী-ঈশ্বর,
রুদ্রদ্যুম্ন গেছে মোর সব কেড়ে নিয়ে।
নিঃস্ব—নিঃস্ব আমি ওরে রত্ন !
কিছু নাই এ জগতে মোর।
অবন্তী-আকাশে ওই প্রলয়ের ধূম,
গেল—গেল বুঝি অবন্তী আমার !

রত্নবাহু। কেন চিন্তা মহারাজ ?
পুত্র তব নহেক দুর্ব্বল।
কিবা শক্তি মালবরাজের,
ল'য়ে যাবে আশ্রিতা বালায়
অবন্তীর সুরক্ষিত প্রাসাদ হইতে ?
দেহ অনুমতি—
বিতাড়িত করি' সেই ফেরুপালগণে
অবন্তীর শুভ দিন ডেকে আনি পুনঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। অবন্তীর শুভ দিন ?
অবন্তীর শুভ দিন গেছে রে তনয় !
শুধু একের বিহনে আজি
চারিধারে হাহাকার—
মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল !
বিষ—বিষ, এ সংসার তীব্র বিষে ভরা।

মাল্যবতীর প্রবেশ।

মাল্যবতী। সত্যই মহারাজ! এ সংসার বিষময়—অশান্তিময়—যন্ত্রণার আগার, কিন্তু সংসারই যে আবার ভগবানের পুণ্য-প্রতিষ্ঠান! ভগবান মানবরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভেবে দেখ মহারাজ! সারা জীবন-ব্যাপী কি ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন! তবু তিনি ধৈর্য্যহারা হ'য়ে কর্ম্মের রজ্জু ত্যাগ ক'রে সংসার হ'তে দূরে গিয়ে দাঁড়ান নি। কি করবে? হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে যে বিশ্বের নিত্য(নৈমিত্তিক) কর্ম্মের অর্চ্চনা। হৃদয় দৃঢ় কর রাজা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাণী! রাণী! দৃঢ়তার বজ্র-বাঁধনে এ হৃদয়কে যে আর বেঁধে রাখ্‌তে পারছি নে; দিবানিশি এই যন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না। আমার এই বুকটায় একটীবার হাত দিয়ে দেখ দেখি, ভিতরটা কেমন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে! এই রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আর কত দিন স্থির থাকতে পারি রাণী?

মাল্যবতী। কিন্তু তুমি যে রাজা—লক্ষ লক্ষ প্রজার ভাগ্যবিধাতা; তুমি যদি এরূপ দুর্ব্বলতায় কাতর হও, তা হ'লে তোমার রাজ্যবাসী প্রজাগণ কি করবে? তুমি যদি চিত্তহারা হও, তা হ'লে অবন্তী রক্ষা করবে কে? মালবরাজের আগমনে ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কায় প্রজাগণ যে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, তার কি করছো রাজা?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কি আর করবো রাণী? রাজা নেই—রাজা নেই, তাদের রাজা মরেছে; এ যা দেখ্‌ছো, এ রাজা নয়—রাজার প্রেতাত্মা। যাক্—যাক্, অবন্তীর যশ, মান, গৌরব সব যাক্, আমি আর অস্ত্র ধরতে পারবো না। (আমার আর বাহুতে বল নেই—বুকে উদ্দীপনা নেই—প্রাণে সাহস নেই, আমি এখন নির্ব্বিষ-ভুজঙ্গ—পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী।

মাল্যবতী। তবুও তুমি যে রাজা! জেগে ওঠ—বুক বাঁধো; দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পৃথিবীর বুক জুড়ে কান্নার ভেরী বেজে উঠ্‌লেও বর্ষার বারিধারায় আবার সেই কান্নার মাঝখানে হাসিও ফুটে ওঠে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। না—না, আমি পারবো—পারবো না।

রত্নবাহু। পিতা! পিতা! শত্রু শিয়রে এসে হুঙ্কার ছাড়্‌ছে, আর সেই শত্রুকে দমন না ক'রে আপনি এমনিভাবে নিশ্চেষ্ট থাকবেন? না, তা হয় না। এতে রাজার পবিত্র নামে কলঙ্ক পড়্‌বে—ভগবান রুষ্ট হবেন—দেশের সর্ব্বনাশ হবে। আদেশ দিন, এই মুহূর্ত্তে মালবরাজকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে আসি। শত্রুকে আক্রমণের সুযোগ দিলে তোমার অবন্তী যে যাবে পিতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। যায় যাক্, মরুময় জীবনে আর সুখ কোথায়?

নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। কেন যাবে পিতা? তুচ্ছ একটা নারীর জন্য তোমার এত সাধের অবন্তী ধ্বংস হ'য়ে যাবে? বৈরীর নির্য্যাতনে সহস্র সহস্র প্রজা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করবে—দেশ জুড়ে রক্তের তরঙ্গ ছুটে যাবে, উঃ—আমি যে সে দৃশ্য দেখ্‌তে পারবো না পিতা! তার চেয়ে—

মাল্যবতী। নন্দা!—

নন্দা। মা! মা! আমিই হ'চ্ছি অবন্তীর অশান্তি—জ্বালা; আমার জন্য তোমরা কাঁদবে—অবন্তীর সবাই কাঁদবে? তার চেয়ে আমায় বিদায় দাও মা!

রত্নবাহু। ভয় কি নন্দা? অবন্তী যখন তোমায় আশ্রয় দিয়েছে, তখন তোমায় রক্ষা করবে প্রাণ দিয়ে—সর্ব্বস্ব দিয়ে।

নন্দা। পিতা! শুধু আমার মুখের দিকে চাইবেন না—আমার

দুর্ভাগ্যের পথে আলোক তুলে ধর্‌বেন না—আমায় আশ্রয় দিয়ে প্রকৃতি-পুঞ্জকে কাঁদাবেন না। মালবরাজের আক্রমণে কত শত প্রাণ যে অকালে ঝ'রে পড়্‌বে পিতা! ওগো রাজা! ওগো আমার স্নেহময় রক্ষক! হতভাগিনী নন্দার জন্য এ কি তোমাদের আত্মদানের সঙ্কল্প? [ইন্দ্রদ্যুম্নের পদতলে পড়িল।]

রত্নবাহু। পিতা! পিতা! অনুমতি দিন—

নন্দা। না—না, অনুমতিতে কাজ নেই পিতা! আমায় পরিত্যাগ করুন, এ আগুন আপনিই নিভে যাবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। জলুক্—জলুক্, এ আগুন দ্বিগুণভাবে জ্ব'লে উঠুক্—রক্তের বৈতরণী ছুটুক্—অবন্তীর ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ উঠুক্, তবু তুই যে মা আমাদের আশ্রিতা; তোকে কি আর ত্যাগ কর্‌তে পারি এখন? রত্ন! রত্ন! সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও—মালবশিবির আক্রমণ কর; বজ্রনির্ঘোষে জয়-ভেরী বাজাও—রণ-দামামার ঘন রোলে সৃষ্টির বুক কাঁপিয়ে তোল! দেখাও সেই লম্পট চরিত্রভ্রষ্ট মালবরাজকে, অবন্তী দুর্ব্বল নয়—শক্তিহীন নয়—হীনবীর্য্য নয়।

[প্রস্থান।

রত্ন। ~~এই তো অবন্তীরাজে~~

মাল্যবতী। এস বাবা! দেবতার নির্ম্মাল্য নেবে এস; দেবতার আশীর্ব্বাদে অবন্তীর জয় অনিবার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঝুম্‌কোর গৃহ।

ঝুম্‌কো সহ স্ত্রীবেশী গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। তা হ'লে এখন আর আমায় কেউ চিন্‌তে পারবে না তো সুন্দরী? বাপ্‌! শূলদণ্ডে অব্যাহতি।

ঝুম্‌কো। না—কেউ আর চিন্‌তে পারবে না। দেখ, আমি পাঁচ জনের সাক্ষাতে তোমাকে মাসীমা ব'লেই ডাকবো; তুমি যেন জোরে জোরে কথা ব'লো না, ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে কথা কইবে।

গুণনিধি। কিন্তু সুন্দরী! ঘোমটার ভিতর আমার এই শ্রীমুখখানি দর্শন করলেই সঙ্গে সঙ্গে ধমাধ্বম্‌ কিম্বা শূলোপরি উপবেশনং। হ্যাঁ—দেখ, আমায় ঠিক তোমার মাসীমা মানিয়েছে তো?

ঝুম্‌কো। আহা, ঠিক মানিয়েছে। দেখ ঠাকুর! তোমায় একটা কথা বলবো?

গুণনিধি। আহা—বল না! তার জন্যে এত সঙ্কোচ কেন চাঁদ? যখন তোমার হিল্লেতে এখনো বেঁচে রয়েছি, তখন আর বলতে দোষ কি?

ঝুম্‌কো। দেখ ঠাকুর! তুমি আমায় সত্যি ভালবাসবে তো?

গুণনিধি। আরে বাসবো কি? একদম বেসে ফেলেছি। এই চোর যেমন অন্ধকার রাত্তির ভালবাসে—বিকারী রোগী যেমন অম্বোল ভালবাসে—ছাগল যেমন কচি কচি কুলপাতা ভালবাসে, আমিও তোমায় তেম্‌নি ভালবেসে ফেলেছি সুন্দরী! প্রাণের সব কষ্ট তোমার ওই চাঁদমুখখানি দেখে একদম ভুলে গিয়েছি।

ঝুমকো। আঃ—বাঁচলুম।

গুণনিধি। হ্যাঁ—দেখ, তোমার সেই লটকা ছোঁড়া ফিরে আসবে না তো? বেটা যে রকম গোঁয়ার গোবিন্দ!

ঝুমকো। মুখপোড়া এলে তাকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করবো।

গুণনিধি। আহা-হা—সতীলক্ষ্মী! তা হ'লে তুমি আমায় সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ দেখছি।

[নেপথ্যে অম্বর ও লটকা]

অম্বর। কই লটকা, কোথায় সে বিদেশী?

লটকা। এই যে—এই যে সর্দ্দার!

গুণনিধি। [অদূরে অম্বর ও লটকাকে দেখিয়া] একি সুন্দরী ওরা আবার কে?

ঝুমকো। চুপ কর ঠাকুর! ওরা রাজার লোক, তোমাকে হয় তো ধরতে এসেছে। সেই ছোঁড়াটা গিয়ে বোধ হয় রাজার লোককে সব কথা ব'লে দিয়েছে। খুব সাবধান! যেন বেফাঁস কথা ব'লে ফেলো না।

গুণনিধি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] আর সাবধান! শূল আর ফসকায় না দেখছি।

অম্বর ও লটকার প্রবেশ।

অম্বর। কই—কই সেই বিদেশী?

লটকা। তাই তো, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। সে দিন ওই ছুঁড়ী সমুদ্দুরের ধার হ'তে তাকে ধ'রে এনেছে। আরে বারো হাত ঘোমটা দিয়ে ও মাগী আবার কে?

গুণনিধি। [ভয়ে জড়সড় হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

অম্বর। ঝুম্‌কো! তোর ঘরে না একজন বিদেশী এসেছে?

ঝুম্‌কো। কে বল্‌লে—ঐ লট্‌কা? ওর সব কথা মিথ্যে। বিদেশী আবার কোথায়?

অম্বর। লট্‌কা! তবে কি তুই আমায় মিথ্যে ব'লে নিয়ে এলি?

লট্‌কা। না সর্দ্দার! সত্যিই সেই বিদেশী ঝুম্‌কোর ঘরে আছে। তাই তো, এ মাগী আবার কে? এতদিন তো দেখিনি। একে আমার সন্দেহ হ'চ্ছে।

গুণনিধি। [স্বগত] দোহাই মা কালী! এ যাত্রা আমায় বাঁচিয়ে দাও মা!

ঝুম্‌কো। সন্দেহ? বটে রে মুখপোড়া! ও যে আমার মাসীমা।

লট্‌কা। মাসী? তোর আবার মাসী কোথা থেকে এলো? দেখি তোর মাসীর মুখখানা!

গুণনিধি। [স্বগত] এইবার সারলে দেখ্‌ছি!

অম্বর। শীগ্‌গির বল্ ঝুম্‌কো, বিদেশী কোথায় গেল?

ঝুম্‌কো। তা আমি কি ক'রে জান্‌বো?

লট্‌কা। সর্দ্দার! আমার সন্দেহ হ'চ্ছে; আমি ওই মাগীর মুখ দেখ্‌বো, তবে ছাড়্‌বো। [জোরপূর্ব্বক স্ত্রীবেশী গুণনিধির মাথার কাপড় খুলিয়া দিল; ইত্যবসরে ঝুম্‌কো পলায়ন করিল] এই দেখ—এই দেখ সর্দ্দার! এই সেই বিদেশী।

অম্বর। বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্।

গুণনিধি। ওরে, আমার কি হ'লো রে—[ক্রন্দন]

লট্‌কা। [গুণনিধিকে বন্ধন করিল।]

অম্বর। [ধমক দিয়া] চুপ্ কর। বল তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়?

গুণনিধি। অবন্তী বাবা—অবন্তী! আমি এক অবলা ব্রাহ্মণ—আমায় আর শূলে বসিও না বাবা! এই আমি সব বল্‌ছি। আমার নাম দিগ্‌গজ শর্ম্মা—আমার বাপের নাম চতুর্ভুজ শর্ম্মা—আমার পিতামহের নাম পঞ্চগজ শর্ম্মা—আমার প্রপিতামহের নাম ষষ্ঠগজ শর্ম্মা—আমার—

অম্বর। লোকটা পাগল না কি? ওকে নিয়ে আয় লটুকা!

[প্রস্থান।

লটুকা। কি মাসীমা, বলি আছ কেমন? বাড়ীর সব ভাল তো?

গুণনিধি। ছেড়ে দাও বাবা—ছেড়ে দাও, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বো—তোমার সর্ব্বাঙ্গে ভৃগুপদচিহ্ন এঁকে দেবো।

লটুকা। বেশ তো মজা লুট্‌ছিলে ঠাকুর!

গুণনিধি। একটুও না বাবা, একটুও না; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল লাগানই হ'চ্ছিল। এখন ছেড়ে দাও না ধন! পাপীয়সী! তুই আমায় মাসী সাজিয়ে কি বিপদেই ফেল্‌লি!

লটুকা। এখন আরাম ক'রে শূলে বস্‌বে চল।

গুণনিধি। ওরে বাবা রে! শূলে বস্‌বো কি রে? সেই পাপীয়সীকে বসিয়ে দাওগে বাবা! সে এখন বেশ বস্‌বে।

লটুকা। আর ন্যাকামো কর্‌তে হবে না, চ'লে এস।

গুণনিধি। ও-হো-হো, গুরুদেব! আমার যে সশরীরে স্বর্গলাভ হ'লো।

[গুণনিধিকে লইয়া লটুকার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য
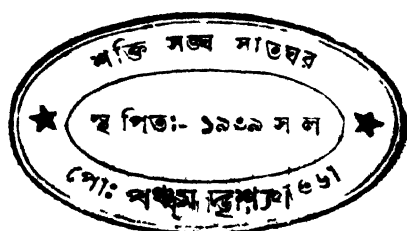
অবন্তী-সীমান্ত—মালবরাজের শিবির।

মালবরাজ ও জনৈক পারিষদ সুরাপান করিতেছিল, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

সজনী রোশনী আলো।
বাদলভরা হিয়া-আস্‌মানে ফুটাও চাঁদিনী-আলো।
চুরা হুয়া দিল হামারা কিথে বাউজি,
রো কর্ পিয়া পিয়া দিওয়ানা বাঙ্গুরি,
নজ্‌রামে দিল্ লেকর্ ছিপায়কে হাস্‌তে হায়,
উদাস ফির্‌তা হায় হাম কপটী দেখ্‌তা হায়—
দরদ তম্‌মন্‌মে আঁধিয়া নিকষ কালো।
আভা তো সাম্‌নে সখি গগনে গহিন্ রাতে,
জল্ জল্ মর্‌তে হায় হাম, নিদ না আঁখিপাতে,
চোরকা চতুরালী হামেসা দেখ্‌তা হায়,
ওহি পিছে আরি হামেসা ফির্‌তা হায়—
পিয়া না বোলে সখি, কা করি ব'লো।

পারিষদ। চমৎকার!—চমৎকার।

মালবরাজ। থাম্‌লে কেন? হরদম চালাও,—নাচ আর গান-গান আর নাচ—[সুরাপান]

নর্ত্তকীগণ ।—

গীত ।

দামামার কঠোর নাদে আজ ফুটেছে কোমল শেফালী।
সোহাগে রঙ্গিন সাঁঝে জেলে দিয়ে রূপের দীপালী॥
আকাশ ছাওয়া তারার মালা, ছড়িয়ে দিলে রূপের আলা,
মাখিয়ে দিয়ে শ্যামল শাখায় তরল রূপালী॥
পেতে দিল বুকের খসা গন্ধ আঁচলখানি,
আকুল অলি গোপন কথা করে কানাকানি,
তবু প্রাণের মাঝে কেন রাজে বিষাদ-কুহেলি॥

মালবরাজ। আচ্ছা—তোমরা বিশ্রাম করগে ।

[অভিবাদন করতঃ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

মালবরাজ। সুরা—সুরা!

পারিষদ। এই ধরুন—[সুরা দিল।]

মালবরাজ। [সুরাপানান্তে] আঃ, সুন্দর—অতি সুন্দর!

পারিষদ। আজ্ঞে খুব প্রকাণ্ড সুন্দর! আরও সুন্দর হবে মহারাজ, যখন সেই মন্ত্রীকন্যাকে—

মালবরাজ! নন্দা! নন্দা!

অলোকলাবণ্যময়ী সুচারুবদনা বালা—
মুগ্ধ আমি রূপে তার,
ভুলে যাই হৃদয়ের জ্বালা—
জাগে প্রাণে অনন্ত পিপাসা!
কত দিনে হৃদিমাঝে বসাইব তারে,
কত দিনে পূর্ণ হবে বাসনা আমার?

পারিষদ। এই হ'লো ব'লে মহারাজ! আর বিলম্ব নেই।

অরিন্দমের প্রবেশ।

পারিষদ। আসুন—আসুন, উপবেশন করুন।

মালবরাজ। কে—সখা অরিন্দম!

অরিন্দম। হ্যাঁ রাজা! মালবেশ্বর! তুমি এখনও নীরবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছ। যে উদ্দেশ্যে তুমি আজ অবন্তীসীমান্তে উপস্থিত, কৈ—কোথা তার নিদর্শন? দিবারাত্র নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত আর সুরার আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছ।

মালবরাজ। চিন্তা কি বন্ধু! সব হবে; একটু স্ফূর্ত্তি কর—আনন্দ কর।

পারিষদ। আজ্ঞে, তার সঙ্গে একটু লাফালাফিও করুন। ধরুন এই বীররস-সুধা—[সুরা প্রদানোদ্যত]

অরিন্দম। থাক্; সে দিন এখনো আসেনি মালবরাজ! যত দিন না ইন্দ্রদ্যুম্নকে পরাজিত ক'রে নন্দাকে এনে তোমার হাতে তুলে দিতে পারছি, তত দিন স্ফূর্ত্তি আনন্দ সব বিসর্জ্জন দিতে হবে; প্রতিহিংসা-যজ্ঞ পূর্ণ করতে শাণিত তরবারিহস্তে শত্রুর শির লক্ষ্য ক'রে ছুটে যেতে হবে।

মালবরাজ। নন্দাকে চাই—নন্দাকে চাই! যাও—যাও বয়স্য! সেনাপতিকে আমার আদেশ জানিয়ে ব'লো, অবিলম্বে সৈন্যদের রণ-সজ্জায় সুসজ্জিত হ'তে।

[পারিষদের প্রস্থান।

জনৈক বৈষ্ণব ভিক্ষুককে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! এই বাবাজী আমাদের শিবিরের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, একে দেখে অবন্তীর চর ব'লে সন্দেহ হ'চ্ছে।

ভিক্ষুক। চর? আমার কোন পুরুষে চর নয় বাবা! কাপালিক বাবাজীর ঠ্যালায় অবন্তীতে তো আর ভিক্ষে মেলে না, তাই এই শিবিরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মালবরাজ। তা বেশ করেচ। এখন একখানা ভাল দেখে গান শুনিয়ে দাও দেখি!

ভিক্ষুক। তা দিচ্ছি বাবা—দিচ্ছি।

গীত।

হরিবোল বল্‌বো কি ক'রে?
পেচ্ছুতে লেগেছে সব বাট্‌পাড়ে॥
কাজ সেরে হায় রেতের বেলা মালা ফিরায়ে,
লাল থলিটা রেখেছিলাম শিকেয় তুলিয়ে,
আধখানা তার কাম্‌ড়ে—কাম্‌ড়ে গো
খেয়ে গেল ইঁদুরে।
ছাড়্‌তে হ'লো এবার বুঝি বাস্তভিটের আশ,
এবার হায় করতে হবে গাছতলাতে বাস,
মনের দুঃখে কিন্‌লাম বেড়াল গো—
(এবার) দেখ্‌বো ইঁদুর কি করে॥

মালবরাজ। যাও প্রহরী! একে নজরবন্দী ক'রে রেখে দেবে; যুদ্ধশেষে এর মুক্তি।

ভিক্ষুক। হায়—হায়, উলটো বুঝ্‌লি রাম।

[ভিক্ষুককে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

মালবরাজ। এখন অবন্তীর সংবাদ কি বন্ধু?

অরিন্দম। চরমুখে সংবাদ পেলুম, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন। মালবরাজ! এই উপযুক্ত অবসর; আর অযথা কাল-

ক্ষেপ না ক'রে আমরা সহসা রাজপুরী আক্রমণ করবো। শত্রুকে প্রস্তুত হবার স্থযোগ দেওয়া উচিত নয়। জয় আমাদের অনিবার্য্য।

মালবরাজ। জয়? এ যুদ্ধে জয় হবে বন্ধু? কি যেন এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা আমার উৎসাহ উদ্দীপনা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছে।

অরিন্দম। ভয় কি সখা? আমি আর রক্তাক্ষ কাপালিক যখন তোমার সহায়, তখন তোমার চিন্তা কি? সম্মুখে সৌভাগ্যের প্রসারিত পথ; এগিয়ে চল রাজা—এগিয়ে চল! (সুদূর ভবিষ্যতের ছবি কল্পনায় এঁকে সবটুকু কামনার বলিদান দিও না। নন্দার সেই অপার্থিব ঢল ঢল রূপ—বঙ্কিম নয়ন একবার মানস-চক্ষে দেখ রাজা! কত সুন্দর—কত মধুর!)

মালবরাজ। সত্যই তো! আমার বহুদিনের সঞ্চিত বাসনা নিরাশার অগাধ সলিলে ভাসিয়ে দিয়ে ব্যর্থমনোরথে ফিরে যাবো?—না—না, তাকে চাই—তাকে চাই! তার জন্য আমার মালব যদি ধ্বংসাবর্ত্তে ডুবে যায়, তাও যাক্! সাজাও সৈন্য—বাজাও রণডঙ্কা!

অরিন্দম। না—না, ওরূপভাবে জয়ের আশা অনিশ্চিত। কল্য অমাবস্যার গভীর রজনীতে আমরা অতর্কিতে রাজপুরী আক্রমণ করবো। রাজপুরীর সমস্ত পথ আমার নখদর্পণে।

মালবরাজ। তাই কর বন্ধু! যে ভাবে পার, দাম্ভিক ইন্দ্রদ্যুম্নের অস্তিত্ব জগৎ হ'তে মুছে দাও। ধ্বংস—ধ্বংস কর অবন্তী।

রক্তাক্ষের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। আর আমিও সেই ধ্বংস-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো রাজা!

অরিন্দম। আর বিলম্ব কেন? এনে দাও—এনে দাও সেই অহঙ্কারী ইন্দ্রদ্যুম্নের তপ্ত শোণিত; আমি আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি ভ'রে ঢেলে দেবো—প্রাণ ভ'রে মায়ের পূজা করবো।

মালবরাজ। কে?—কে ইনি?

অরিন্দম। ইনিই সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শক্তিধর রক্তাক্ষ কাপালিক। ইনিও মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত—অপমানিত; এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলুম। ইনিও আমাদের জয়যাত্রাপথের প্রধান সহায়।

মালবরাজ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, তবে আর ভয় কি? আমাদের ত্রিশক্তির সম্মেলনে প্রকৃতির বুকে ঝড় উঠুক্—অবন্তী শ্মশান হোক্—ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রিতরক্ষার মহাব্রত অর্দ্ধপথেই বিলীন হ'য়ে যাক্। সখা! আমি তোমারি কথা মত আগামী কল্যই গভীর রাত্রে রাজপুরী আক্রমণ করবো, যাও—প্রস্তুত হওগে।

[প্রস্থান।

রক্তাক্ষ। তবে আর চিন্তা কি অরিন্দম? দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—অপমানের চরম প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আমি চল্লুম আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী করালীর নিকট তোমাদের জয়-কামনা করতে। মনে রেখো অরিন্দম! মদগর্ব্বী অবন্তীরাজের উত্তপ্ত শোণিতে মাতৃপূজার উদ্বোধন—প্রতিহিংসা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। ইন্দ্রদ্যুম্ন! এইবার তোমার জীবন-নাটকের যবনিকাপাত। মূর্খ মালবরাজ! তুমিও জান না যে অরিন্দম কি জন্য তার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে তোমায় অবন্তীতে নিয়ে এসেছে। পাবে না রাজা! নন্দাকে তুমি পাবে না। নন্দা যে আমার—আমার! তোমারই সাহায্যে অবন্তীর সিংহাসন গ্রহণ করবো, তারপর এই অরিন্দমই হবে অবন্তীর অধীশ্বর, আর নন্দা হবে আমার হৃদয়েশ্বরী।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শবরালয়।

ললিতা ও বিশ্বাবসু।

ললিতা। অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণকে মুক্ত ক'রে দাও বাবা! তাঁর তো কোন অপরাধ নেই; তিনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। কি অপরাধে তুমি তাঁকে দণ্ড দেবে বাবা?

বিশ্বাবসু। অপরাধ যে তার কি, তা তুই বুঝ্‌বি নে ললিতা! সংসারের রীতি-নীতি বোঝ্‌বার শক্তি তোর নেই!

ললিতা। সংসারের রীতি-নীতি না বুঝ্‌লেও এটা বেশ বুঝি বাবা যে, পরের প্রাণে ব্যথা দিলে নিজেকেও ব্যথা পেতে হয়। বিনা দোষে একজনকে কাঁদালে ভগবান কখনো তার মঙ্গল করেন না।

বিশ্বাবসু। ভগবান? ভগবানের কথা আর বলিস্ নে ললিতা! ভগবান যদি মঙ্গলময় হ'তো, তা হ'লে সংসারে এত কান্নাকাটি কেন? এত বৈষম্য কেন? (একজন এক মুঠো ভাতের জন্যে পরের দোরে দোরে কেঁদে বেড়াচ্ছে, আর একজনকে অগাধ ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিচ্ছে কেন? পক্ষপাত—পক্ষপাত!)

ললিতা। না বাবা! তোমায় বল্‌তে হবে, কি জন্য তুমি ব্রাহ্মণকে দণ্ড দেবে?

বিশ্বাবসু। কি জন্য দণ্ড দেবো, আমাদের নীলমাধবকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌তে পারিস্ ললিতা? সেই তো আজ আমায় উপকারী বন্ধুর প্রতি এই রকম নির্দ্দয় ব্যবহার কর্‌তে শিখিয়ে দিলে। তারি জন্য বিশ্বাবসু আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভুল্‌তে বসেছে; কৃতঘ্নতা

আজ কৃতজ্ঞতার টুঁটি চেপে ধরেছে। আমার নীলমাধবই তো আমায় এমনটা করেছে মা!

ললিতা। কেন বাবা?

বিশ্বাবসু। ওরে, আমাদের নীলমাধব যে আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে—আর থাকবে না, হীন জাতি শবরদের পূজা আর নেবে না; সে এখন সভ্য জাতির পূজা নিয়ে জীবন ধন্য করবে। বনের ফলে, নদীর জলে তার আর তৃপ্তি হ'চ্ছে না; এখন তার রাজভোগ চাই। ওই—ওই যে আমার নীলমাধবের অচল আসন ট'লে উঠ্‌লো—ওই যে শবরপল্লী অন্ধকার ক'রে নীলমাধব আমার চ'লে যাচ্ছে! না—না, আমি তোমায় যেতে দেবো না নীলমাধব! হোক্ পাপ—হোক্ অধর্ম্ম, আমি তোমাকে আমার বুকছাড়া করতে পারবো না।

ললিতা। বাবা! কোথায় যাবে তোমার নীলমাধব?

বিশ্বাবসু। অবন্তী যাবে—অবন্তী যাবে—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজা নেবে। ওরে বেটী, নীলমাধব আমায় বলেছে, সে আর নীলাচলে থাকবে না; কিন্তু তাকে তো আমি যেতে দেবো না। কেউ জানে না আমার নীলমাধবের সন্ধান; কিন্তু ওই অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণ আজ যদি আমার নীলমাধবের সন্ধান জানতে পারে, তা হ'লে অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কানে নীলমাধবের কথা তুলবে, তারপর আমার সব যাবে ললিতা—সব যাবে! সেই জন্যই আমি অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণকে যাবজ্জীবন শবরালয়ে বন্দী ক'রে রাখ্‌বো।

ললিতা। সত্যই যদি আমাদের সে দুর্দ্দিন আসে, সত্যই যদি নীলমাধব নীলাচলের মায়া ত্যাগ করেন, কে তার রোধ করবে বাবা? ভক্তির ভগবান; মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তির আকর্ষণে নীলমাধবকে যে আপনিই ছুটে যেতে হবে বাবা! কেউ তাঁকে ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না।

বিশ্বাবসু। না—না, আমি কোন কথা শুনতে চাই নে ললিতা! আমি দেখ্‌বো সেই প্রতারক নীলমাধব কেমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে যায়।

ললিতা। বাবা! এ যে তোমার সৃষ্টিছাড়া অভিমান; ভগবান কি একা তোমার, তাই তুমি তাঁকে বেঁধে রাখ্‌বে তোমার ঘরে?

বিশ্বাবসু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি জানি, নীলমাধব শুধু আমার—আমার। কই—কই সে অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণ?

একজন প্রহরী বিদ্যাপতিকে রাখিয়া গেল।

বিশ্বাবসু। তুমিই আমার কন্যার জীবন রক্ষা করেছ ব্রাহ্মণ? কি জন্য তুমি নীলাচলে এসেছ?

বিদ্যাপতি। শবররাজ! আমি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে ভগবান নীলমাধবের অনুসন্ধানে সুদূর নীলাচলে উপস্থিত হয়েছি।

বিশ্বাবসু। কে বল্‌লে ব্রাহ্মণ যে নীলমাধব নীলাচলে আছেন?

বিদ্যাপতি। একজন মহাপুরুষ বলেছেন যে, ভগবান নীলমাধব নীলাচলে বিরাজ কর্‌ছেন; মহাপুরুষের বাক্য কি মিথ্যা হয়?

বিশ্বাবসু। কিন্তু ঠাকুর! এ তোমার অগস্ত্য-যাত্রা হয়েছে।

বিদ্যাপতি। সে কি শবররাজ? ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপহাস ক'রো না। যদি জান রাজা, আমায় নীলমাধবের সন্ধান ব'লে দাও; তাঁর দর্শনের জন্য আকুল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি। কোথায়—কোথায় তিনি?

বিশ্বাবসু। নীলমাধব দেখ্‌বে ব্রাহ্মণ? এ যে তোমার বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌বার সাধ। নীলমাধব নীলাচলেই আছে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁর দর্শন পাওয়াটা অসম্ভব।

বিদ্যাপতি। কেন—কেন শবররাজ! অসম্ভব কেন? তিনি কি এই

ব্রাহ্মণকে দর্শন দেবেন না? কেন—কি অপরাধ করেছি তাঁর শ্রীচরণে? তিনি যে ভক্তাধীন; ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন না? কোথায় নীলমাধব? একবার—একবার আমায় দেখাও শবররাজ! আমি ব্রাহ্মণ—প্রাণের অনন্ত আশীর্ব্বাদ আমি তোমায় দিয়ে যাবো।

বিশ্বাবসু। তুমি জান না ব্রাহ্মণ! সেই নীলমাধব আমার কত সাধনার, কত আরাধনার, কত দিনের গুপ্তরত্ন। আজ হয় তো তোমাকে দেখ্‌লে নীলমাধব আমার অন্তর্হিত হবে। না—না, নীলমাধবের দর্শন-লাভ অপরের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

বিদ্যাপতি। তা হ'লে সত্যই কি তাঁর দর্শন পাবো না? আমার এত উদ্যম, এত পরিশ্রম সমস্তই কি ব্যর্থ হবে? শবররাজ! বন্ধু! সেই বিশ্ববন্দিত ভগবানকে একবার আমায় দেখাও—আমার অনন্ত পিপাসার শান্তি কর!

বিশ্বাবসু। না—তাঁর দেখা পাবে না ব্রাহ্মণ! তার পরিবর্ত্তে শবর-কারাগারে তোমায় আজীবন বাস করতে হবে।

বিদ্যাপতি। [সাশ্চর্য্যে] সে কি শবররাজ?

বিশ্বাবসু। হ্যাঁ। তুমি দস্যু; আমার গচ্ছিত রত্ন লুণ্ঠন করতে এসেছ। এই কে আছিস্, ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ কর্।

বিদ্যাপতি। এ কি বিচার রাজা? এ যে দেখ্‌ছি ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ। শবররাজ! তুমি ভ্রান্ত। নীলমাধব কি মাত্র তোমারি? না—না, তা নয়। আমিত্বটাকে বড় ক'রে তুলো না শবররাজ! যেখানে আমিত্ব, সেখানে ভগবান থাকেন না; তিনি ত্যাগের পথেই উন্মুক্ত আশীর্ব্বাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কেন একটা অলীক ধাঁধায় প'ড়ে আজন্মসঞ্চিত সাধনার পথ হাহাকারময় ক'রে তুলছো শবররাজ! দেখাও—দেখাও তোমার নীলমাধবকে!

বিশ্বাবসু। দেখাবো—দেখাবো, কিন্তু এক সর্ত্তে। শোন অবন্তীবাসী! আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে চিরজীবন যদি নীলাচলে বাস করতে পার, তবেই নীলমাধবের দর্শন পাবে, নতুবা তোমায় ভীষণ দণ্ড নিতে হবে।

বিদ্যাপতি। এর চেয়ে ভীষণ দণ্ড আর কি আছে রাজা? আমি ব্রাহ্মণ—আজন্ম ব্রহ্মচারী; জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে হীন শবরকন্যার পাণিগ্রহণ ক'রে আমার শত সৌভাগ্যমণ্ডিত সাধনাতীর্থ জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে এই সুদূর প্রবাসে চিরবন্দী হ'য়ে বাস করতে হবে? না—না, তা হ'তে পারে না। তার চেয়ে আমায় কি দণ্ড দেবে, দাও রাজা!

বিশ্বাবসু। প্রাণদণ্ড!

বিদ্যাপতি। প্রাণদণ্ড? সে যে নিমেষের শাস্তি রাজা! দাও—তাই দাও, ভগবান নীলমাধবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—সুদূর প্রবাসের পথে বিদ্যাপতির অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলীন হ'য়ে যাক।

ললিতা। [বিশ্বাবসুর পদতলে পড়িয়া] বাবা!—বাবা!

বিশ্বাবসু। চুপ কর্ ললিতা! আমি আজ বধির—পাষাণ; পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিচার-বিবেক সব আজ বিসর্জ্জন দিয়েছি। আমার নীল-মাধবকে রক্ষা করতে সৃষ্টির বুকে ঝড় তুলবো—কোটী কোটী জন্ম নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবো, তবু নীলমাধবহারা হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারবো না।

বন্দী স্ত্রীবেশী গুণনিধিকে লইয়া অম্বরের প্রবেশ।

অম্বর। এই যে আর একজন অবন্তীবাসী; ঝুম্‌কোর ঘরে স্ত্রীলোকের বেশ ধ'রে লুকিয়েছিল। বোধ হয়, এও একজন গুপ্তচর।

বিদ্যাপতি। এঁ্যা—একি? দিগ্‌গজ?

গুণনিধি। গুরুদেব!—[আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।]

বিদ্যাপতি। ভয় নেই বৎস! যে নামের তরী বেয়ে আজ আমরা সুদূর নীলাচলে উপস্থিত হয়েছি, তিনিই এই বিপদার্ণবে আমাদের রক্ষা করবেন, নইলে তাঁর নাম আর কেউ যে মুখে আনবে না। ওই দেখ বৎস! শূন্যে নীলিমার অনন্ত পটে তাঁর ওই অভয়-মূর্ত্তির সুপ্রকাশ। ওই শোন দিগ্‌গজ। মঙ্গল কর প্রসারণ ক'রে তিনি বলছেন—"মাভৈঃ—মাভৈঃ! আমি যে ভক্তের ভগবান।'

বিশ্বাবসু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভক্তের ভগবান! আচ্ছা আমিও দেখ্‌বো, কেমন তিনি ভক্তের ভগবান। অম্বর! যা—যা, এদের কারাগারে নিয়ে যা; পক্ষকাল চিন্তার অবসর দিলুম—তারপর প্রাণদণ্ড।

[প্রস্থান।

গুণনিধি। ওরে বাপ্ রে! গুরুদেব! নীলমাধব যে এবার সত্যই শূলমাধব হ'য়ে দাঁড়ালেন।

বিদ্যাপতি। জানি না ভগবান, তুমি কি ভাবে জীবের অদৃষ্ট-পট রঞ্জিত ক'রে রেখেছ? ইচ্ছাময়! এই কি তোমার ইচ্ছা? তবে তাই হোক্—তোমার মহান্ ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। চল—আমাদের কারাগারে নিয়ে চল।

ললিতা। [ব্যাকুলভাবে] কি হবে ঠাকুর?

বিদ্যাপতি। কি আর হবে বালিকা? তিনি যা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন, তাই হবে। তবে এটা স্থির জেনো বালিকা! শত অত্যাচারে আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও আমি ব্রাহ্মণ—আমার একটি ক্ষীণ তপ্ত নিঃশ্বাসও এই শবরপল্লীর মাটিতে পড়্‌বে না।

অম্বর। এস ব্রাহ্মণ! কি করবো—উপায় নেই; পিতার আদেশ।

গুণনিধি। গুরুদেব! এইবার আপনার নীলমাধব ঠাকুরকে ডাকুন, ঠ্যালাটা বুঝে যাক্। ওরে বাপ্ রে, কি ভীষণ শূল!

[ললিতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ললিতা। পিতার এ কি অন্যায় বিধান! নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ নির্য্যাতিত হবে? ভগবান! এ কি করলে? আমারি জন্য আজ দেবতার কারা-বাস—চক্ষে জল। বল—বল নীলমাধব! তুমি কার? জগতের না আমার পিতার?

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অবন্তীসীমান্ত—রণস্থল।

চারণবালকগণ গাহিতেছিল।

চারণবালকগণ।—

গীত।

রণভেরী ওই বাজে।
দ্বাদশ সূর্য্য সমান তেজে জেগে ওঠো মহা কাজে।
গর্জ্জিয়া ওঠো প্রলয়ের মত, কম্পিত কর অরাতির চিত,
ললাটে ভাতিবে গরিমা-ইন্দু, সাজো সাজো রণসাজে।
শিয়রে অরাতি হুঙ্কার ছাড়ে, কাঁদিছে জননী বিষাদভারে,
ওরে নিদ্রিত সব ঘুম ভেঙ্গে ওঠ, অদূরে মুক্তি রাজে।

[প্রস্থান।

সসৈন্যে রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। সৈন্যগণ! সিংহের বিক্রম ল'য়ে
আক্রমণ কর ওই মালব-শিবির।
অবন্তীর যশঃ খ্যাতি গৌরব সম্পদ
হরিতে এসেছে ওই মালব-ঈশ্বর।
অবন্তীর সন্তান তোমরা,
প্রাণ দিয়ে রক্ষা কর অবন্তীর মান।
ওই—ওই হের অরাতির দল,
আক্রমণ—আক্রমণ কর প্রাণপণে।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের জয়!

[সৈন্যগণ সহ প্রস্থান।

[নেপথ্যে ভেরীনিনাদ]

অরিন্দম সহ মালবরাজের প্রবেশ।

মালবরাজ। একি! একি সখা!
আচম্বিতে ভেরীর নিনাদ—
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈন্যকোলাহল!
বুঝিতে না পারি কিছু।

অরিন্দম। মালবভূপাল!
অতর্কিতে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন
আক্রমণ করিয়াছে মালব-শিবির।
ধর—ধর অস্ত্র,
পরাজিত কর রণে অবন্তীরাজনে।

মালবরাজ। বিশ্বাসঘাতক !—বিশ্বাসঘাতক !
চল সখা ! ভালমতে শিক্ষা
দিই অবন্তী ঈশ্বরে।
সেনাপতি ! সেনাপতি !
বাজাও দামামা—
আজ্ঞা দাও সৈন্যগণে ধরিতে কৃপাণ,
বাধা দাও অবন্তীসেনায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কই—কোথা তুমি মালব-ঈশ্বর
লম্পট চরিত্রহীন ?
আজি তব শেষ হবে পাপ অভিনয়।
রত্ন ! রত্ন ! দ্বিগুণ উৎসাহে বৎস
সমভূমি করি ওই মালবশিবির,
তুলে ধর অবন্তীর বিজয়-নিশান।
ওই—ওই যায় মালব-ঈশ্বর ;
সৈন্যগণ ! বন্দী কর মালবভূপালে।

[প্রস্থান।

যুধ্যমান রত্নবাহু ও অরিন্দমের প্রবেশ।

রত্নবাহু। গৃহশত্রু বিভীষণ তুমি অরিন্দম !
আজি তব তপ্ত রক্ত মাখিয়া অঙ্গেতে
দেশ-মাতৃকার পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।

দেশদ্রোহী! অকৃতজ্ঞ! রাখিও স্মরণ,
পরিণাম তব কত ভয়ঙ্কর!

অরিন্দম। পরিণাম ভাবি অরিন্দম হয় না চঞ্চল,
বর্ত্তমান সুখ তার উপাস্য দেবতা।

রত্নবাহু। মরণ শিয়রে তব দেয় করতালি,
নিয়তির আবাহন আসিয়াছে আজি।
জানি না কি নব উপাদানে
গঁড়েছে তোমারে বিধি মানব-আকারে!

অরিন্দম। স্তব্ধ হও—কোন কথা চাহি না শুনিতে;
অন্তরের অন্তস্তলে জ্বলেছে আগুন,
সুখ নাই—শান্তি নাই,
বিনা প্রতিশোধ
সে আগুন হবে না নির্ব্বাণ।

রত্নবাহু। তবে মর পাপী নিজ কর্ম্মদোষে,
যাহা তব ললাটলিখন।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে সৈন্যগণ—"জয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের জয়!"]

যুধ্যমান মালবরাজ ও ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। মালব-ঈশ্বর! ত্যজ এই জঘন্য প্রস্তাব;
ন্যায়বান বিচক্ষণ তুমি হে রাজন্!
কেন আকিঞ্চন সতী-নির্য্যাতনে?
যার তরে মালব হইতে তুমি এসেছ ছুটিয়া,
সে যে এবে আশ্রিতা মোদের;

আশ্রিতেরে কেমনে ত্যজিব
আজি মালব-রাজন্ ?

মালবরাজ। শোন—শোন অবন্তী-ঈশ্বর !
চাহ যদি আপন মঙ্গল—
চাহ যদি রাজ্যের কল্যাণ,
শীঘ্র দাও মম করে নন্দারে আনিয়া।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। জ্ঞানহারা মালব-ভূপাল !
এত হীন নহেক অবন্তী।
কর্ত্তব্যের গণ্ডীমাঝে আশ্রয় যাহার,
তাহারে আশ্রয়চ্যুত করিয়া আজিকে
কোন্ ধর্ম্ম করিব পালন ?
রাজ্য যাক্—প্রাণ যাক্—
অবন্তীর সব যাক্ চ'লে,
তবু পারিব না তব করে অর্পিতে নন্দায়।

মালবরাজ। আরে আরে গর্ব্বিত রাজন্ !
মরণের এত অভিলাষ ?
তবে এস রাজা !
চূর্ণ করি তব এই দর্প অহঙ্কার,
দেখি তুমি কত শক্তিমান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। গেল—গেল বুঝি অবন্তীর মান,
গেল বুঝি অবন্তীর কীর্ত্তির গরিমা,

গেল বুঝি অবন্তীর সুখ-শান্তি সব!
ওই—ওই, প্রমত্ত মাতঙ্গ সম
ধেয়ে আসে মালববাহিনী,
উড়ে ওই অরাতির বিজয়-নিশান।
কে আছ কোথায় রাজভক্ত রাজার সেবক!
রক্ষা কর—রক্ষা কর রাজার সম্মান।

[দ্রুত প্রস্থান

দ্রুত অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে
ইন্দ্রদ্যুম্ন সহ মালবরাজের,
যেন দুই মত্ত হস্তী নামিয়াছে রণে।
ওই—ওই পলাইয়া যায় রত্নবাহু,
ছত্রভঙ্গ অবন্তী-সেনানী
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
বিজয়ী হইব মোরা আজিকার রণে।
সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!
বন্দী কর অবন্তীকুমারে।

[প্রস্থান।

সৈনিকবেশী সশস্ত্র নন্দার প্রবেশ।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

নন্দা। ওকি! ওকি!
অরাতির তূর্য্যনাদ—বিজয়-উল্লাস!

তবে কি মালবরাজ হইল বিজয়ী ?
উঃ, একি বিড়ম্বনা,
আমা হেতু অবন্তীর এ হেন দুর্দ্দশা !
ওই—ওই মোর রত্নবাহু—
বাঞ্ছিত দেবতা মোর
একাকী পশিল হায় শত্রুসৈন্যমাঝে,
ওই—ওই, চতুর্দ্দিকে ঘেরিল অরাতি ;
বুঝি হায় যায় আজ দেবতার প্রাণ !
শক্তি দাও—শক্তি দাও ভগবান !
হও মোর কর্ম্মের সহায় ।

[প্রস্থান

যুধ্যমান অরিন্দম ও রত্নবাহুর পুনঃ প্রবেশ ।

অরিন্দম । রত্নবাহু ! রত্নবাহু !
পরিত্রাণ নাহি তব আর ।

রত্নবাহু । অরিন্দম ! ঘৃণিত পিশাচ !
একক হেরিয়া মোরে
ভাবিও না শক্তিহীন আমি ;
যতক্ষণ একবিন্দু রহিবে শোণিত,
ততক্ষণ যুঝিব সমরে ।

অরিন্দম । বৃথা—বৃথা তব আস্ফালন,
পতিত মৃগেন্দ্রশিশু শিকারীর জালে ।

রত্নবাহু । শতছিন্ন করি জাল,
মুক্ত হবে কেশরী-শাবক ।

অরিন্দম ।   অসার গর্জ্জন তব শুষ্ক কুম্ভ সম ;
মুক্তি অসম্ভব !
শত চেষ্টা ব্যর্থ হবে তব ।
ওই হের ছত্রভঙ্গ অবন্তীসেনানী—
ওই হের পিতা তব পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় আজি রণে ।
তোমারো নিভিবে এবে জীবন-প্রদীপ ;
আত্মরক্ষা কর এইবার ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

প্রজ্বলিত মশালহস্তে নন্দার প্রবেশ ।

নন্দা ।   হাঃ-হাঃ-হাঃ, পূর্ণ আজি পিতার তর্পণ ;
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ করেছি গ্রহণ !
মালব-শিবিরে জ্বালি দিয়াছি অনল—
ওই তার ধূ-ধূ অগ্নিশিখা !
[নেপথ্যে কোলাহল]
ওই—ওই ওঠে আর্ত্তনাদ !
হাঃ-হাঃ-হাঃ !
হের—হের পিতা অন্তরীক্ষ হ'তে
পিতৃপূজা অভাগী কন্যার ।
পেয়ে গেছ মনস্তাপ বার্দ্ধক্যজীবনে,
কেঁদে গেছ সংসার ত্যজিয়া,
ফেল—ফেল পিতা শান্তির নিঃশ্বাস ।

[প্রস্থান ।

[নেপথ্যে—"আগুন—আগুন—মালবশিবিরে আগুন !"]

দ্রুত মালবরাজ সহ অরিন্দমের প্রবেশ।

মালবরাজ। ওকি—ওকি, কে করিল হেন সর্ব্বনাশ ?
ওই—ওই হের প্রচণ্ড অনল
গ্রাস করে শিবির আমার।
সখা। সখা! কি করি উপায় ?

অরিন্দম। সত্যই তো! একি হ'লো রাজা ?
পুড়ে গেল—
ধ্বংস হ'লো শিবির তোমার,
জয়লক্ষ্মী যায় বুঝি
অবন্তীর অনুকূলে পুনঃ।

[নেপথ্যে—আগুন—আগুন! রক্ষা কর—রক্ষা কর!"]

মালবরাজ। ওই ওই পুনঃ আর্ত্তনাদ,
ওই হের সৈন্যগণ করে ছুটাছুটি!
চল—চল সখা!
দেখি, হয় যদি কোন প্রতিকার।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কোথায় পালাবে রাজা ?
নাহি পরিত্রাণ!
ওই হের ভস্মীভূত শিবির তোমার—
ওই হের পলাইছে মালবীয় চমু;
পরাজয় করহ স্বীকার।

মালবরাজ আরে—আরে বিশ্বাসঘাতক !
একি তব জয়ের কামনা ?
অরিন্দম ! বধ কর—
বধ কর অবন্তী-ঈশ্বরে।

[মালবরাজ ও অরিন্দম একযোগে ইন্দ্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল,
ইন্দ্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে নন্দা
আসিয়া মালবরাজের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করিল।]

মালবরাজ। ওঃ ! একি ? একি ? প্রাণ যায় !
কে—কে তুই পিশাচ,
গোপনে হানিলি বাণ পৃষ্ঠেতে আমার ?

ধনুর্ব্বাণহস্তে সৈনিকবেশী নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। আমি নন্দা—নন্দা ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !
মালবরাজ। নন্দা ? রাক্ষসী ! রাক্ষসী !
এই ছিল মনে তোর ?
অলক্ষ্যে হানিয়া শর বধিলি আমায় !
নন্দা। উপযুক্ত প্রতিফল লভিলি কামুক !
মালবরাজ। উঃ—উঃ, প্রাণ যায়—
মৃত্যু বুঝি ঘেরিল আমারে।

[অসির উপর ভর দিয়া প্রস্থান।

অরিন্দম। আরে আরে কুলটা রমণী !
আমি দিই শিক্ষা তোরে আজ।

[নন্দাকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [বাধা দিয়া] সাবধান অরিন্দম !

রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। মৃত্যুমুখে পতিত মালবরাজ.
ছত্রভঙ্গ মালব-সেনানী।
জয়—জয় অবন্তীর জয়!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রত্নবাহু! বন্দী কর—
বন্দী কর বিশ্বাসঘাতকে।

রত্নবাহু। [অরিন্দমকে বন্দী করিল।]

অরিন্দম। উঃ, একি আজি কর্ম্মের বিপাক!

রত্নবাহু। অরিন্দম! পড়িল কি মনে,
দিন কভু সমভাবে যায় না কাহারো?

ইন্দ্রদ্যুম্ন এই —কে আছিস্?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। যা—নিয়ে যা,
রেখে দিগে অন্ধকার কারাগৃহমাঝে।
[অরিন্দমকে লইয়া সৈনিকের প্রস্থান

রত্নবাহু। পিতা! পিতা!
নন্দা আজি অবন্তীর রক্ষিল সম্মান।
নন্দার সুতীক্ষ্ণ শরে নিহত মালবরাজ—
ভস্মীভূত মালব-শিবির।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। নন্দা! নন্দা! স্নেহের দুহিতা!
আয়—আয় মাগো বক্ষে আয় মোর—
[বক্ষে ধারণ

নন্দা । পিতা ! পিতা !
অভাগিনী কন্যা আমি,
থাকি যেন চিরদিন চরণের তলে—
ভুলি যেন স্বর্গগত পিতার অভাব ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন । রত্ন ! রত্ন !
বাজাও বিজয়-ভেরী,
উড়াও সৌধের চূড়ে বিজয়-নিশান—
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে
কর পূজা ইষ্ট দেবতার ।
শান্ত হ'লো বিরাট বিপ্লব,
নিভে গেল লেলিহান প্রচণ্ড অনল,
বন্ধ হ'লো শোণিত-উৎসব ।
নন্দা ! নন্দা !
চল্ মাগো বিজয়িনী !
বিজয়-শঙ্খের রোলে
কুললক্ষ্মীরূপে ওই অবন্তী-প্রাসাদে ।

নন্দা [নতজানু হইল ।]

[সকলের প্রস্থান ।
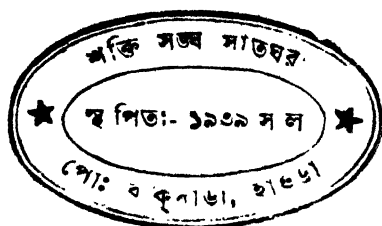
চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শবরালয়।

চিন্তামগ্ন বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি। সুদূর প্রবাসের পথে বুঝি বিদ্যাপতির জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হয়। হায় প্রভু নীলমাধব! কোথায় তুমি? আর কত দিন তোমার অদর্শনে এরূপ দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে জীবন-অতিবাহিত কর্‌বো? দিনের পর দিন চ'লে যাচ্ছে; প্রকৃত কর্ম্মের তো কিছুই হ'লো না; বুঝি অর্দ্ধপথে এসে সকল আশার পরিসমাপ্তি হয়। কোথায় অবন্তী, কোথায় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, আর কোথায় বা আমি? শবররাজের কঠোর আদেশে তার কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে হবে; এ যে সম্পূর্ণ অন্যায়—অসম্ভব! যাক্‌ আর কত ভাব্‌বো? দেখি, কত দিনে প্রকৃতির ঘনীভূত অন্ধকার ভেদ ক'রে মুক্তি-সূর্য্যের উদয় হয়?

আহার্য্যহস্তে ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। ঠাকুর—!

বিদ্যাপতি। কে? নীরব নিস্তব্ধ পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ ক'রে কার ওই ব্যথা-বিকম্পিত আর্ত্তস্বর? কে—কে তুমি বেদনাতুরা, বিদ্যাপতির চিন্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালে? ও—তুমি ললিতা! আবার কেন বালা?

ললিতা। ঠাকুর! আপনি যে আমার জীবনদাতা দেবতা; আপনার ঋণ আমি জীবন দিয়েও পরিশোধ করতে পারবো না। আপনার কষ্ট দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! আহার নেই—নিদ্রা নেই, চক্ষে শুধু জল; কতদিন এইভাবে থাকবেন প্রভু? আসুন, আমি আপনাকে গুপ্তভাবে মুক্ত ক'রে দিই; আপনি নীলাচল হ'তে অন্যত্র গিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

বিদ্যাপতি। এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তোমায় কি আমি বিপদের মুখে ফেলে যেতে পারি বালিকা? না—তা হয় না। দেখি, কত দিন এইভাবে কেটে যায়—দেখি, কত দিনে তাঁর সাড়া পাই। দিগ্‌-গজকে ওরূপভাবে গোপনে মুক্ত ক'রে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি ললিতা! কন্যা হ'য়ে পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনটাকে কেন দুঃখময় ক'রে তুলবে বালিকা? যাও—আমি মুক্তি চাই না।

ললিতা। কত দিন এইভাবে বন্দী থাকবেন? কত দিন এমনি-ভাবে উপবাসে কাটাবেন প্রভু? আমি আহার্য্য এনেছি, গ্রহণ করুন। আত্মা যে নারায়ণ, আত্মাকে আর কষ্ট দেবেন না।

বিদ্যাপতি। বিরক্ত ক'রো না বালিকা! আমি বন্দী থাকবো—উপবাসী থাকবো—এইভাবে দুর্ভাগ্যের শানিত খড়্গের নিচে মাথা পেতে দিয়ে সারাজীবন ব'সে থাকবো। যাও—যাও, জীবনরক্ষার প্রতিদান চাই না। আমার উপর যখন ভগবানের রুদ্র কটাক্ষ, তখন তুমি কি পারবে বালিকা অদৃষ্টের স্রোত ফিরিয়ে দিতে তোমার ওই ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে?

ললিতা। তবে কি হবে ঠাকুর?

বিদ্যাপতি। ভগবানের মহান্ ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

ললিতা। আপনি আহার্য্য গ্রহণ করুন। আমরা নীচ শবর ব'লে বোধ হয় ঘৃণা হ'চ্ছে?

বিদ্যাপতি। হবে না—হবে না বালা!
অনাহারে ত্যজিব জীবন,
তবু হীনের স্পর্শিত ভোজ্য
করিয়া গ্রহণ, অনাচারী হবে না ব্রাহ্মণ!

ললিতা। অনাচারী হইবে ব্রাহ্মণ
হীনের স্পর্শিত ভোজ্য করিলে গ্রহণ?
তবে কেন বিশ্বামিত্র মহর্ষিপ্রধান
চণ্ডাল-আলয়ে থাকি
চণ্ডালের অন্নজল করিল গ্রহণ?
তবে কেন ভগবান রামচন্দ্র
গুহক চণ্ডালগৃহে করিল ভোজন?
ভক্তিপথে নাহি ভেদাভেদ,
ভক্তিতে বিনাশ করে
জগতের সব ব্যবধান।

বিদ্যাপতি। বারবার কেন বালা কাঁদাবে আমায়?
রাখ অনুরোধ—
ফিরে যাও এখান হইতে।

ললিতা। অমূল্য জীবন দিবে বিসর্জ্জন
অনশনে থাকিয়া হেথায়?
কিন্তু হায়, তব দুঃখ সহিতে যে নারি!
পিতার আদেশ—
আমারে করিলে তব জীবনসঙ্গিনী,
মুক্তিদান করিবে তোমারে!
দেবতা আমার! চাহি না ঐহিক সুখ,

চিরদিন সেবিব তোমার পদ,
প'ড়ে রবো চরণের তলে,
সার্থক হইবে মোর জনম জীবন।

বিদ্যাপতি। একি? এ যে তব অলীক স্বপন বালা
বিসর্জ্জিতে জীবনের সবটুকু সুখ
সমুদ্যত কেন তুমি আজি?

ললিতা আমারে না করিলে গ্রহণ,
তোমার জীবন আজ ওগো প্রভু!
যাবে চলি ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে।
ধরি তব পায়,
দাসীভবে করিয়া গ্রহণ মোরে
রক্ষা কর অমূল্য জীবন তব।
চাহি না ঐশ্বর্য্য-সুখ,
চাহি না দৈহিক শান্তি,
এক প্রান্তে প'ড়ে রবো
তোমারি সেবিকারূপে,—
সেই মোর স্বর্গের আনন্দ।

বিদ্যাপতি ললিতা! ললিতা!
খখাতসলিলে কেন ডুবিয়া মরিবে?
ভুলে যাও অসম্ভব আশার কল্পনা।
যাক্ প্রাণ ঘাতকের শাণিত কৃপাণে,
তবু পারিব না বালা!
সমাজ-শাসন-দণ্ড করি অবহেলা,
পত্নীরূপে তোমা করিতে গ্রহণ।

বিশ্বাবসু ও অম্বরের প্রবেশ।

বিশ্বাবসু। তা হ'লে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ব্রাহ্মণ!

বিদ্যাপতি। কে—শবররাজ? মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? মৃত্যুর জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বিশ্বাবসু। ললিতা! তুই এখানে কেন?

ললিতা। উপবাসী ব্রাহ্মণকে আহার্য্য দিতে এসেছি বাবা! আজ সপ্তাহকাল ব্রাহ্মণ উপবাসী।

বিশ্বাবসু। আহার্য্য গ্রহণ করেছে?

ললিতা। না; আমরা নীচ শবর ব'লে আমাদের স্পর্শিত ভোজ্য গ্রহণ করবেন না।

বিশ্বাবসু। স্পর্দ্ধা—অহঙ্কার! আমরা অস্পৃশ্য ব'লে এতই ঘৃণ্য? আচ্ছা, দেখি ব্রাহ্মণ! তুমি কতদিন এইভাবে অনাহারে থাকতে পার? ললিতা! আমি তোকে দণ্ড দেবো—

ললিতা। কেন বাবা?

বিশ্বাবসু। তুই মুক্তি দিয়েছিস্ গোপনে সেই অবন্তীবাসীকে; আবার এসেছিস্ গোপনে পিতৃশত্রুর মনস্তুষ্টি সাধন করতে। পিতৃ-দ্রোহিণী! দূর হ'—আমি তোর মুখদর্শন করতে চাই না। অম্বর! হত্যা কর ওই দাম্ভিক ব্রাহ্মণকে।

অম্বর। পিতা—!

বিশ্বাবসু। আমি কোন কথা শুনবো না অম্বর! ললিতাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করলে তবেই ব্রাহ্মণের মুক্তি।

বিদ্যাপতি। ব্রাহ্মণও সে মুক্তির অভিলাষ কখনো করে না রাজা! চিরকৌমার্য্য-ব্রতধারী বিদ্যাপতি একজন শবরীর পাণিপ্রার্থী হবে না—

হ'তে পারে না। দাও—দাও, আমায় চিরমুক্তি দাও রাজা! এমন-ভাবে আর আমায় দ'ণ্ডে দ'ণ্ডে মেরো না।

ললিতা। আমায় কি দণ্ড দেবে, দাও বাবা! আমি সে দণ্ড সানন্দে মাথায় তুলে নেবো; তবু যেন এই নিরপরাধ নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তোমার নির্ম্মম বিচারে পৃথিবীর বুকে ঝ'রে না পড়ে। তা হ'লে এই সমগ্র নীলাচল কেঁপে উঠ্‌বে—তোমার নীল-মাধব পালিয়ে যাবে—ধ্বংসের রুদ্র বিষাণ ভৈরব গর্জ্জনে বেজে উঠ্‌বে! আজ যদি অন্যায় অধর্ম্মের উপাসক হ'য়ে ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতিত কর, তা হ'লে পিতার সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা ভুলে গিয়ে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কন্যা তোমার পিতৃদ্রোহিণী হ'তেও দ্বিধাবোধ কর্‌বে না।

অম্বর। আর আমিও বল্‌ছি পিতা! এই অন্যায় নির্য্যাতন তোমার পুত্র অম্বর নির্ব্বিচারে সহ্য কর্‌বে না; সেও এই সঙ্গে পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াবে। এই কি রাজনীতি পিতা? এই কি ধর্ম্মনীতি? এই কি কর্ম্মের সার্থকতা? ভাবী নৈরাশ্যের পরিকল্পনায় দেবতা-নির্য্যাতন! থাক্‌বে না পিতা—তোমার নীলমাধব থাক্‌বে না; এত বড় অনাচার নীলমাধব সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। যাক্ বাবা আমাদের নীলমাধব, কেঁদে বেড়াবো আমরা জীবনভোর হাহাকার ক'রে, তবু—তবু এই নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে অযথা দণ্ড দিও না; তা হ'লে এই শবরজাতিকে রক্ষা কর্‌তে তোমার নীলমাধবের শক্তিতেও কুলাবে না।

বিদ্যাপতি। বাঃ—চমৎকার! এক দিকে ন্যায়-ধর্ম্মের বেদীমূলে মহান্ ত্যাগের মন্ত্রপাঠ, অন্য দিকে কুটিল সংসার-মায়ার তাণ্ডব নৃত্য; চমৎকার!

বিশ্বাবসু। ললিতা! অম্বর! সাবধান! আমি পিতা; আমার কার্য্যে বাধা দিস্ নে—পার্‌বি নে। আমি যে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি। জানি আমি কৃতজ্ঞতা—প্রত্যুপকারের বিনিময়, কিন্তু সব

যেন ভুলে যাচ্ছি আমার শতবাঞ্ছিত নীলমাধবের জন্য। যা—যা, আজ আমি অবন্তীবাসীকে হত্যা ক'রে ভাবী আশঙ্কা দূর করবো। বল বন্দী! এই শেষ অনুরোধ; আমার কন্যাকে গ্রহণ করবে কি না?

বিদ্যাপতি। না—না।

বিশ্বাবসু। [দৃঢ়স্বরে] দাম্ভিক! অহঙ্কারী!

বিদ্যাপতি। রক্তচক্ষু কাকে দেখাচ্ছ রাজা? ব্রাহ্মণ ওই রক্তচক্ষুর বহু দূরে। পারি—পারি শবররাজ! একটী মাত্র কটাক্ষে তোমার নীলমাধব সহ নীলাচলকে শ্মশানের ভস্মস্তূপে পরিণত করতে, কিন্তু ব্রাহ্মণের সে ধর্ম্ম নয়; "ক্ষমাহি পরমোধর্ম্মঃ" এই হ'চ্চে ব্রাহ্মণের গরিষ্ঠ সাধনা। ডাকো—ঘাতককে ডাকো, না হয় নিজে খড়্গ ধর; আমি মাথা পেতে দিচ্ছি, আমায় হত্যা কর। আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হ'য়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারবো না।

বিশ্বাবসু। [বিচলিত হইয়া] তাই তো, কি করি?—কি করি? আমায় কি তুমি উন্মাদ করবে নীলমাধব? আচ্ছা, তাই কর—দেখি তুমি কত বড় নিষ্ঠুর! ললিতা! অম্বর! তোরা এ স্থান ত্যাগ কর্—আমি ওই ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে হত্যা করবো—আমি আজ উন্মাদ।

ললিতা। ব্রাহ্মণকে কেন হত্যা করবে বাবা? তার চেয়ে আমায় হত্যা কর, সব দিক রক্ষা হোক্।

বিশ্বাবসু। আরে—আরে অবাধ্য কন্যা! অম্বর! ললিতাকে এখান হ'তে নিয়ে যা।

অম্বর। তা হ'লে তুমি অবাধে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন কর—কেমন? তা হবে না পিতা! আজ আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে হত্যা ক'রে তুমি তোমার পাপের ডঙ্কা অবাধে বাজিয়ে দাও।

বিশ্বাবসু। বটে! এই—কে আছিস্?

প্রহরীর প্রবেশ

বিশ্বাবসু। অম্বরকে বন্দী কর। [প্রহরী অম্বরকে শৃঙ্খলিত করিল।] যা—নিয়ে যা। পিতৃদ্রোহী কুসন্তান!

অম্বর। পিতা! পিতা! আর বিলম্ব নেই। ধ্বংসের দামামা বেজে উঠেছে, ঝড় উঠ্‌বে—ঝড় উঠ্‌বে। যাবে—যাবে—সব যাবে। নীলমাধব যাবে—নীলাচল যাবে, আর যাবে পিতা তোমার অস্তিত্ব এই ধরার বুক হ'তে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

বিশ্বাবসু। যা—নিয়ে যা।

[অম্বরকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

বিশ্বাবসু। ললিতা! ললিতা! চ'লে যা। মাতৃহীনা তুই, বড় স্নেহে তোকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছি। তাই এখনো তোর শত অপরাধ সহ্য ক'রে যাচ্ছি; নইলে শবররাজের সবটুকু নির্ম্মমতা আজ তোরই দেহ অধিকার ক'রে বস্‌তো। [দৃঢ়স্বরে] ব্রাহ্মণ!

ললিতা। [বিদ্যাপতির পদপ্রান্তে পড়িয়া]

পদে ধরি হে ব্রাহ্মণ!
রক্ষা কর তব প্রাণ আজি।
বলেছি তো জীবনরক্ষক!
কোন সুখ চাহি না আমার,
ভিক্ষা—ভিক্ষা শুধু জীবন তোমার।
চিরদিন দুর্ভাগ্যের হ'য়ে সহচরী
রহিব ধরার বুকে অচঞ্চলপ্রাণে,
তবু ভাগ্যবতী আপনা মানিব
জীবনদাতারে মোর সজীব হেরিয়া।

বিদ্যাপতি। [অর্দ্ধস্বগত] কি করি?—কি করি?
একি জ্বালা! চতুর্দ্দিকে হাহাকার—
আর্ত্তনাদ—ব্যাকুল ক্রন্দন।
ভেসে যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম মোর—
শ্লথ হয় সমাজ-বন্ধন,
দগ্ধ বক্ষে কেবা যেন হানে শক্তিশেল!
ভগবান! শক্তি দাও—শক্তি দাও মোরে!

ললিতা [ব্যাকুলভাবে] ঠাকুর! ঠাকুর!

বিদ্যাপতি। স'রে যাও—সরে যাও বালা!
যজ্ঞসূত্রধারী আমি যে ব্রাহ্মণ,—
আমারি আদর্শে এই ধরার গঠন,
আমারি চরণতলে নতশির বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
যাক্ প্রাণ ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে,
তবু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে না ব্রাহ্মণনন্দন।

বিশ্বাবসু। এত অনুনয়, এত কাতরতা সবই কি ব্যর্থ হ'লো? অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ! শবরকন্যাকে বিবাহ করতে ঘৃণা হ'চ্ছে? শুনতে পাই ঠাকুর! তোমাদেরি পূর্ব্বপুরুষ পরাশর মুনি নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে এক ধীবরকন্যার সর্ব্বনাশ করেছিল, আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে ওই অন্ধকার কুয়াশা সেই মহান্ কীর্ত্তির; আর সেই জারজ পুত্র হ'লেন কি না ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব! হাঃ-হাঃ-হাঃ! অদ্ভুত চরিত্র তোমাদের।

বিদ্যাপতি। শবররাজ! তুমি জান না, কে ছিলেন সেই পরাশর, আর কে ছিলেন সেই ধীবরদুহিতা? পরাশর ছিলেন বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত মহামানব, আর সেই ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা ছিলেন শাপভ্রষ্টা সরস্বতী, তাই তাঁদের মিলনান্তে বাণীপুত্র ব্যাসদেবের সৃষ্টি। তুমি অন্ধ—তুমি

অজ্ঞান, তাই সেই অতীত পুণ্যকাহিনীটাকে ঘৃণার নিঃশ্বাস দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছ। যাক্—তর্ক-বিতর্কের আবশ্যক নাই। কি দণ্ড দেবে, দাও রাজা! দারুণ দোটানা তুফানের মাঝে প'ড়ে আমার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

ললিতা। বাবা! বাবা! আমি মরি, আমায় মর্‌বার আদেশ দাও; আমি স্বহস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে প্রকৃতির এই বিপ্লব থামিয়ে দিই

বিশ্বাবসু। তুইও কি তা হ'লে মর্‌তে চাস্ ঐ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণের জন্য? এত অনুরাগ তোর? আচ্ছা মর্ তবে তুই, দেখি কতখানি কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারিস্! [ললিতাকে হত্যায় উদ্যত হইল।]

বিদ্যাপতি। [বাধা দিয়া] শবররাজ! কর্‌ছো কি? কার উপর অভিমান ক'রে আজ সারা জীবনের কান্নাকে ডেকে আন্‌ছো? বিরত হও—বিরত হও শবররাজ!

বিশ্বাবসু। ছাড়ো—ছাড়ো ব্রাহ্মণ! এ হত্যাকাণ্ড আজ তোমারি জন্য। প্রাণ যদি কেঁদে থাকে, তবে পরের কান্না আগে থামাও, নইলে আজ আর ললিতার রক্ষা নাই। যে হাতে ওকে কত আদর-যত্ন করেছি, সেই হাতেই ওর মাথাটা কেটে ফেলে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবো।

বিদ্যাপতি। কি করি?—কি করি? ভগবান নীলমাধব! এ কি আবর্ত্তের মাঝখানে টেনে আন্‌লে আমায়? একি দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেল্‌লে দয়াময়? কোন্ পথ ধরি? যে জীবন একদিন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে রক্ষা করেছি, আজ সেই জীবন যে আমারই জন্য অকালে শুকিয়ে যাবে! না—না, আমি তা হ'তে দেবো না। যাও—যাও, ব্রাহ্মণের সমাজ-গর্ব্ব আভিজাত্য সব দূর হও। এস—এস বালা! অস্পৃশ্যা ঘৃণ্যা হ'লেও তুমি আমার বুকে এস—আমার ব্রতভঙ্গ মহাপাপের মাঝখানে তুমি লক্ষ্মীর মত মঙ্গল-প্রদীপ তুলে ধর। [ললিতাকে বক্ষে ধারণ।]

বিশ্বাবসু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বাহবা—বাহবা! ব্রাহ্মণের অহঙ্কার আজ চূর্ণ হয়েছে। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়—ছুটে আয়, তোদের ললিতার পুনর্জ্জন্ম দেখে যা। স্ফূর্ত্তি কর্—স্ফূর্ত্তি কর্; মাদল কাঁড়া জয়ঢাক বাজিয়ে বর-কনেকে ঘরে তোল্।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে শবর ও শবররমণীগণের কোলাহল।]

শবর-সর্দ্দার। [নেপথ্যে] কই রে লটুকা, ঝণ্টু, সমরু, কৈ রে ঝুম্‌কো, মনিয়া, শ্যাম্‌লী, আয়—আয় সব চলিয়ে আয়! স্ফূর্ত্তি কর্—স্ফূর্ত্তি কর, আজ আমাদের রাজার বেটীর সাদি রে—রাজার বেটীর সাদি।

শবর ও শবররমণীগণের প্রবেশ।

সকলে।—[মাদল বাজাইয়া]

গীত।

বাজা—বাজা রে ভাই মাদল বাজা।
এলো যে ললিতার প্রাণের রাজা—হোঃ-হোঃ প্রাণের রাজা॥
সাগর ছেঁচে আন্‌গে ঝিনুক তুলে, টগর চাঁপা বেলা বনের ফুলে,
মনের মতন ওরে ক'রে যতন, বাসর সাজা রে সব বাসর সাজা॥
পিয়ে লে মহুয়া ঘড়া ঘড়া, আন্‌বো শিকার ক'রে হরিণ বরা,
মাতনে মাত্‌বো সব আজকে রেতে,
বুক ক'রে নে তাজা—হোঃ-হোঃ জান্ ক'রে নে তাজা॥

[ললিতা ও বিদ্যাপতিকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিশ্রাম-কক্ষ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মাল্যবতী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। না—না রাণী! আমি তা পারবো না। অপরাধীকে মুক্তি দিয়ে পবিত্র রাজনীতির অবমাননা করতে পারবো না। ভেবে দেখ রাণী! সেই গৃহশত্রু অরিন্দমের জন্য অবন্তীর আজ কি দশা হয়েছে! আমার রুদ্রদ্যুম্ন গৃহত্যাগী—একমাত্র বংশধর অকালে বৃন্তচ্যুত—রাজ্যের সুখ-শান্তি তিরোহিত; অবন্তীর বক্ষে শুধু আর্ত্তনাদ—হাহাকার! সেই অপরাধীকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি আজ সকল আবেদন নিয়ে এসেছ রাণী?

মাল্যবতী। সবই সত্য। অরিন্দমের জন্যই আজ আমরা সর্ব্বস্ব-হারা; তা জেনেও আজ তোমার কাছে তার মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছি, কেন জান রাজা? আমার সেই ছোট বোনটীর বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদ শুনে। হতভাগিনী স্বামীসুখে বঞ্চিতা—পুত্রহারা; তার উপর এ যে ভাই—রক্তের সম্বন্ধ! তার সেই করুণ বিলাপ আমি যে আর সহ্য করতে পারছি নে রাজা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু কি করবে রাণী? সবই ছোট বধূমাতার কর্ম্মফল। আমি ধারণায় আনতে পারছি না, হিংসা মানুষকে এতটা রাক্ষস ক'রে তুলতে পারে? তুচ্ছ স্বার্থের জন্য মানুষ দয়া ধর্ম্ম বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ে এতখানি পিশাচ সাজতে পারে? না রাণী, তা হবে না; তোমার কাতর অনুরোধে মনের দুর্ব্বলতাকে টেনে এনে অবিচারক রাজা সেজে

প্রজার অপ্রীতিভাজন হ'তে পার্‌বো না। অরিন্দমের যাবজ্জীবন কারাবাসই তার যোগ্য দণ্ড।

মাল্যবতী। মহারাজ!—

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আরও ভেবে দেখ রাণী! অরিন্দমই কৌশলে মুক্ত ক'রে দিলে সেই দুরন্ত কাপালিককে। উঃ, কত বড় স্বেচ্ছাচার—কত বড় দুঃসাহস! না—না, মার্জ্জনা নাই—মার্জ্জনা নাই; তার মত অপরাধীর মার্জ্জনা রাজনীতির কোন শাসনতন্ত্রে নাই।

মাল্যবতী। তবে কি অভাগিনী সারাজীবন কাঁদতেই থাক্‌বে?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কাঁদুক্—কাঁদুক্ রাণী! হতভাগিনীর সেই অনুতাপের অশ্রু ধারায় ধারায় পৃথিবীর বুকে ঝ'ড়ে পড়ুক্—তার কাতর আর্ত্তনাদে জ্ঞানের চক্ষু ফুটে উঠুক্ এই নারীজাতির অন্তরে, তারা যেন কখনো কোনো দিন স্বার্থের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে স্বামীর সংসার ছারখার কর্‌তে হিংসার অস্ত্র তুলে না ধরে।

মাল্যবতী। মহারাজ! একটা অনুরোধ—

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাণী! রাণী! আর আমায় যন্ত্রণা দিও না—আর আমায় উন্মাদ ক'রো না; মনে রেখো, আমি রাজা।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। মহারাজ! মহারাজ! বাপ্—খুব এসে পড়েছি!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। একি? কৈ—কৈ, আচার্য্য কই? আমার নীলমাধবের দেখা পেয়েছ?

গুণনিধি। দাঁড়ান—দাঁড়ান মহারাজ! আমায় একটু হাঁপ ছাড়তে দিন; তারপর আদি হ'তে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত সব বল্‌ছি। আঃ—[বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বায়ু সেবন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বল—বল ব্রাহ্মণ! আমার নীলমাধবের কোন সন্ধান পেয়েছ?

গুণনিধি। তবে শুনুন মহারাজ! নীলমাধব ঠাকুরটী তো নীলাচলে শবরালয়ে দিব্যি ব'সে ব'সে ভোগ খাচ্ছেন। গুরুদেবটী তো শবররাজের হাতে বন্দী হয়েছেন। আমিও গুরুদেবের দশা প্রাপ্ত হয়েছিলুম, কিন্তু গৃহিণীর খাড়ুর কল্যাণে আর পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের জোরে খুব বেঁচে গেছি! গুরুদেব এতদিন হয় তো দেহ রেখেছেন।

মাল্যবতী। [সবিস্ময়ে] সে কি ঠাকুর?

গুণনিধি। আরও শুনুন মহারাজ! সেই শবররাজের কন্যাকে গুরুদেব সাগর হ'তে রক্ষা করেছিলেন, নইলে মেয়েটা নিশ্চয় ডুবে যেতো। সেই জন্য শবররাজ খুসী হ'য়ে তার মেয়ের সঙ্গে গুরুদেবের বিয়ে দিতে চাইলে; কিন্তু দুর্ব্বাসার জাত গুরুদেব তাতে স্বীকারই হ'লেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে শবররাজের হুকুম হ'লো—প্রাণদণ্ড! তবে ভাগ্যিস রাজাটা ব'লে ফেলেছিল—পক্ষকাল চিন্তার সময় দিলুম, এই যা র'ক্ষে! কিন্তু পক্ষকাল তো অতীত হ'তে চলেছে মহারাজ! গুরুদেবের আমার নিশ্চয়ই নীলাচল প্রাপ্তি হয়েছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। উঃ—আমি কি হতভাগ্য রাণী! আমার জন্য আজ ব্রহ্মহত্যা হ'লো! নীলমাধব! তুমি বিদ্যমানে ব্রাহ্মণের জীবন নাশ হ'লো! না—না, প্রাণের মধ্যে এ কি আশার ঝঙ্কার! কে যেন বল্‌ছে, আচার্য্য জীবিত—আচার্য্য জীবিত। ব্রাহ্মণ! আমি কল্যই নীলাচল যাত্রা কর্‌বো, তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে যাবে।

গুণনিধি। বাপ! আবার সেখানে?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আমার সঙ্গে থাকবে, কোন চিন্তা নেই। যাও—এখন বিশ্রাম করগে।

গুণনিধি। যে আজ্ঞে! [স্বগত] দেখো বাবা নীলমাধব! আবার যেন শূলমাধবকে দেখিও না। বাপ্! [প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। গুরুদেব নীলাচলে শবরালয়ে বন্দী; তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌লে যে নীলমাধবদর্শনের কোন শান্তিই আমি অনুভব কর্‌তে পার্‌বো না। চল রাণী, আমরা আগামী কল্য শুক্লা সপ্তমী পুষ্যানক্ষত্রে নীলাচল যাত্রা করি।

মাল্যবতী। কিন্তু অবন্তীর ভার কাকে দিয়ে যাবে রাজা?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কেন রাণী, রত্নবাহুই সে ভার গ্রহণ কর্‌বে।

রত্নবাহুর প্রবেশ।

রত্নবাহু। রত্নবাহু সে ভার গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম পিতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সে কি রত্ন? তুমি যে আমার উপযুক্ত সন্তান—পিতা মাতার ভবিষ্য জীবনের সুখ-শান্তির জীবন্ত নিদর্শন। অবাধ্য হ'য়ো না পুত্র! অবন্তীর ভার গ্রহণ ক'রে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল কর। নীলাচলে শবররাজ কর্ত্তৃক আচার্য্য বন্দী, তাঁর উদ্ধারসাধনে কল্য প্রত্যুষেই আমি নীলাচল যাত্রা কর্‌বো।

রত্নবাহু। এ যে অসম্ভব গুরুভার এই দীন সন্তানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন পিতা! আমি কোন্ সাহসে এই বিপ্লবপরিপূর্ণ বিপন্না অবন্তীর গুরুভার গ্রহণে সক্ষম হবো পিতা?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ভগবান নীলমাধবের নাম নিয়ে, তাঁর চরণ লক্ষ্য ক'রে অবন্তীর শাসনদণ্ড গ্রহণ কর বৎস! ন্যায়ের পথে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘট্‌লেও সে যে জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী।

রত্নবাহু। মা! মা! তুমি তো যাবে না এই হতভাগ্য সন্তানকে ফেলে?

মাল্যবতী। আমিও যাবো বাবা! স্বামীই যে নারীর দেবতা; স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে জনকনন্দিনী সীতা যে বনচারিণীর বেশ ধরেছিলেন। ভয় কি? দূরে বা অদূরে যেখানেই আমরা থাকি না কেন, কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করবো, আর আমাদের প্রাণের অনন্ত আশীর্ব্বাদ অলক্ষ্যে তোমার উপর বর্ষিত হবে।

নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। আমি কোথায় থাকবো মা?

মাল্যবতী। অভাব কি মা তোর থাকবার? যে তোকে অবন্তীর বুকে টেনে এনেছে, সেই তোকে আশ্রয় দেবে। আমার রত্নই যে তোর সকল ভার নেবে মা!

নন্দা। [লজ্জায় মস্তক অবনত করিল।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আর বিলম্বের আবশ্যক কি রাণী? অবন্তীর সিংহাসনে রত্নকে অভিষিক্ত ক'রে নীলাচলযাত্রার উদ্যোগ করি।

রত্নবাহু। [রুদ্ধকণ্ঠে] পিতা—!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। উপযুক্ত পুত্র তুমি রত্ন! পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুপুত্র হ'তে বঞ্চিত হ'য়ো না। আয় তো মা নন্দা! [নন্দার হাত ধরিয়া] এই ভাগ্যহীনা নন্দার সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার তোমারি করে অর্পণ ক'রে যাচ্ছি রত্ন! মনে রেখো, অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে নন্দার ভার গ্রহণ না করলেও আজ হ'তে নন্দাই তোমার ধর্ম্মপত্নী। [নন্দাকে রত্নের হস্তে সঁপিয়া দিলেন।]

রত্নবাহু ও নন্দা। পিতা!—পিতা! [নতজানু হইল।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। চল রাণী! আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। গুরুদেবের

জীবন রক্ষা করতেই হবে। রত্ন! তুমি আমার জন্য দ্রুতগামী যান-বাহন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত করগে। এস রাণী! দেখি ভগবান নীলমাধব আমাদের এই শুভযাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণে আশিস্‌ধারা বর্ষণ করেন কি না?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার।

অরিন্দম।

অরিন্দম। উঃ—কি বিরাট অন্ধকার! কেবল ঝিঁ ঝিঁ ঝিল্লিরব—পেচকের বীভৎস চীৎকার! চতুর্দ্দিকে নৈরাশ্যের অট্টহাসি! সম্মুখে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি যেন আমায় গ্রাস করতে আস্‌ছে! মদমত্ত কেশরী আজ পিঞ্জরাবদ্ধ? অদৃষ্টের পরিহাস! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।] একটী-বার—একটীবার যদি মুক্তি পাই, ছুটে গিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে ফেলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ওকি? খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লে কে তুমি? পরিণাম? যাও—যাও, ওতে আমি বিচলিত হবো না। তোমার মূর্ত্তি কোন দিন কল্পনাতে আনি নি—আন্‌বোও না। একটু একটু ক'রে যখন পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে নেমেছি, তখন আরও নাম্‌বো; দেখি আমার নামার শেষ কোথায়—কত দূরে। কিন্তু আজ যে আমার শিয়রে মৃত্যুর গর্জ্জন! না—না, আমি মর্‌তে পার্‌বো না; মুক্তি চাই—যেমন ক'রে হোক্‌, মুক্তি চাই। কিন্তু কি

ক'রে মুক্তি পাই? জগতে কে এমন সুহৃদ আছে, আমাকে মুক্ত ক'রে দেবে? না জানি, আমার জন্য সুষমা কত ভাব্‌ছে! নন্দা—নন্দা, সেও বোধ হয় এত দিন রত্নবাহুর অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছে। অসহ্য—অসহ্য! ভাঙ্গি—ভাঙ্গি, কারাগারটা ভেঙ্গে ফেলি! না—না, বৃথা চেষ্টা! কে—কে ওই প্রকৃতির ভীতিবিহ্বল জমাট অন্ধকারের বক্ষ ভেদ ক'রে ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে? কে তুমি? তুমি কি জল্লাদ? তুমি আমায় হত্যা কর্‌তে আস্‌ছো? না—না, আমায় হত্যা ক'রো না—এখনো আমার জীবনের অনেক সাধ অপূর্ণ রয়েছে; আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও!

আলোক-বর্ত্তিকাহস্তে কারারক্ষী ও সুষমার প্রবেশ।

সুষমা। দাদা—!

অরিন্দম। কে?

সুষমা। আমি—সুষমা।

অরিন্দম। সুষমা? তুই কি ক'রে প্রবেশ কর্‌লি বোন্ এই প্রহরীবেষ্টিত কারাগারে? এ স্বপ্ন না সত্য?

সুষমা। ভয় নেই দাদা! তোমার জীবন রক্ষা কর্‌তে ভগ্নী তোমার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে। আমি তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি দাদা! [অরিন্দমের দিকে অগ্রসর হইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল] কারারক্ষীকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত ক'রে এখানে প্রবেশ করেছি।

অরিন্দম। এঁ্যা! তা হ'লে আমি মুক্তি পাবো আজ? সুষমা! চমৎকার বুদ্ধি তোর। ইন্দ্রদ্যুম্ন! ইন্দ্রদ্যুম্ন! আবার তোমার ভাগ্যাকাশে কাল-বৈশাখীর ঝড় তুল্‌বো—তোমার শান্তির রাজ্যে হাহাকারের

সৃষ্টি করবো। দর্পিত রত্নবাহু! তোমারও আর নিস্তার নেই; সিংহ এইবার পিঞ্জরমুক্ত।

কারারক্ষী। অধিক বিলম্ব করবেন না মহারাণী!

সুষমা। চল দাদা! বিলম্বে বিপদ ঘট্‌তে পারে।

অরিন্দম। চল্—চল্, আবার নববলে বলীয়ান হ'য়ে উঠ্‌বো—দুরন্ত দুর্ভাগ্যের বুকের উপর দিয়ে সৌভাগ্যের রথ চালিয়ে দেবো। বন্দী কেশরী আজ মুক্তির পথে। হ্যাঁ, ওদিক্‌কার সংবাদ কি বোন্?

সুষমা। পরে সব শুনবে। রত্নবাহু এখন অবন্তীর রাজা; শুনেছ বোধ হয়?

অরিন্দম। রত্নবাহু অবন্তীর রাজা? কি ক'রে শুনবো? কে শোনাবে? হ্যাঁ—ইন্দ্রদ্যুম্ন কোথায়?

সুষমা। নীলমাধব দর্শন-আশায় নীলাচলে যাত্রা করেছেন, সঙ্গে রাণীও গেছেন। রাজ্য এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত; এই অবসরে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।

অরিন্দম। আর সেই নন্দা?

সুষমা। সে এখন রাজভবনে রত্নবাহুর অঙ্কলক্ষ্মী।

অরিন্দম। উঃ—কি পরিবর্ত্তন! মাত্র এই কটা দিনের মধ্যে প্রকৃতির এত রূপান্তর! চিন্তা কি ভগ্নী! আবার আমি পরিবর্ত্তনের যুগ নিয়ে আসবো—ধ্বংসের পাঞ্চজন্য বাজাবো—রত্নবাহুর শূন্যে রচিত প্রাসাদ ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো।

কারারক্ষী। চ'লে আসুন, আর বিলম্ব করবেন না।

সুষমা। এই হয়েছে। দাদা! তুমি এই পরিচ্ছদটা প'রে নাও—[কারারক্ষীর নিকট হইতে পরিচ্ছদ লইয়া অরিন্দমকে দিল, অরিন্দম পরিচ্ছদ পরিধান করিল।] হয়েছে—এখন চ'লে এস।

অরিন্দম। হ্যাঁ, চল্—চল্।

সুষমা। রক্ষী! এই নে আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার। [রত্নহার প্রদান] এ রত্নহার বহুমূল্যের। যা—এ দেশ ছেড়ে চ'লে যা; তোকে আর দাসত্ব ক'রে খেতে হবে না।

[অরিন্দম সহ প্রস্থান।

কারারক্ষী। যাক্ বাবা! মেরে দিয়েছি কিস্তি! রাতারাতি বড় লোক! আর গিন্নীর ঝাঁটা খেতে হবে না—নাকনাড়াও সহ্য করতে হবে না; মাগীকে এবার সোনায় মুড়ে দেবো। এইবার পথ দেখি, চাকরী এখন শিকেয় তোলা থাক্।

[প্রস্থান।

শবর-আলয়।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। ফুল্লেন্দু-বরদকান্তি বনমালা-বিভূষিতং।
নমামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ নিখিলভয়হরং॥

এতদিনে জীবনের সব আশা পূর্ণ হ'লো। ললিতার কৌশলে, শবর-রাজের অজ্ঞাতসারে নীলমাধবের দর্শন পেয়েছি। শবররাজ! তুমি এতদিন একাই ওই রত্নের অধিকারী ছিলে, কিন্তু আর হ'তে দেবো না। কই, এখনো তো মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কোন সংবাদ পেলুম না! তবে কি দিগ্‌গজ এখনও অবন্তীতে উপস্থিত হ'তে পারে নি? তবে

কি নীলমাধব চিরকাল এই শবরালয়ে গুপ্তভাবেই অবস্থান করবেন ? [নেপথ্যে কোলাহল] ও কি ? সহসা শবর-পল্লীতে কিসের আর্ত্তনাদ উত্থিত হ'লো ? ওকি, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে ! কি হ'লো ?— কি হ'লো ?

দ্রুত ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। ঠাকুর ! ঠাকুর ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত ; আপনি শীঘ্র পালান, নতুবা আপনাকে আর রক্ষা করতে পারবো না।

বিদ্যাপতি। কি হয়েছে ললিতা, শীঘ্র বল ! কেন তুমি উন্মাদিনীর মত এখানে ছুটে এলে ?

ললিতা। প্রভু ! বল্‌বার সময় নেই। আপনি নীলমাধব দর্শন করেছেন, পিতা গুপ্তচরের মুখে সে সংবাদ জান্‌তে পেরেছেন। আরও দুঃসংবাদ, নীলমাধব সহসা অদৃশ্য হয়েছেন, সে স্থান সমুদ্রের বালুকণায় আচ্ছন্ন হয়েছে। পিতা ভেবেছেন আপনিই নীলমাধবকে লুকিয়ে রেখে-ছেন, সেই জন্য তিনি মদমত্ত মাতঙ্গের মত ছুটে আস্‌ছেন। আপনি শীঘ্র শবরপল্লী ত্যাগ করুন প্রভু !

বিদ্যাপতি। সে কি ললিতা ! এ যে স্বপ্নের অগোচর। নীলমাধব নাই—বালুকাময় তাঁর আবাসভূমি ? সহসা সৃষ্টির এ কি রূপান্তর ! নীলমাধব ! নীলমাধব ! আবার তুমি কি খেলা খেল্‌তে চাও প্রভু ? জানি না, আবার তুমি কি ভাবে নবলীলা প্রচার কর্‌বে !

ললিতা। [ব্যাকুলভাবে] ঠাকুর—ঠাকুর ! বিলম্ব করবেন না।

বিদ্যাপতি। না—না, আমি এখান হ'তে এক পদও অগ্রসর হবো না ললিতা ! তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে আমি নিরাপদে জীবন রক্ষা করবো, আর তোমারি উপর তোমার পিতার সবটুকু নির্ম্মমতা

রাক্ষসী-মূর্ত্তিতে এসে পড়্‌বে, এ হ'তে পারে না। হায় অভাগিনী! এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য এমন সুখের জীবনটাকে কেন ব্যর্থ ক'রে তুললে?

ললিতা। দেবতা! দেবতা! আমার জন্য ভাব্‌বেন না, আপনি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন। ওই—ওই বুঝি এসে পড়্‌লো! আপনাকে নিরাপদ দেখে গেলে মৃত্যুর পরপারে গিয়েও আমি শান্তি পাবো।

বিদ্যাপতি। না—আমি যাবো না। আমি দেখ্‌বো ললিতা, সৃষ্টির কতখানি অবিচার আমার ভাগ্যের পথে এসে দাঁড়ায়; আমি দেখ্‌বো, একজন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতন কর্‌তে ভগবান কতটুকু তাঁর শক্তি নিয়োগ করেন; আমি দেখ্‌বো, এ পৃথিবীতে পাপের জয় কত দিনের জন্য? সত্যই যদি আমি ব্রাহ্মণ হই—সত্যই যদি আমার নিবেদন ওই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁছে থাকে, তা হ'লে আজ আবার কপিলের মত বিস্ফারিতনেত্রে বিশ্বের দিকে চাইবো—রুদ্রতেজে দুর্ব্বাসার মত যজ্ঞোপবীত তুলে ধর্‌বো—ভার্গবের মত কুঠার-হস্তে হুঙ্কার ছেড়ে পৃথিবীর বক্ষে বিভীষিকার মত দাঁড়াবো। সয়েছি—অনেক সয়েছি, সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত—ক্ষতবিক্ষত!

ললিতা। ঠাকুর! ঠাকুর! প্রকৃতিস্থ হোন্; পায়ে ধর্‌ছি, আপনি যান। ওই—ওই! আর বুঝি আপনাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না।

অম্বর। [নেপথ্যে] ব্রহ্মহত্যা ক'রো না বাবা, ব্রহ্মহত্যা ক'রো না।

বিশ্বাবসু। [নেপথ্যে] ব্রহ্মহত্যা—ব্রহ্মহত্যাই আজ আমার লক্ষ্য।

অম্বর বাধা দিতেছিল, ভল্লহস্তে জোরপূর্ব্বক
বিশ্বাবসু প্রবেশ করিল।

বিশ্বাবসু। কই—কই সে দস্যু প্রতারক নীলমাধব-অপহরণকারী

অবন্তীবাসী? আজ তাকে হত্যা কর্‌বো। [সম্মুখে বিদ্যাপতিকে দেখিয়া] আরে আরে ভণ্ড ব্রাহ্মণ! তুমি ধ্বংস হও। [বিদ্যাপতিকে ভল্লের দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইলে ললিতা বাধা দিল; উদ্যত ভল্ল ললিতার বক্ষ বিদ্ধ করিল, ললিতা "উঃ!" শব্দে ভূতলে পতিত হইল।]

বিদ্যাপতি। একি? একি কর্‌লে শবররাজ?

অম্বর। পিতা! পিতা! একি কর্‌লে? পিতা হ'য়ে কন্যার জীবন নিলে?

বিশ্বাবসু। যাক্—যাক, ও কন্যা নয়, কালসাপিনী। আজ সব শেষ ক'রে ফেল্‌বো। বল ব্রাহ্মণ! কোথায় আমার নীলমাধব? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ? শীঘ্র বল, নইলে ললিতার সঙ্গে তোমাকেও আজ যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

বিদ্যাপতি। একটু দাঁড়াও শবররাজ! একবার তোমার কন্যাকে বুকে নিই। বড় ব্যথা পেয়েছে—একটী দিনও আদর পায় নি—স্নেহ পায় নি, সঙ্কোচের অবগুণ্ঠনে আমার ছায়ার বহুদূরে দাঁড়িয়ে থাকৃতো, আজ সে চ'লে যাচ্ছে আমার বুকে শক্তিশেল দিয়ে। ললিতা! হত-ভাগিনী! কর্‌লে কি সতী! প্রকৃতির কুঞ্জশোভিতা পুষ্পরাণী! এম্‌নি ভাবে অকালে ঝ'রে পড়্‌লে! কি কর্‌লে—কি কর্‌লে শবররাজ!

ললিতা। দেবতা! পায়ের ধূলো দিন; আশীর্ব্বাদ করুন—জন্ম-জন্মান্তর যেন এইরূপ দূরপথে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণের সেবিকা হ'য়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারি। বিদায়—পিতা—বিদায়—[মৃত্যু

অম্বর। ললিতা! ললিতা! চ'লে গেলি বোন্! এই অত্যাচার-দগ্ধ পৃথিবীর বুকে থাকৃতে পার্‌লি নে? কেন তবে দুদিনের জন্য ফুটে উঠেছিলি মমতার হাসিটুকু নিয়ে এই মরুময় শবরপল্লীর শান্তির আবাসে? কথা ক'—কথা ক' বোন্? মরুময় শবরপল্লীতে আবার

আনন্দের উৎস ফুটে উঠুক্। না—না, আর জাগিস্ নে—জাগিস্ নে অভাগিনী! এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর তোর সহ্য হবে না—স্বর্গের দেবী, স্বর্গে চ'লে যা! পিতা! নিষ্ঠুর পিতা! আমি পারবো না এই নির্ম্মমতার যূপকাষ্ঠের তলায় মাথা পেতে দিয়ে তোমার পূজা করতে। আমিও চল্লুম, শবরপল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণে প্রাণে জানিয়ে দিয়ে আসি তোমার এই পৈশাচিক নির্ম্মমতার রক্ত-কাহিনী।

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। দীপ নিভে গেল শবররাজ, দীপ নিভে গেল! পৃথিবীর একটা সুষমা তুমি এম্‌নি ক'রে নষ্ট ক'রে দিলে?

বিশ্বাবসু। যাক্—আমার সর্ব্বস্ব যাক্; পুত্র, কন্যা, ধন, ঐশ্বর্য্য, সব যাক্, শুধু আমার নীলমাধব আমার বুক জুড়ে থাকুক্। কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ, সত্য বল?

বিদ্যাপতি। তোমার নীলমাধবকে আমি লুকিয়ে রেখেছি, এ সন্দেহ যে তোমার সম্পূর্ণ ভুল রাজা! দেখে এসেছি সত্যই তোমার নীল-মাধবকে, কিন্তু তাকে লুকিয়ে রেখেছি, এ তোমায় কে বল্লে? তিনি কি লুকিয়ে থাকেন শবররাজ? কার ক্ষমতা, তাঁকে লুকিয়ে রাখে? ওঃ—তুমি কি অন্ধ রাজা! একটা মিথ্যাকে কল্পনার তুলিকায় সত্য ব'লে এঁকে নিয়ে সযত্নরোপিত তরুর মূলে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করলে! একবার ভ্রান্ত চোখের নেশা বিবেক-বারিতে ধৌত ক'রে দেখ রাজা, তোমার নীলমাধব যে সর্ব্বব্যাপী—অনাদি—অনন্ত। নীলমাধবের অন্তর্দ্ধান, জেনো শবররাজ! সেই লীলাময়েরই লীলা-চাতুর্য্য ফুটিয়ে তো'লবার একটা অবতরণিকা।

বিশ্বাবসু। না—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি নে, এ তোমারি চক্রান্ত।

বিদ্যাপতি। বিশ্বাস কর রাজা! আমি তোমার শত্রু নই। স্থির জেনো, এ ভগবৎ-লীলা। ইঙ্গিতে যার বিশ্ব টলমল করে, কটাক্ষে যার ত্রিভুবন ভস্ম হ'য়ে যায়, এ তাঁরি চক্রান্ত। জানি না, অদূর, ভবিষ্যতে আবার তিনি কোন্ মাধবরূপে প্রকাশিত হবেন। এস রাজা! হিংসা, দ্বেষ, অভিমান ভুলে গিয়ে সন্ধির পথে। এস, দুজনে নীলমাধবের জন্য কাঁদি এস, আর সেই কান্নার দু' এক বিন্দু অশ্রু দিয়ে এই হতভাগিনীর আত্মার তর্পণ করি এস।

বিশ্বাবসু। না—না, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। তোমারি জন্য আজ আমি সব হারিয়েছি। আমার নীলমাধব গেল—ললিতা গেল—সব গেল! তুমি—তুমি আমার শত্রু। এস—এস, তোমায় হত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার শেষ ক'রে ফেলি। [ভল্ল উত্তোলন করিয়া হত্যায় উদ্যত হইল।]

বিদ্যাপতি। নীলমাধব! নীলমাধব!

নেপথ্যে। জয়—অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের জয়!

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও গুণনিধির প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কই—কোথায় বিদ্যাপতি? কোথায় আমার নীলমাধব? এঁ্যা—একি?

বিদ্যাপতি। মহারাজ!—মহারাজ!

গুণনিধি। মহারাজ! ওই সেই শবররাজ! এই যে, গুরুদেব এখনো সশরীরে বর্ত্তমান দেখ্ছি!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। শবররাজ! ভল্ল নামাও।

বিশ্বাবসু। কে তুমি? যাও—যাও, এ ভল্ল নাম্‌বে না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সাধ্য কি তোমার শবররাজ, ওই ভল্ল ব্রাহ্মণের বুকে

বসিয়ে দাও! ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল হ'লেও ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা অবন্তীপতি বিভাবসুনন্দন এই ইন্দ্রদ্যুম্ন বর্ত্তমান।

বিশ্বাবসু। তুমিই অবন্তীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন? তুমিই আমার নীলমাধবকে নিয়ে যেতে এসেছ? ওই চাটুকার ব্রাহ্মণই বুঝি তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছ? তবে ওকেই আগে শেষ করি। [গুণনিধিকে হত্যায় উদ্যত হইল।]

গুণনিধি। [সভয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের পশ্চাতে সরিয়া গিয়া নিজ ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া বলিল] সাবধান!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সাবধান! [তরবারি দ্বারা বাধা দিলেন।]

বিদ্যাপতি। মহারাজ! শান্ত হও তুমি! শবররাজ! তুমিও নিরস্ত হও। যার জন্য প্রতিমা বিসর্জ্জিত, ব্রাহ্মণ নির্য্যাতিত, সে তো আর নেই! তবে কিসের জন্য এই হিংসা-পূজার ব্রত-উদ্‌যাপন? ইন্দ্রদ্যুম্ন! নীলমাধব ছিলেন এই নীলাচলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সহসা তিনি অন্তর্হিত—চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। নীলমাধব নাই? একি শুন্‌ছি গুরুদেব! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

বিদ্যাপতি। সত্যই রাজা! আকস্মিক বজ্রপাত—অদৃষ্টের নির্ম্মমকশাঘাত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন।　　নীলমাধব! নীলমাধব!
　　　　হায় প্রভু, কোথা তুমি আজ?
　　　　তৃষিত চাতক সম সুদূর অবন্তী হ'তে
　　　　উন্মাদের মত হায় এসেছি ছুটিয়া,
　　　　কত তৃষা—কত আশা
　　　　হেরিব তোমার প্রভু অভিনব রূপ,

কিন্তু ওগো নিরদয় !
একি তব নির্ম্মমতা—
একি ছলা ভক্ত সনে দেব ?
স্বপনজড়িত চক্ষে হেরিয়াছি তব রূপ
অপরূপ বিশ্বমনোলোভা,
কিন্তু দয়াময় !
হতভাগ্য বলি কি গো
তুমি আজ দিবে না দর্শন ?
দেখা দাও—দেখা দাও,
দেখা দিয়ে পুরাও কামনা।

বিশ্বাবসু। তবে—তবে কি আমার নীলমাধব সত্য সত্যই নাই ?

বিদ্যাপতি। নাই শবররাজ ! বিশ্বাস কর—নীলমাধব নাই।

বিশ্বাবসু। তা হ'লে—তা হ'লে আমি কি করেছি—কি করেছি ! সেই নির্দ্দয় নীলমাধবের জন্য নিজের হাতে কন্যাকে হত্যা করেছি—ব্রাহ্মণকে নির্য্যাতন করেছি ! ওঃ, মহাপাপ—মহাপাপ করেছি ! ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! তুমি আমায় ক্ষমা কর। [নতজানু হইল।]

গুণনিধি। [স্বগত] বাপ্ ! কোথাকার ঢেউ কোথায় গিয়ে লাগ্‌লো।

বিদ্যাপতি। ওঠ শবররাজ ! ব্রাহ্মণ চিরদিনই ক্ষমাশীল। এস—এস মহারাজ ! আজ সবাই মিলে নীলমাধবের জন্য বেদনার তপ্ত অশ্রু ফেলে নীলাচল ভাসিয়ে দিই, দেখি যদি তাঁর সাড়া পাই—দেখা পাই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বৃথা মোর হ'লো অভিযান,
বৃথা মোর কামনা সাধনা,
বৃথা এই জীবনধারণ ;

মৃত্যু—মৃত্যু মোর বাঞ্ছনীয় দেব!
ফিরিব না অবন্তীতে আর,
"হা নীলমাধব" "হা নীলমাধব"
বলিতে বলিতে চিতানলে ত্যজিব পরাণ।

বিশ্বাবসু। নীলমাধব! নীলমাধব! নিষ্ঠুর! তুমি চ'লে গেলে, কিন্তু এ কি তীক্ষ্ণ বাণ আমার বুকে হেনে গেলে! আমায় পথের কাঙাল সাজালে! উঃ—ললিতা! ললিতা! মা আমার! তুইও আজ আমায় ছেড়ে চ'লে গেলি! বড় ব্যথা পেয়ে গেলি অভাগিনী! ফুটতে না ফুটতে কালের নিঃশ্বাসে শুকিয়ে গেলি! না—আর এ জীবনে কাজ নেই; চল্—চল্ মা! আজ বাপ বেটীতে এক সঙ্গে সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শান্তির দেশে চ'লে যাই।

[ললিতাকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। তাই হোক্—তাই হোক্ শবররাজ! এই দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমাদের শতগুণে বাঞ্ছনীয়; মৃত্যু ব্যতীত এ যন্ত্রণার আর শান্তি নেই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তাই চল—তাই চল দেব! শবররাজের মত আমরাও মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়িগে চল।

[নেপথ্যে দৈববাণী।]

দৈববাণী। আত্মহত্যা মহাপাপ। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি শীঘ্রই আমার দর্শন লাভ করবে। অগ্রে এই নীলাচলে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, তারপর সমুদ্রের বাঁকী মোহনায় আমি তোমায় দর্শন দেবো।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। নীলমাধব! নীলমাধব! কই—কই প্রভু? কোথায় তুমি? একবার—একবার দেখা দাও!

গীতকণ্ঠে বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী।—

গীত।

সে যে রাজিত হৃদি-মন্দিরে।
কভু আলোকে—কভু তিমিরে॥
ওই সে আকাশে, ওই সে বাতাসে,
ওই সে সাগরজলে,
ওই সে তৃষিত অবনীর বুকে নিয়ত পীযূষ ঢালে,
ওই শোন তার মুরলীর তান ভেসে আসে মৃদু সমীরে॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন। একি? একি? বনমালী? তুমি এখানে কার সঙ্গে এলে?

বনমালী। কেন, তোমার সঙ্গে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সে কি?

বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্ন! আমার মনে হয়, এই বনমালী কোন কপটীর কপট মূর্ত্তি; বলিকে বামনরূপে ছলার মত তোমাকেও ছলনা করতে এসেছে। ওই বালক যে কে, আগে তারই মীমাংসা কর।

[সহসা বনমালীর অন্তর্দ্ধান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বনমালী!—বনমালী! কই—কোথায় গেল সে বালক?

বিদ্যাপতি। বনমালী যে কে, তুমি তা এখনও বুঝ্‌তে পারলে না রাজা? বনমালীই যে আমাদের নীলমাধব। বহুদিন পূর্ব্বে আমি চিনেছিলুম, কিন্তু তুমি চিন্‌তে পার নি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বনমালী! বনমালী!
সত্যই কি তুমি মোর ধ্যানের দেবতা?

ওঃ—কি হতভাগ্য আমি,
নারিলাম চিনিতে তোমারে।
যদি এসেছিলে বাঞ্ছিত দেবতা মোর
অনাহুতরূপে দীনের কুটীরমাঝে
বিলাইতে অনন্ত করুণা,
তবে কেন আজি চ'লে গেলে
বুকে দিয়ে ভীম গুরুভার ?

বনমালী। [নেপথ্যে] অনুতাপ ক'রো না ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমায় পরীক্ষা করতে আমার এ কিশোর-বেশ। অবিলম্বে মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর, তোমার পূজা গ্রহণ করতে আমি এবার নবরূপে অবতীর্ণ হবো।

ইন্দ্রদ্যুম্ন! গুরুদেব! তা হ'লে নীলমাধবের মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হোক্; দেখি, কি ভাবে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

বিদ্যাপতি। দেব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। চল রাজা! মন্দির নির্ম্মাণের শুভদিন নির্দ্দেশ ক'রে দিইগে। তার পূর্ব্বে শবররাজকে মৃত্যুর কোল হ'তে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে; এখনও সে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হ'তে পারে নি। সেও যে ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

[গুণনিধি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গুণনিধি। যাক্! নীলমাধব হোক্ আর লালমাধবই হোক্, গুরুদেব যে এখনো শূলমাধব দর্শন করেন নি, এই ভাগ্য! যাই হোক্, যখন আবার এখানে এসে পড়েছি, তখন একবার না হয় আমার ঝুমকো বোন্‌ঝির বাড়ীটাই ঘুরে আসি। দীর্ঘ পথপর্য্যটন, বিশ্রাম চাই তো!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রান্তর।

চিন্তামগ্ন রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। মায়া—মায়া—মায়া।
একে একে ঘুরিলাম
কত দেশ, কত জনপদ
দগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা মুছে দিতে
শান্তির আঁচলে, কিন্তু হায়,
কি এক কর্ত্তব্যের তীব্র আকর্ষণ
ভ্রমণের পথে মোর
নিয়ে এল দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাব ধারা।
মনেতে পড়িল পাণ্ডুবর্ণ শুষ্কমুখ
সজল নয়ন দুটি মায়ের আমার।
মাগো! জননী জীবনদাত্রী মৃন্ময়ী শ্যামলা
হতভাগ্য দুরদৃষ্ট আমি,
তাই দূরে বহুদূরে করি বাস
কাঁদায়ে তোমারে। কি করিব?
বঞ্চিত করিলে তুমি স্নেহবিতরণে।
তবু—তবু মা তোমার তরে
ঝ'রে পড়ে নয়নের জল;
মনে হয় ছুটে গিয়ে আকুল-আগ্রহে

'মা' 'মা' রবে তোমার স্নেহের কোলে
ঢ'লে পড়ি অলস-আবেশে।
কিন্তু হায়, কুসন্তান আমি,
মায়ের মন্দির হ'তে
আজি হায় দুরান্তের পথে।

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসিনীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসিনী।—

গীত।

অন্ধকার! অন্ধকার!
মঙ্গল-দীপ নিভে গেছে সেথা, হয় না আরতি দেবতার॥

রুদ্রদ্যুম্ন। কে? কে? কেবা তুমি?
এত ব্যথা সঙ্গীতে তোমার?
অন্ধকার মায়ের মন্দির?
কেবা সেই মাতা?
বল—বল, শীঘ্র বল মোরে,
উদ্বেলিত হ'তেছে পরাণ।

সন্ন্যাসিনী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সে যে জীবনদাত্রী জনমভূমি কত সাধনার দান,
সুন্দর চারু হসিত আনন হয়েছে শুষ্ক ম্লান,
তার মন্দিরমাঝে জ্বলেছে অনল, উঠিতেছে শুধু হাহাকার॥

রুদ্রদ্যুম্ন। কি—কি কহিলে,
মায়ের মন্দিরে আজ জ্বলেছে অনল?

হাহাকার উঠেছে চৌদিকে ?
কেন ? কেন ?
কোথা গেল বিশ্বজয়ী ইন্দ্রদ্যুম্ন ?
কোথা তার বীরেন্দ্র তনয় ?
কোথা সেই মাতৃভক্ত সন্তানের দল ?

সন্ন্যাসিনী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তারা নাই—তারা নাই,
কেহ গৃহছাড়া, কেহ বা বন্দী, ভাবিয়া তো নাহি পাই,—,
কে আর মুছাবে নয়নের ধারা, কে আর ঘুচাবে ব্যথাটী মার ?

রুদ্রদ্যুম্ন। বল্—বল্ মা গো, শীঘ্র ক'রে বল্,
কে করিল অবন্তীর হেন সর্ব্বনাশ ?

সন্ন্যাসিনী। কুমার রত্নবাহুকে রাজ্যভার দিয়ে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচল যাত্রা করেছেন, সঙ্গে রাণীও গেছেন। ছোট রাণী আর তার ভাই অরিন্দম ষড়যন্ত্র ক'রে কৌশলে কুমারকে বন্দী করেছে,—কাল না কি তার প্রাণদণ্ড হবে। তাই আমি রাজ্যের সবাইকে জানিয়ে বেড়াচ্ছি, কেউ যদি কুমারকে উদ্ধার করে; কিন্তু কেউ আমার কথা শুন্লে না। পার যদি, তাকে উদ্ধার কর।

[প্রস্থান।

রুদ্রদ্যুম্ন। কি—কি ?
অরিন্দম সুষমা এখনো জীবিত ?
হয় নাই বজ্রাঘাত শিরেতে তাদের ?
কি করি—কি করি এখন ?

অবন্তীতে ফিরে যাবো পুনঃ ?
কেন ? কিবা স্বার্থ মোর ?
যাক্—যাক্—অবন্তী ডুবিয়া যাক্
পাতালের ঘন অন্ধকারে।
না—না, হইবে না তাহা ;
জীবিত থাকিতে পুত্র
জননীর গণ্ড বহি ঝরিবে বাদল ?
কেন তবে পুত্ররত্নে মা'র আকিঞ্চন ?
মা—মা—মা,
সাধনার কামনার অনন্ত সম্পদ,
সেই মা'র ব্যথা আজি করিতে মোচন
ফেলে দিব গৈরিক বসন,
ত্যাগে আজি আসক্তি আনিব,
আবার ধরিব করে শাণিত কৃপাণ ;
এ যে মোর কর্ত্তব্যের পূজা,
এ যে মোর ধর্ম্মের অর্চ্চনা,
এ যে মোর তপস্যা—সাধনা।
মায়ের সন্তান আমি,
মায়ের মন্দির আজি বৈরীরক্তে
করিয়া রঞ্জিত, মা'র পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
সে যে মা—মা—
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

[দ্রুত প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিলাস-কুঞ্জ।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওলো সাজ, লো সই অভিসারে।
এলো বাঞ্ছিত হৃদিরঞ্জনকারী তৃষিত কুঞ্জদ্বারে॥
পুষ্পের মধু সঞ্চিত করি চাঁদের কিরণ হরিয়া,
কম-কুসুমশর নয়নেতে নিয়ে এল বঁধু আজ ফিরিয়া,
প্রেম-বারি আজি সিঞ্চন করি হৃদয়-আসনে বসা লো তারে॥

অরিন্দমের প্রবেশ।

অরিন্দম। গাও—গাও, আবার গাও; তোমাদের ওই সুললিত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অরিন্দমের বহুদিনের দগ্ধ ব্যথায় শান্তির ধারা ঢেলে দাও, আমার এ বিলাস-কুঞ্জ অমরায় নন্দন-কাননে পরিণত হোক্। গাও—আবার গাও! [আসন গ্রহণ করতঃ সুরাপান]

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

এস হে বঁধুয়া, এ মধু-বাসরে প্রেমের সাগরে ভাসিয়া।
আবেশজড়িতে হিয়ার আসনে ব'সো হে অতিথি হাসিয়া॥

পাপিয়া তুলুক্ কুহুতান,
সঞ্চিত যত ব্যথা, মরমে আছে গো গাঁথা,
কর সখা আজি অবসান;
মলয় বাজাক্ বাঁশরী তাহার মিলনের সুর বাঁধিয়া,
[ওগো] থাকো তুমি চিরসুন্দর হ'য়ে অন্তরমাঝে জাগিয়া॥

[অরিন্দমের গলদেশে পুষ্পমাল্য দিয়া প্রস্থান।

অরিন্দম। আমার প্রাণপাত পরিশ্রম এতদিনে সার্থক! বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে ভাগ্যহীন অরিন্দম আজ অবন্তীর রাজা। এই-বার আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশার একে একে তৃপ্তিসাধন করবো—আমার প্রতিহিংসা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো। হাঃ-হাঃ হাঃ! [সুরাপান]

রক্তাক্ষের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। অরিন্দম!

অরিন্দম। [অন্যমনস্কভাবে আপনমনে] ইন্দ্রদ্যুম্ন! ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি দেখ্‌বে, অরিন্দম কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর! রত্নবাহুর ছিন্নশির শীঘ্রই তোমায় উপঢৌকন দেবো।

রক্তাক্ষ। অরিন্দম!

অরিন্দম। [পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে] সুষমা! ভগ্নী! আনন্দ কর্ বোন্—আনন্দ কর্; কাঁদার দিন শেষ হয়েছে, এখন আর ব্যথার নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হবে না। তোর দাদাই যে আজ অবন্তীর অধীশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [পুনঃপুনঃ সুরাপান]

রক্তাক্ষ। [স্বগত] একি? অরিন্দম কি জ্ঞানশূন্য—আত্মহারা? আমার কথায় কর্ণপাত নাই! আমায় উপেক্ষা! [উত্তেজিতভাবে] অরিন্দম! অরিন্দম!

অরিন্দম। [চমকিতভাবে] কে

রক্তাক্ষ। [দৃঢ়স্বরে] আমি।

অরিন্দম। ও—কাপালিক—তুমি? তা এখানে কেন? কি জন্য এসেছ আমার বিলাস-মন্দিরে আমায় বিরক্ত করতে? যাও—যাও; তোমার ওই বিশ্রী কদাকার মূর্ত্তি দেখলে আমার নর্ত্তকীগণ যে আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

রক্তাক্ষ। [সাশ্চর্য্যে] কি বলছো তুমি অরিন্দম?

অরিন্দম। এটা হ'চ্ছে রাজার বিলাসকুঞ্জ। দেবমন্দিরে বা অতিথি-শালায় আশ্রয় লও গে, সেই তোমার যোগ্য স্থান।

রক্তাক্ষ। অরিন্দম! তুমি কি সেই অরিন্দম? যেদিন সহস্র অভি-যোগের কাতর আবেদন নিয়ে দীননেত্রে আমার পদতলে ব'সে সাহায্য ভিক্ষা করেছিলে, সেদিন এত শীঘ্র ভুলে গেলে অরিন্দম? আজ অবন্তীর অধীশ্বর হ'য়ে ভেবেছ বুঝি তুমি দিগ্বিজয়ী বীর হয়েছ? মনে রেখো, যার শক্তিতে উঠেছ হিমাদ্রির উচ্চ শিখরে, আবার তারি ইঙ্গিতে পড়তে হবে পাতালের চিরান্ধকারময় গহ্বরে।

অরিন্দম। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না। যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে, তার জন্য বৃথা চিৎকার ক'রে লাভ কি?

রক্তাক্ষ। অরিন্দম! তুমি কি মানুষ?

অরিন্দম। মানুষ হ'লে কি আর তোমার মত মানুষের সাহায্য নিই?

রক্তাক্ষ। বেশ, সিংহাসন তো পেয়েছ; এখন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত নন্দাকে আমার করে অর্পণ কর।

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! উন্মাদ তুমি কাপালিক! আমি রাজ্যও চাই—নন্দাকেও চাই।

রক্তাক্ষ। কি? নন্দাকে আমার করে অর্পণ করবে না?

অরিন্দম। অসম্ভব! নন্দা যে আমার দিবসের চিন্তা, নিশার স্বপ্ন; তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, ঢল-ঢল লাবণ্য আমায় উন্মাদ করেছে, আমি তাকে আমার হৃদয়েশ্বরী করবো।

রক্তাক্ষ। বিশ্বাসঘাতক! প্রবঞ্চক!

অরিন্দম। স্তব্ধ হও ভণ্ড!

রক্তাক্ষ। বটে! ক্ষমতায় দৃপ্ত হ'য়ে আজ তুমি রক্তচক্ষু দেখাতে সাহস করছো রক্তাক্ষ কাপালিককে? কিন্তু জেনো অরিন্দম! আমার একটী মাত্র কটাক্ষে তোমার মত শত সহস্র অরিন্দম পুড়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হবে।

অরিন্দম। যাও—যাও, ভগ্ন মন্দিরপ্রাঙ্গণে ব'সে ধুনি জ্বালাওগে।

রক্তাক্ষ। বটে! বটে! এতদূর অগ্রসর হয়েছ? ধূর্ত্ত! শঠ! প্রতারক!

অরিন্দম। আশ্চর্য্য হ'য়ো না বন্ধু! এটা হ'চ্ছে জগতের নিয়ম। কার্য্যোদ্ধার করতে হ'লে অনেক কৌশলজাল বিস্তার করতে হয়। এতদিন আমি কালভুজঙ্গ নিয়ে খেলা করছিলুম, মাত্র স্বার্থের জন্য। এখন সব সম্বন্ধ ঘুচে গেছে; অরিন্দম এখন অবন্তীর রাজা, আর তুমি এখন তারই আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

রক্তাক্ষ। [ক্রোধে উন্মত্ত লইয়া] কি! কি! আবার বল্—আবার বল্, দেখি তোর কণ্ঠের স্বাধীনতা কতখানি! দে—দে বিশ্বাসঘাতক! শীঘ্র নন্দাকে এনে দে!

অরিন্দম। আরে—আরে ভণ্ড কাপালিক! বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার সাধ? পান কর নন্দার প্রেম-সুধা। [সহসা উঠিয়া রক্তাক্ষের বক্ষে ছুরিকাঘাত।]

রক্তাক্ষ। ওঃ! বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতক! মা তারা! শেষে এই করলি!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

অরিন্দম। ব্যস্—একটা শত্রু নিপাত; এইবার রত্নবাহু। এই—কে আছিস্?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

অরিন্দম। নিয়ে আয়, বন্দী রত্নবাহু আর নন্দা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

অরিন্দম। নন্দা! নন্দা! দাম্ভিকা! আজ তোমারি সম্মুখে তোমার প্রণয়ীর শিরশ্ছেদ করবো। শত অনুনয় কাতরতায় তুমি যখন উপেক্ষার পদাঘাত করেছ, তখন অরিন্দম আজ সে পদাঘাতেব প্রতিশোধ নিতে রত্নবাহুর রক্তপান করবে।

শৃঙ্খলিত রত্নবাহুকে প্রহরী রাখিয়া গেল

রত্নবাহু। সে ক্ষমতা তোমার নাই দস্যু! রত্নবাহুর রক্তপান করা অত সহজ নয়।

অরিন্দম। কে—রত্নবাহু? জানো তুমি কোথায়?

রত্নবাহু। জানি—জানি, আমি একটা নরপিশাচের পূতিগন্ধময় নরক নিবাসে।

অরিন্দম। স্তব্ধ হও উদ্ধত যুবক! ভুলে যাচ্ছ যে তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে এখন আমারই দয়ার উপর।

রত্নবাহু। তা জানি। বন্দী আমি, পার তুমি ইচ্ছামত দণ্ড দিতে, পার তোমার ক্ষমতার সার্থকতা দেখাতে; কিন্তু স্মরণ রেখো পাপী! অগ্নি-

ভাবে পাপের জয়ডঙ্কা ভগবানের রাজত্বে চিরকাল বাজ্‌বে না। তোমারও শৃঙ্খল তৈরী হ'চ্ছে—তোমারও ধ্বংস অনিবার্য্য।

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! উন্মাদের কল্পনা। আচ্ছা, বল রত্নবাহু! তুমি কি চাও? মুক্তি না শাস্তি?

রত্নবাহু। তার অর্থ?

অরিন্দম। হ্যাঁ—যদি মুক্তি চাও, আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারি, বিনিময়ে আজীবন আমার দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। আমিই এখন অবন্তীর অধীশ্বর।

রত্নবাহু। তুমিই অবন্তীর অধীশ্বর? দাসত্ব করতে হবে তোমার? একটা নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ পিশাচের? জীবন্ত নরক—কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ—পৃথিবীর মহাপাপ তুমি, তোমার দাসত্ব করবে রত্নবাহু? কি বলবো, আমি শৃঙ্খলিত! একটিবার—একটিবার যদি ছাড়া পেতুম, সিংহবিক্রমে লাফিয়ে গিয়ে তোমার ঐ পাপ রসনাটা উপড়ে ফেলে দিতুম।

অরিন্দম। এখনও এত দর্প?

রত্নবাহু। হ্যাঁ—এত দর্প। দস্যু! পরস্বাপহারী! বিশ্বাসঘাতক! তোমার শাসনদণ্ডের তলায় মাথা পেতে দিতে হবে আমায়?

অরিন্দম। না দাও, মরতে পারবে তো?

রত্নবাহু। খুব পারবো; তার পূর্ব্বে তোমার মত নরকের কৃমি-কীটের আজ্ঞাবাহী সেজে আমার ইহকাল-পরকালে জলাঞ্জলি দিতে পারবো না।

অরিন্দম। [উত্তেজিত হইয়া দৃঢ়স্বরে] কশাঘাত—কশাঘাত, অগণিত কশাঘাতে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করবো—পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করবে।

রত্নবাহু। তাও সহ্য করবো। হোক্ আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত,

ছুটুক রক্তের নদী, তবু তোমার এই জঘন্য প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি।

অরিন্দম। এতদূর স্পর্দ্ধা? তবে দেখ্ দাম্ভিক! আমি আজ কি ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। তোরই সম্মুখে তোর সেই প্রণয়িনীর কি দুর্দ্দশা করি, নীরবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য কর্!

বন্দিনী নন্দাকে প্রহরী রাখিয়া গেল।

অরিন্দম। এই যে নন্দা!
এস—এস প্রাণময়ী!

[ধরিতে অগ্রসর]

নন্দা। সাবধান রে পিশাচ!
আমি সতী—পরনারী;
লালসার উন্মত্ত আবেগে
এস যদি সতী-অঙ্গ করিতে স্পর্শন,
তা হ'লে জানিও মূর্খ!
দিগন্ত কাঁপায়ে আজি
খসিয়া পড়িবে বজ্র তোমারি শিরেতে,
নিমেষে নীরব হবে রিপুর দহন।

অরিন্দম। শোন নন্দা!
চাহ যদি রত্নের জীবন,
সমর্পণ কর তব জীবন যৌবন
আমারি চরণে;
হবে অবন্তী-ঈশ্বরী, শত শত
দাস-দাসী সেবিবে তোমারে!

নন্দা। শত শত পদাঘাত সে ছার সৌভাগ্যে।
প্রলোভনে রে নারকী!
চাহ তুমি সতীর অমূল্য নিধি
করিতে হরণ? যতদিন রহিবে জীবন,
ততদিন দগ্ধীভূত
হই যেন দুর্ভাগ্য-অনলে।

অরিন্দম নন্দা! নন্দা! প্রেমময়ী!
কতদিন এইভাবে করিবে বঞ্চনা?

[সহসা নন্দার হস্তধারণ]

নন্দা ছাড়্—ছাড়্ রে নারকী!
একি তোর প্রবৃত্তির খেলা?
কোথা—কোথা তুমি বিপদভঞ্জন!
এস আজ চক্রকরে
দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড সম সতীর রক্ষায়।
কোথা—কোথা তুমি সতীনাথ!
সতীধর্ম্ম রক্ষা তরে
কাঁপাইয়া ত্রিদশ ভুবন,
এস এই দুর্জ্জনদলনে।

রত্নবাহু ওঃ, শৃঙ্খলিত আমি—নাহিক উপায়;
সতীর সতীত্ব যায়,
তবু হায় নীরব মেদিনী।
কই—কই মা প্রকৃতি তোর
অনন্ত আকাশে
মহাশক্তি বজ্রের হুঙ্কার?

কই—কোথা তোর
বিশাল বক্ষের সেই প্রলয়-উচ্ছ্বাস ?
কই—কোথা তোর
বক্ষভেদী গৈরিক নিঃস্রাব ?
ধ্বংস কর্—ধ্বংস কর্
আজি ওই দুরন্ত কামুকে।

অরিন্দম। নন্দা! নন্দা!
তুমি যে আমার—আমার!

[নন্দাকে সবলে আকর্ষণ।]

নন্দা। ওগো—কে আছ কোথায় ?
থাকো যদি আদর্শ মানব,
থাকো যদি মায়ের সন্তান,
থাকো যদি অবন্তীর কোন মহাপ্রাণ,
এস—এস,
রক্ষা কর সতীর সম্মান।

[মূর্চ্ছিতা হইল।]

সহসা উদ্যত অসিহস্তে সন্ন্যাসীবেশী
রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। আছে—আছে, সতীমান সতীমর্য্যাদা রক্ষা করতে অবন্তীর একজন সন্তান এখনও জীবিত আছে। আরে—আরে সতী-নির্য্যাতন-কারী পশু—[অরিন্দমের পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত]

অরিন্দম। ওঃ—ওঃ, একি ? [রুদ্রদ্যুম্নের দিকে ফিরিয়া] কে—কে তুমি সন্ন্যাসী ?

রুদ্রদ্যুম্ন। মৃত্যুর সাকার মূর্ত্তি—ধ্বংসের মহাবজ্র। চিন্‌তে পার—চিন্‌তে পার নারকী, কে আমি? আমি—আমি সেই রুদ্রদ্যুম্ন, যার অবর্ত্তমানে তোর এই অবাধ স্বেচ্ছাচার। আজ তোর পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত! [পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত।]

অরিন্দম। রুদ্রদ্যুম্ন! কাপুরুষ! ওঃ—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!

[পলায়ন।

রুদ্রদ্যুম্ন। কোথায় পালাবি রে পিশাচ? আজ তোর ওই দর্পোন্নত শির স্কন্ধচ্যুত ক'রে জগতের সমক্ষে উপহার দেবো।

[অরিন্দমের পশ্চাদ্ধাবন।

রত্নবাহু। নন্দা। নন্দা!

নন্দা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] রত্ন! রত্ন!

রত্নবাহু। ভয় নেই নন্দা! সতীর কাতর ক্রন্দনে, আর্ত্তের আর্ত্তনাদে ভগবানের অচল আসন ট'লে উঠেছে। ভগবান আছেন—ভগবান আছেন।

নন্দা। [উঠিয়া] কই—কই, সে নরপিশাচটা কোথায়?

রত্নবাহু। এতক্ষণে বোধ হয় জীবনের পরপারে চ'লে গেল নন্দা, পিতৃব্য আবার অবন্তীতে ফিরে এসেছেন, তাঁরি হস্তে আজ অরিন্দমের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ।

ব্যস্তভাবে সুষমার প্রবেশ।

সুষমা। [প্রবেশপথ হইতে] দাদা! দাদা! কই—রত্নবাহুর ছিন্নমুণ্ড কই? আমি যে আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। দাও—দাও, শীঘ্র আমায় রত্নবাহুর ছিন্নমুণ্ড দাও! আমি দেখি—হাসি, আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করি।

অরিন্দমের ছিন্নমুণ্ড লইয়া রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। ধর্—ধর্ রাক্ষসী এই ছিন্নমুণ্ড! [সুষমার পাদদেশে ছিন্নমুণ্ড ফেলিয়া দিলেন।]

সুষমা। এঁ্যা—এঁ্যা, কে তুমি? [সহসা চিনিতে পারিয়া] তুমি —তুমি এসেছ? [ছিন্নমুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] একি? এ যে দাদার ছিন্নমুণ্ড! উঃ—একি হ'লো! [কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।]

রুদ্রদ্যুম্ন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নে—নে, তুলে নে রাক্ষসী! শত আগ্রহে সহস্র ব্যাকুলতায় ওটাকে তুলে নে—তুলে নে!

সুষমা। [রুদ্রদ্যুম্নের মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।]

রুদ্রদ্যুম্ন। দেখ্‌ছিস কি অবাক হ'য়ে হতভাগিনী আমার মুখের পানে? আমি—সেই আমি—সেই আমি। ওঃ—কি কর্‌লি রাক্ষসী? সারাজীবন শুধু হিংসার আগুনে পুড়ে মর্‌লি!

সুষমা। দাদা!—দাদা! [অরিন্দমের ছিন্নমুণ্ডের উপর আছড়াইয়া পড়িল।]

রুদ্রদ্যুম্ন। রত্ন! রত্ন! বাপ আমার! নন্দা—মা আমার! আয় —তোদের আমি বুকে ধ'রে ক্ষণিকের জন্যও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলি। [উভয়ের বন্ধনমোচন ও বক্ষে ধারণ।]

রত্নবাহু ও নন্দা। পিতৃব্য!—পিতৃব্য! [বক্ষে মুখ লুকাইল।]

রুদ্রদ্যুম্ন। আমি সব শুনেছি রত্ন! আজ তোদের দু'জনকে অবন্তীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমিও দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌বো। চল্ —এখানে আর থাকিস্ নে, রাক্ষসীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে হয় তো পুড়ে মর্‌তে হবে। আয়—আয়, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়! [প্রস্থানোদ্যত]

সুষমা। [সংজ্ঞাপ্রাপ্তে] স্বামী! স্বামী!

রুদ্রদ্যুম্ন। স্বামী? কে স্বামী? আমি? মনে মনে জেনে রাখিস্, তাতেই তোর শাস্তি—তাতেই তোর মুক্তি। তোর মত নারকী পত্নীর মুখদর্শনেও মহাপাপ। কাঁদ্—কাঁদ্ অভাগিনী! জীবনভোর কাঁদ্, যদি তোর অনুতাপের অশ্রুজলে পাপের বোঝা কিছুমাত্রও লাঘব হয়।

[প্রস্থানোদ্যত]

রত্নবাহু। পিতৃব্য! ক্ষমা! ক্ষমা কর আমার জ্ঞানহীনা জননীকে।

রুদ্রদ্যুম্ন। না—না, ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই। ধ্বংসরূপিণী ওই রাক্ষসীকে ক্ষমা ক'রে সুপবিত্র পিতৃবংশে কলঙ্ক লেপন কর্‌তে পার্‌বো না। আমার দাদা আর স্ত্রী, বহু ব্যবধান। ক্ষমা অসম্ভব—অসম্ভব!

[সুষমা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুষমা। অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত! সৃষ্টির সহসা একি পরিবর্ত্তন! অলক্ষ্যে কার একটি ইঙ্গিতে আমার সকল আশার শেষ হ'য়ে গেল! আমি আজ সৃষ্টির বুকে নিঃস্ব—সর্ব্বস্বহারা। কি কর্‌লুম—কি কর্‌লুম! উঃ—প্রাণ যায়! চারিদিক হ'তে কারা যেন বিষাক্ত শর আমার উপর নিক্ষেপ কর্‌ছে! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল! উঃ—একি পরিণাম! একি কর্ম্মফল! একি প্রায়শ্চিত্ত! না—না, শাস্তি চাই—শাস্তি চাই! ওই—ওই উত্তাল তটিনীগর্ভেই আমার চিরশান্তি। আমার পাপভারে পৃথিবী কাঁপ্‌ছে—আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ছে—বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। যাই—যাই, শান্তির আলয়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিগে। সুন্দর—সুন্দর ভগবানের বিচার! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নীলাচল—নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মাল্যবতী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। এতদিনে সাঙ্গ হ'লো মন্দিরপ্রতিষ্ঠা;
কিন্তু হায়,
কোথায় রাণী দর্শন তাঁহার?
কোথা মুরলীতান,
কোথায় নূপুরধ্বনি
কোথা সেই সজল জলদকান্তি
বিশ্ব-বিমোহন? মন উচাটন,
কতদিনে নয়ন সার্থক হবে
হেরি তাঁর রাতুল চরণ?
জীবনের দিনগুলি অবসানপ্রায়,
জানি না কোথায়,
কোন্ সে অজানা ক্ষণে
পূর্ণ হবে বাসনা আমার!
করুণার অবতার হে নীলমাধব!
তৃষিত চকোর সম
তোমারি দর্শন-আশে

দূরান্তের পথে আজি
প্রবাসী যে আমি ;
হে নিখিলস্বামী !
কতদিন আর করিবে বঞ্চনা ?
দেখা দাও—দেখা দাও,
মিটাও পিয়াসা।
রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার করি পরিহার,
তোমারি চরণতলে লইব আশ্রয়।

মাল্যবতী   মহারাজ ! হ'য়ো না অধৈর্য্য ;
তাঁহারি আদেশে এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু দয়াল মাধব
অবশ্যই ভক্তবাঞ্ছা করিবে পূরণ।
তব প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরমাঝারে
নবরূপে অবতীর্ণ হইবেন তিনি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন।   কিন্তু রাণী ! কোথায় আশ্বাস ?
নিরাশা-তমসাঘেরা হৃদয়-মন্দিরে
না জানি ফুটিবে কবে
স্বর্গের আলোক !
কত দিন প্রতীক্ষা-নিরত-চক্ষে
তাঁহার দর্শন-আশে
ধৈর্য্য-ডোরে বাঁধিব হৃদয় ?
বিবেকের দারুণ দংশন
অহরহঃ কত সহি আর ?
আমারি তরেতে হায় ভক্ত বসুরাজ

নিরন্তর সহে কত যন্ত্রণা অপার,
গেল তার বাঞ্ছিত দেবতা,
হারাইল কন্যা-রত্ন জনমের মত,
জ্ঞানহারা—উন্মাদ এখন ;
"হা নীলমাধব"—"হা নীলমাধব" বলি
দিবারাতি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
সোনার সংসার তার হইল শ্মশান ।

অর্দ্ধোন্মাদ বিশ্বাবসুর প্রবেশ ।

বিশ্বাবসু । মর্‌তে দিলে না—মর্‌তে দিলে না ! সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম, জল থেকে তুলে আন্‌লে ; বল্‌লে, নীলমাধব আবার আস্‌বে । কই ? এত খুঁজ্‌ছি—এত ডাক্‌ছি, তবুও তো সে আমার ফিরে এলো না । নীলমাধব ! নীলমাধব ! এস—এস নিষ্ঠুর ! একবার দেখা দাও ! আর কত লুকোচুরি খেল্‌বে ? দেখ্‌ছো, তুমি আমার কি দশা করেছ ! [সহসা] ওই যে—ওই যে আমার নীলমাধব, দাঁড়াও—দাঁড়াও, যেও না—যেও না ! ওই যা !—পালিয়ে গেল ! ও কে ? ললিতা ? তুই এসেছিস্ ? আমি যে তোর জন্যে সারা দুনিয়াটা তোলপাড় কর্‌ছি । ওকি ? কাঁদ্‌ছিস কেন ? আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছিস না ? আমি যে তোর পিতা—সেই বিশ্বাবসু । আয়—আয় মা, একবার বুকে আয় ! ওকি ? তবু দাঁড়িয়ে রইলি যে ? বুঝেছি, অভিমান হয়েছে । হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমি যে তোকে জল্লাদের মত হত্যা করেছি ! তোর রাক্ষস পিতাকে ক্ষমা কর্ মা—ক্ষমা কর্ !
[ব্যাকুলভাবে অগ্রসর ।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন । শবররাজ ! শবররাজ !

বিশ্বাবসু। কে—কে তুমি? অবন্তীরাজ? পেয়েছ—পেয়েছ, আমার নীলমাধবের দেখা পেয়েছ? দাও—দাও রাজা! আমার নীলমাধবকে এনে দাও—আমায় বাঁচাও!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। শবররাজ!—শবররাজ! প্রকৃতিস্থ হও বন্ধু! নীলমাধবের দয়া হ'লে তিনি আপনিই এসে আমাদের দর্শন দেবেন। এ সবই আমাদের কর্ম্মফল।

বিশ্বাবসু। কর্ম্মফল? না—না, মিথ্যা। তুমিই আমার এ সর্ব্বনাশ করেছ—তুমিই আমার সোনার হাটে আগুন জ্বেলে দিয়েছ—তুমিই আমার নীলমাধবকে চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছ! দাও—দাও, শীগ্ গির দাও! নইলে জান, আমি নীচ শবর, ধর্ম্মাধর্ম্ম মান্‌বো না—পাপ-পুণ্য মান্‌বো না, আমি এর চরম প্রতিশোধ নেবো।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। উপায় নেই শবররাজ—উপায় নেই।

বিশ্বাবসু। উপায় নেই? আছে—আছে। তোমায় আমি হত্যা কর্‌বো—তোমার রক্ত গায়ে মেখে ধেই-ধেই ক'রে নৃত্য কর্‌বো, তা হ'লেই আমার নীলমাধব ফিরে আস্‌বে—আমার ললিতাও ফিরে আস্‌বে।

মাল্যবতী। তাই তো, কি হবে মহারাজ? শবররাজ যে প্রকৃতই উন্মাদ; জানি না, এখনি কি অনর্থ ঘটাবে। যাই—আচার্য্যকে ডেকে দিইগে, তিনি এসে শবররাজকে শান্ত করুন।

[দ্রুত প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বন্ধু! সত্যই তুমি আজ আমারি জন্য সর্ব্বহারা—পথের কাঙাল। ত কর বন্ধু! ভাগ্যহীন ইন্দ্রদ্যুম্নের পাপ রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে শান্তিলাভ কর, আমিও সকল যন্ত্রণার পরপারে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। এই আমি বুকে পেতে দিচ্ছি, তুমি আমায় হত্যা কর।

বিশ্বাবসু। দস্যু অবন্তীরাজ!—[ইন্দ্রদ্যুম্নকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।]

শশব্যস্ত বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। [বাধা দিয়া] কর্‌ছো কি শবররাজ? অদৃষ্টের উপর অভিমান ক'রে একি কর্‌তে চলেছ রাজা? ন্যায়-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে হিংসার পথে এসে দাঁড়ালে কি সেই জগদ্দুর্ল্লভের দর্শন পাওয়া যায়? ক্ষান্ত হও শবররাজ! ক্ষান্ত হও।

বিশ্বাবসু। ক্ষান্ত হবো? আমার বুকের মধ্যে যে কি জ্বালা, তোমরা তার কি বুঝ্‌বে? যদি বুঝ্‌তে, আমার মত তোমরাও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে। আমার এ দুর্দ্দশা করেছে কে? সে তোমরা—তোমরা! শবর-পল্লীর ঘরে ঘরে দেখে এস, হাহাকার—শুধু হাহাকার! নীলমাধবের অভাবে নীলাচল আজ অন্ধকার—শ্মশান! এ দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না—দেখ্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে তোমরাই আমার গলা টিপে মার; না পার, আমি নিজেই ম'রে এ যন্ত্রণার শেষ ক'রে দিই। [আত্মহত্যার চেষ্টা।]

বিদ্যাপতি। [বাধা দিয়া] শান্ত হও—শান্ত হও শবররাজ! পাবে—আবার তোমার নীলমাধবের দর্শন পাবে—আবার ওই প্রকৃতির গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে তাঁর অভয় মূর্ত্তির পুণ্য-জ্যোতি ফুটে উঠ্‌বে; তাঁকে আস্‌তেই হবে। ওই দেখ, ধরণীর সুবিস্তৃত ললাটে কে যেন তাঁর আগমনীর বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছে! ওই উত্তাল জলধির ভীম গর্জ্জনের মাঝখানেও তাঁর সুমধুর বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভয় নেই—তিনি আস্‌ছেন। এস ইন্দ্রদ্যুম্ন! এস শবররাজ। আমাদের সম্মিলিত বেদনার অশ্রু দিয়ে তাঁর শুভাগমনের পথ পরিষ্কার করি এস।

অম্বরের প্রবেশ।

অম্বর। মহারাজ! একখানা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ ভেসে এসে সমুদ্রের বাঁকী মোহনায় লেগেছে; আমরা অনেক চেষ্টা ক'রেও সেটাকে তীরে তুল্‌তে পারলুম না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [সবিস্ময়ে] প্রকাণ্ড কাষ্ঠ?

[নেপথ্যে দৈববাণী]

দৈববাণী। সেই কাষ্ঠখণ্ডেই আমার স্বরূপত্ব বিদ্যমান। তুমি সেই কাষ্ঠখণ্ড হ'তে আমার বিগ্রহ গঠন ক'রে মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা কর ইন্দ্রদ্যুম্ন!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। [সবিস্ময়ে] একি? একি দেব?

বিদ্যাপতি। সেই লীলাময়েরই অনন্ত লীলা রাজা! আর চিন্তা কি? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ভক্তাধীন অবতীর্ণ হয়েছেন।

বিশ্বাবসু। এসেছে—এসেছে অম্বর, আমার নীলমাধব এসেছে? কই—কই? চল্—আমায় দেখিয়ে দিবি চল্! এবার তাকে পেলে তার হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো।

বিদ্যাপতি। শবররাজ! আর তোমায় কাঁদতে হবে না, এইবার তুমি নীলমাধবের আবার দর্শন পাবে! চল—চল রাজা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু দেব! সেই দারুখণ্ড হ'তে ভগবানের কিরূপ মূর্ত্তি গঠিত হবে? তিনি যে অরূপ—তিনি নিরাকার!

বিদ্যাপতি। তাও তো চিন্তার কথা! ভগবান! ব'লে দাও, কি মূর্ত্তিতে তুমি অবতীর্ণ হ'তে চাও?

[নেপথ্যে দৈববাণী।]

দৈববাণী। সেই দারুখণ্ড হ'তে আমার ত্রিমূর্ত্তি গঠন কর রাজা!

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রা। ওই ত্রিমূর্ত্তিতেই আমি যুগ-যুগান্তকাল তোমার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরমধ্যে বিরাজিত থাকবো।

বিদ্যাপতি। চল—চল রাজা! আর কালক্ষেপের আবশ্যক নাই! সেই দারুখণ্ড কূলে উত্তোলন ক'রে ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের আয়োজন করিগে চল।

অমর। কে তুলবে? আমরা দশ হাজার লোক সারাদিন চেষ্টা ক'রেও তীরে তুলতে পারি নি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তা হ'লে উপায়?

[নেপথ্যে দৈববাণী।]

দৈববাণী। চিন্তা নেই ভক্ত! তুমি আর আমার পরম ভক্ত শবর-রাজ স্পর্শ করলেই দারু উত্তোলনে সক্ষম হবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ধন্য—ধন্য শবররাজ! কে বলে তুমি হীন নীচ অস্পৃশ্য? তুমি উদার মহান্ দেবতা। এস—এস ভাই! হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে তোমার সেই আজন্ম সাধনার কাম্যফল নীলমাধবকে আবার দেখবে এস।

[বিদ্যাপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। ধন্য—ধন্য শবররাজ! ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমাদের কীর্ত্তি-গাথা ভারতের বক্ষে চির-অমর হ'য়ে জাগ্রত থাকুক। অনন্ত হাহাকারে জর্জ্জরিত নীলাচলের মরুবক্ষে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-শঙ্খ আবার মঙ্গল-সুরে বেজে উঠুক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দিরসংলগ্ন বহির্ব্বাটী।

সূত্রধরগণের প্রবেশ।

১ম সূত্রধর। হায়—হায়, সর্ব্বনাশ হ'লো! বিগ্রহ গড়্‌তে এসে প্রাণটা গেল দেখ্‌ছি!

২য় সূত্রধর। কি শক্ত কাঠ বাবা, একটা কোপও বসাতে পার্‌লুম না।

৩য় সূত্রধর। লোহা দাদা—লোহা!

অম্বরের প্রবেশ।

অম্বর। আজ তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হবে—মহারাজের আদেশ।

সূত্রধরগণ। ওরে বাবা রে—গেছি রে!

গুণনিধির প্রবেশ।

গুণনিধি। গেছি রে! কই, কে গেছিস্? দিব্বি ব্যাটারা জলজ্যান্ত বেঁচে, আবার গেছি রে! যাবি—যাবি ব্যাটারা—নিশ্চয় যাবি। ব্যাটারা তো এক একজন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার মাস্‌তুত-পিস্‌তুত ভাই ব'লে পরিচয় দিয়েছিলি, কিন্তু সাত সাত দিন কেটে গেল, কাঠের গায়ে একটা আঁচড়ও দিতে পার্‌লি নি। মর্ ব্যাটারা এইবার!

১ম সূত্রধর। কি কর্‌বো মশায়! আমরা এত চেষ্টা ক'রেও কাঠের গায়ে বাটালি বসাতে পার্‌লুম না! হায়—হায়! প্রাণটা বেঘোরে গেল দেখ্‌ছি।

গুণনিধি। নিশ্চয়ই যাবে। জেনে শুনে তো বাবা টাকার লোভে কাজে হাত দিয়েছিলে। ঠ্যালাটা বোঝ এইবার! অম্বর! নিয়ে যাও এদের বধ্যভূমিতে।

সূত্রধরগণ। দোহাই বাবা! আমাদের ছেড়ে দাও; এই নাক কান মলছি, আর কখনও টাকার লোভে এমন কাজে হাত দেবো না।

গুণনিধি। কিছুতেই না; আজ তোদের কচাকচ্ কচুকাটা করা হবে। বুক ঠুকে কেন কাজে লেগেছিলে বাপধন? তিনটে কাঠের ঠাকুর তৈরী করতে কারও হাতে খিল ধরলো, কারও পক্ষাঘাত হ'লো, কারও আবার গেঁটেবাত দেখা দিলে। যাও—নিয়ে যাও অম্বর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সপ্তাহকাল অতীত, কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য, সূত্রধরগণ মূর্ত্তিনির্ম্মাণে সক্ষম হ'লো না; অথচ এই সব সূত্রধর নিজেকে এক একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে পরিচয় দিয়েছিল।

অম্বর। মহারাজ! আপনার আদেশ মত এই সব অকর্ম্মণ্য সূত্রধরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি।

সূত্রধরগণ। মহারাজ! মহারাজ! আমাদের রক্ষা করুন।

বিদ্যাপতি। এ আদেশ প্রত্যাহার কর রাজা! নিরীহ সূত্রধরগণের প্রাণবিনাশ করলে কি ভগবানের দর্শন পাবে? ওদের মুক্তি দাও রাজা! ওদের কি দোষ? সবই আমাদের কর্ম্মফল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সত্যই আমাদের কর্ম্মফল! অম্বর! ওদের মুক্ত ক'রে দাও।

সূত্রধরগণ। মহারাজের জয় হোক্।

গুণনিধি। [জনান্তিকে] যা—যা ব্যাটারা! খুব বেঁচে গেলি।

[সূত্রধরগণের প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। ভগবানের একি লীলা? শিল্পবিদ্যাবিশারদ সূত্রধরগণ বিগ্রহগঠনে অক্ষম হ'লো! তা হ'লে কি হবে আচার্য্য? জগতে কে এমন শিল্পী আছে যে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিগঠনে সক্ষম হবে?

বিদ্যাপতি। পরীক্ষা—ভীষণ পরীক্ষা! ভগবান! প্রভু! তোমার মূর্ত্তি তুমি নিজে এসেই গঠন কর। তুমি ব্যতীত তোমার মূর্ত্তি কে আর নির্ম্মাণ করতে সক্ষম হবে?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। প্রহেলিকা! অদ্ভুত প্রহেলিকা! আর কতভাবে তিনি আমাদের পরীক্ষা করবেন?

বৃদ্ধ সূত্রধরবেশী বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

বিশ্বকর্ম্মা। মহারাজের জয় হোক্।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কে তুমি বৃদ্ধ?

বিশ্বকর্ম্মা। আমি একজন শিল্পী। মহারাজের ঘোষণা-ডঙ্কা শুনে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য এসেছি। যদি আদেশ হয়, কার্য্য আরম্ভ করতে পারি।

গুণনিধি। এই সেরেছে রে! সেই যে বলে—"হাতি ঘোড়া গেল তল, গাধা বলে কত জল?" প্রস্থান কর বাবা—প্রস্থান কর; কেন বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবে? বাপ্! টাকার কি লোভ? টাকার লোভে বুড়োটা যমের বাড়ী হ'তে উঠে এসেছে গা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। তুমি কি বিগ্রহগঠনে সক্ষম হবে বৃদ্ধ?

বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বাস করুন মহারাজ! আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবো। তবে আমাকে একুশ দিন মাত্র সময় দিতে হবে। কিন্তু আমা

একটী সর্ত্ত আছে মহারাজ! মন্দিরের রুদ্ধ কক্ষে আমি বিগ্রহগঠনে নিযুক্ত থাক্‌বো; নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বে কেউ যেন মন্দির-মধ্যে প্রবেশ না করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বেশ, তাই হবে। স্মরণ রেখো বৃদ্ধ! কৃতকার্য্য হ'লে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার—অন্যথায় প্রাণদণ্ড। অম্বর! সূত্রধরকে মন্দিরমধ্যে নিয়ে যাও। [বিশ্বকর্ম্মাকে লইয়া অম্বরের প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আসুন আচার্য্য! সূত্রধরকে তার কার্য্য বিশদ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিইগে। [ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রস্থান।

গুণনিধি। হায়-হায়-হায়! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। বুড়ো ব্যাটাও এইবার ভবপার। বাবা নীলমাধব! তুমি কতদিন আর শূলমাধব হ'য়ে থাক্‌বে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নীলাচল-সান্নিধ্য পথ

রুদ্রদ্যুম্ন।

রুদ্রদ্যুম্ন। দুর্য্যোগ—দুর্য্যোগ!
ভীমবেগে বহে প্রভঞ্জন,
অবিশ্রান্ত পড়ে বারিধারা,
ঘন ঘন বজ্রের আরাব;
প্রকৃতির একি বিপর্য্যয়!

নীলাচল—কতদূর নীলাচল আর ?
কেমনে পাইব আমি দাদার সন্ধান ?
অজানার পথে একি বিঘ্ন দানিছ ঈশ্বর
পথশ্রমে ক্লান্ত তনু,
চলিবার নাহিক শকতি আর।
দয়াময় !
দেখাইয়া দাও মোরে গন্তব্যের পথ।

গীতকণ্ঠে বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী।—

গীত।

আজি বাদল রাতে।
বেড়াই ঘুরে আমি আলোকহাতে।
কে আছিস্ ওরে পথহারা,
মিছে ফেলিস্ কেন অশ্রুধারা,
দিশেহারা হোস্ না রে আর,
আয় চ'লে আয় আমার সাথে।

রুদ্রদ্যুম্ন। কে—কে তুমি বালক,
প্রকৃতির এ দুর্য্যোগে একাকী হেথায়

বনমালী

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি শুকতারা—আমি শুকতারা,
আঁধারে ছড়াই ওগো আলোকধারা,
আমি পথ হারারে পথ দেখাই গো,
আলোক ধরি নয়নপাতে।

রুদ্রদ্যুম্ন। তবে রে বালক—দেবের আশিস্‌!
পথহারা পথিক যে আমি,
দেখাইয়া দাও মোরে পথ।
জান কি সন্ধান,
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তী-ঈশ্বর
নীলাচলে আছেন কোথায়?
তিনি মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর,
আমি হই অনুজ তাঁহার;
হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অনন্ত বেদনা
তাঁহারি চরণে আমি দিব রে সঁপিয়া।
সন্ধানে তাঁহার
আকুলপরাণে ঘুরিতেছি উন্মাদের প্রায়।
বল্—বল্ ওরে শিশু!
নীলাচল কতদূরে আর?

বনমালী।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তবে এস এই পথে—এই পথে,
চড়িয়া আশার রথে,
আমি নিয়ে যাবো চারু নন্দনবনে সঞ্চিত মধু বিলাতে॥

রুদ্রদ্যুম্ন। চল্—চল্—নিয়ে চল্ মোরে,
বিনিময়ে দিব তোরে
আমার অন্তরের সবটুকু স্নেহরাশি ঢেলে।

[অগ্রে বনমালী, তৎপশ্চাৎ রুদ্রদ্যুম্নের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

মাল্যবতীর প্রবেশ।

মাল্যবতী। বৃদ্ধ সূত্রধর মন্দিরমধ্যে বিগ্রহনির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত। আর তিন দিন পরেই বিগ্রহগঠন সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটুও তো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি সূত্রধর অকৃতকার্য্য হ'য়ে গোপনে পলায়ন করলে? মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌বো না কি? মনের মধ্যে বড়ই কৌতূহল হ'চ্ছে। যাই হোক্, একবার দেখেই আসি।

[প্রস্থানোদ্যতা]

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কোথায় যাচ্ছ রাণী?

মাল্যবতী। আমি একবার মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌বো মহারাজ, সূত্রধর কিরূপ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করছে। বিগ্রহগঠনের কোন শব্দই তো পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয়, সূত্রধর কার্য্যে অক্ষম হ'য়ে প্রাণভয়ে পলায়ন করেছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিন তো এখনও অতীত হয় নি; আমাদের প্রতিশ্রুতি মত এখন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়! অধৈর্য্য হ'য়ো না রাণী! একবিংশ দিবস পূর্ণ হবার আর বিলম্ব নাই।

মাল্যবতী। না মহারাজ! সূত্রধর নিশ্চয়ই পলায়ন করেছে। কত মহা মহা শিল্পী যে কার্য্যে অক্ষম হ'লো, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ কি না

সেই কার্য্য করতে সক্ষম হবে? আপনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হয়েছেন মহারাজ!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সঙ্কল্প ত্যাগ কর রাণী! ভগবানের কর্ম্মকাণ্ডের সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করা আমাদের মত সামান্য মানবের শক্তিবহির্ভূত। তিনি কখন কি ভাবে তাঁর লীলা প্রচার করেন, আমরা ভ্রান্ত, তা বুঝ্‌তে পারি না। শান্ত হও রাণী! ক্ষণিকের উত্তেজনায় একটা অনর্থ ঘটিও না।

মাল্যবতী। আপনি নিষেধ করবেন না মহারাজ! আমি যে আমার বাসনা-স্রোতকে আর বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি একটিবার মাত্র দেখেই ফিরে আস্‌বো। [সহসা দ্রুত প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাণী! রাণী! মন্দিরে প্রবেশ ক'রো না—সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। অপূর্ব্ব স্বপ্ন—অপূর্ব্ব স্বপ্ন ইন্দ্রদ্যুম্ন! গতকল্য রজনীতে স্বপ্নে দেখেছি যে, ভগবান নীলমাধব ত্রিমূর্ত্তিতে ভুবনমোহনরূপে মন্দির-মধ্যে বিরাজ করছেন। সাবধান! কেউ যেন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ না করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সর্ব্বনাশ হয়েছে আচার্য্য! রাণী অধৈর্য্য হ'য়ে মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য এইমাত্র ছুটে গেলেন।

বিদ্যাপতি। সে কি? এস—এস, মহারাণীকে নিবৃত্ত করবে এস।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

অম্বর ও বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বাবসু। একটীবার—একটীবার আমায় মন্দিরে ঢুকতে দে অম্বর!

ওরে, আমি দেখে আসি, আমার নীলমাধবের মূর্ত্তিখানা এবার কি রকম হয়েছে! আমি তার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বল্‌বো, "ওগো নিষ্ঠুর! তুমি তো আমার সবই নিয়েছ, তবুও আমার সঙ্গে লুকো-চুরি খেল্‌ছো!" দে—দে অম্বর! একবার—একবার আমায় মন্দিরে যেতে দে।

অম্বর। মহারাজের যে আদেশ নেই বাবা! তুমি অস্থির হ'য়ো না; আর তিন দিন পরেই তুমি মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে পাবে—আবার তোমার নীলমাধবের দেখা পাবে।

বিশ্বাবসু। পাবো? আবার তার দেখা পাবো? না—না রে অম্বর! আর বুঝি তাকে পাবো না! ওরে, সে যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। যদি আবার আস্‌বে, তবে চ'লে গেল কেন?

অম্বর। লুকোচুরি খেলাই যে তার স্বধর্ম্ম। চল বাবা! তুমি কিছু খাবে চল; আজ ক'দিন হ'তে কিছুই খাও নি।

বিশ্বাবসু। আর আমার ক্ষিদে-তেষ্টা নেই রে অম্বর—আর আমার ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; নীলমাধব আমার সব কেড়ে নিয়ে বুকখানা খালি ক'রে দিয়ে গেছে। [সহসা] ওই! ওই যে আমার নীলমাধবের নূপুর বেজে উঠ্‌লো। ওই যে তার বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে! যাই—যাই, দেখি—দেখি! [প্রস্থানোদ্যত]

অম্বর। [বাধা দিয়া] না—না, যেও না বাবা!

বিশ্বাবসু। ছাড়্‌—ছাড়্‌! আমি দেখ্‌বো—আমি তাকে দেখ্‌বো। বর্শাটা নিয়ে আয় অম্বর! আজ আমি প্রতিশোধ নেবো—নীলমাধবের রক্তে নীলাচল রাঙিয়ে দেবো। [উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

অম্বর। বাবা! বাবা! যেও না—দাঁড়াও— [পশ্চাদ্ধাবন।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দিরাভ্যন্তর।

বিশ্বকর্ম্মা বিগ্রহ গঠন করিতেছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা যে তোমার বিগ্রহ গঠন কর্‌তে এসে তার সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য হারিয়ে ফেল্‌ছে বিশ্বনাথ! কি অভিনব মূর্ত্তি তোমার গঠন কর্‌বো, তা যে আমি কল্পনায় আন্‌তে পার্‌ছি না প্রভু! ওকি? কিসের শব্দ? সহসা কে মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন কর্‌লে? এখনও যে গঠনকার্য্য অসমাপ্ত। ওই কে এসে পড়্‌লো! ভগবান্! তোমারি আদেশ—আর তো আমার থাক্‌বার উপায় নেই। কিন্তু তোমার অর্দ্ধসমাপ্ত মূর্ত্তি এখানে এইভাবেই প'ড়ে রইলো। দীন ভক্ত বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম যেন ব্যর্থ না হয়—তোমার ওই অর্দ্ধসমাপ্ত মূর্ত্তির পদতলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন তার শির নত করে।

[প্রণাম করতঃ অন্তর্দ্ধান।

মাল্যবতীর প্রবেশ।

মাল্যবতী। কই—কই, সূত্রধর কই? একি? মন্দিরমধ্যে তো কেউ নাই! প্রবঞ্চক—প্রবঞ্চক সেই সূত্রধর।

শশব্যস্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাণী! রাণী! একি কর্‌লে?

মাল্যবতী। এই দেখুন মহারাজ! মন্দির শূন্য—সূত্রধর পলায়িত। এখন বিশ্বাস হয়েছে তো?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। সত্যই তো, সুত্রধর পলায়ন করেছে। এখন উপায় কি আচার্য্য? কে আবার বিগ্রহ গঠন কর্‌বে? ওকি? বস্ত্রাচ্ছাদিত কি রয়েছে?

বিদ্যাপতি। কই? দেখি—দেখি! [বস্ত্র উন্মোচন করিয়া] এঁ্যা—একি? দেখ—দেখ রাজা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। একি? একি দেব? এ যে অর্দ্ধসমাপ্ত বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি! তবু যেন এর আলোক-ছটায় মন্দিরমধ্যে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌লো! রাণী! তুমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে! গঠনকার্য্য সম্পূর্ণ হ'তে না হ'তে অকালে সব নষ্ট কর্‌লে?

বিদ্যাপতি। হায়—হায়, কি কর্‌লে জননী! একি তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হ'লো!

মাল্যবতী। তাই তো, ভুলের বশে কি সর্ব্বনাশ কর্‌লুম!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আর কি হবে দেব? এখন এই বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি গে।

[নেপথ্যে দৈব্যবাণী।]

দৈববাণী। আক্ষেপ ক'রো না রাজা! আমি ওই নির্গুণ নিষ্কাম হস্তপদহীন বুদ্ধমূর্ত্তিতে জগতে প্রকাশিত হবো; তুমি এই ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে অভিষেকের শুভ আয়োজন কর।

বিদ্যাপতি। তোমারি অভিলাষ পূর্ণ হোক্ ভগবান!

দ্রুত রুদ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

রুদ্রদ্যুম্ন। দাদা! দাদা! [ইন্দ্রদ্যুম্নের পদতলে পতন]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। এঁ্যা—একি? রুদ্র! ভাই আমার! ফিরে এসেছিস্?

আয়—আয় রে আমার হারানিধি! আমার বুকে আয়। [বক্ষে ধারণ] বল্—বল্ ভাই! আমার অবন্তীর সংবাদ?

মাল্যবতী। দেবর! দেবর! এসেছ ভাই? অবন্তীর সব কুশল তো?

রুদ্রদ্যুম্ন। কুশল দেবী! সেই রাক্ষসী সুষমা আর বিশ্বাসঘাতক অরিন্দম কর্তৃক অবন্তী সাময়িক শ্রীভ্রষ্ট হ'লেও ভগবানের আশীর্ব্বাদে আবার তথায় পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। যাক্—নিশ্চিন্ত। আচার্য্য! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বিদ্যাপতি। এখন শুভদিনে ওই ত্রিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে ভগবানের আদেশ পালন করি এস রাজা!

দ্রুত বিশ্বাবসু ও তৎপশ্চাৎ অম্বরের প্রবেশ।

বিশ্বাবসু। কই—কই সে নীলমাধব—কই সে নিষ্ঠুর প্রতারক শঠ?

ইন্দ্রদ্যুম্ন। শবররাজ! শবররাজ! এই দেখ বন্ধু, তোমার নীলমাধব।

বিশ্বাবসু। এঁ্যা! একি? এই মূর্ত্তি আমার নীলমাধবের? না—না, এ মূর্ত্তি তো আমার নীলমাধবের নয়! চোর—চোর তোমরা, আমার নীলমাধবকে চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছ! অম্বর! অম্বর! বর্শাটা নিয়ে আয় তো, আজ এই অসভ্য শবররাজ বুড়ো বয়সে আবার সিংহের শক্তি নিয়ে জেগে উঠ্‌বে। দস্যুদের রক্ত গায়ে মেখে তাণ্ডব নৃত্য করবে। নিয়ে আয় বর্শা—নিয়ে আয় বর্শা!

[নেপথ্যে দৈববাণী।]

দৈববাণী। শবররাজ! শান্ত হও ভক্ত! ওই মূর্ত্তিতে আমিই তোমার নীলমাধব। শোন শবররাজ! তোমরা বংশপরম্পরায় আমার

ওই ত্রিমূর্ত্তির সেবক হবে। এখন দুঃখ অভিমান সব ভুলে গিয়ে সানন্দে আমার পূজার আয়োজন কর।

বিশ্বাবসু। নীলমাধব! নীলমাধব! আমি যে এতখানি বয়সেও তোমার লীলা বুঝ্‌তে পারলুম না। আমার ভুল আমি বুঝ্‌তে পেরেছি অবন্তীরাজ! তুমি আমায় ক্ষমা কর—[নতজানু হইল।]

ইন্দ্রদ্যুম্ন। পদতলে নয় বন্ধু—তোমার স্থান আমার এই বক্ষে। [আলিঙ্গন] এস, আজ আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রাণের অনন্ত কামনা ওই অনন্তদেবের পাদপদ্মে নিবেদন করি এস। ধন্য হোক আমাদের কর্ম্মজীবন—সার্থক হোক্ আমাদের মন্দির-প্রতিষ্ঠা।

গীতকণ্ঠে বনমালীর প্রবেশ।

বনমালী।—

গীত।

রহিবে অমর অবনীর বুকে তোমারি কীর্ত্তিগাথা।
তোমারি পুণ্য-করমের ফলে নব-অবতার বিশ্বপাতা॥
চন্দ্র সূর্য্য রবে যতদিন, কীর্ত্তি রহিবে ভবে ততদিন,
ঘোষিবে তোমার সুযশঃ খ্যাতি শস্যশ্যামলা বসুমাতা॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন। একি? বনমালী? তুমি কোথা হ'তে এলে বাপ্?

মাল্যবতী। বনমালী! বনমালী! এতদিন পরে কি আমাদের মনে পড়েছে বাবা? আয়—আয়—একটীবার আমার বুকে আয়—'মা' 'মা' ব'লে ডাক্। [বক্ষে ধারণ]

বনমালী। মা! মা!

বিদ্যাপতি। মহারাজ! আমার মনে হয়, এই বালক কোন মায়াবী ছদ্মবেশী দেবতা!

ইন্দ্রদ্যুম্ন। বনমালী—বনমালী! সত্য বল বাবা! কে তুমি? স্বপনের মত তোমার মূর্ত্তি যে আমার নয়ন-দর্পণে প্রতিফলিত। বল—বল!

বিদ্যাপতি। সত্যই রাজা! ও বালক সামান্য নয়। ওই দেখ ওর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কি এক অভিনব জ্যোতিঃ বিকশিত হ'চ্ছে। নিশ্চয়ই ওই বালক আমাদের এই আর্ত্ত হাহাকারের শান্তি-প্রস্রবণ।

বিশ্বাবসু। [বনমালীকে দেখিয়া চমকিত হইয়া] ওই যে—ওই যে আমার নীলমাধব এসেছে! সেই রূপ—সেই অবিকল রূপ—ঠিক মিলে যাচ্ছে। চতুর নীলমাধব! এবার আমি তোমায় পেয়েছি, আর ছাড়্‌ছি নে। অম্বর! অম্বর! বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্। ওরে, নিষ্ঠুর আবার এসেছে—শীগ্‌গির বেঁধে ফেল্।

[বনমালীকে ধরিতে উদ্যত হইলে বনমালীর অন্তর্দ্ধান।]

বিশ্বাবসু। একি? কোথা গেল? কোথা গেল? হা নীলমাধব!

[কপালে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।]

অম্বর। বাবা! বাবা! তোমার নীলমাধব যে জগতময় বিরাজিত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। আচার্য্য! তবে কি সত্যই বনমালী আমাদের সাধনার স্বর্গ সাকারমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান?

বিদ্যাপতি। সংশয় দূর কর রাজা! বনমালীই যে প্রকৃত সেই ভক্তাধীন ভগবান; তাঁর লীলা যে অনন্ত—অসীম—অব্যক্ত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। প্রভু! দয়াল! যদি এসেছিলে, তবে কেন চ'লে গেলে আজ ভক্তকে কাঁদিয়ে?

সহসা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ষড়ৈশ্বর্য্য-
মূর্ত্তির আবির্ভাব।

সকলে। [সবিস্ময়ে] একি? একি?

ষড়ৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তি। ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন! ভক্ত শবররাজ! এই দেখ আমার স্বরূপ মূর্ত্তি। আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার ওই ত্রিমূর্ত্তি মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠা কর। এই পুণ্যধাম নীলাচলে আজ হ'তে আমি "দারুব্রহ্ম জগন্নাথ" রূপে সপ্রকাশ হবো। এখানে অস্পৃশ্যতা থাকবে না—জাতিভেদ থাকবে না—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলেই সমভাবে আমার পূজার অধিকারী হবে। আমি এই কীর্ত্তি-গরিমা-বিভূষিতা সাগরমেখলা ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছি—আজ হ'তে এই পুণ্যক্ষেত্র নীলাচল জগতের "মুক্তি-তীর্থ" রূপে পরিগণিত হবে।

বিদ্যাপতি। বল সকলে সমস্বরে বল—

নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং।
নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিং সংযুতং সাগ্রজেন॥
ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণযুগং ব্রহ্ম রুদ্রাদি বন্দ্যং।
বেদানং সারমীশং নিজজনসহিতং ব্রহ্মদারু স্মরামি॥

[সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিলে ষড়ৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হইল।]

সকলে। জয় শ্রীভগবান জগন্নাথদেবের জয়!

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
চা[illegible]ছেলে
নট্ট কোম্পানী[illegible] অভিনীত—২৲

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
স্রোতের যাত্রী
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
স্বর্ণলঙ্কা
বাণী নাট্যসমাজে অভিনীত—২৲

শ্রী[illegible]ভূষণ কবিরত্ন প্রণীত
দুর্গোৎসবে সমাধি
রয়েল বীণাপাণিতে অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
[illegible]
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
নারায়ণ
শ্রীদুর্গা অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ প্রণীত
[illegible]
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
বীরপূজা
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
বজবীর
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
নিয়তি
রয়েল বীণাপাণিতে অভিনীত—২

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
দানবীর
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত—২

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
ব্রহ্মতেজ
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, প্রণীত
লীলাবসান
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
দর্পহারী
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২৲

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত
[illegible]
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২৲

শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত
বনবীর
[illegible] অপেরায় অভিনীত—২৲